ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

অঙ্কৃশের আউট নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে

হল জরিমানাও ১১

হানাহানি গোঘাটে, আহত আরামবাগের সাংসদও

তোপ অভিষেকের ৫

ধর্ষক-খুনি! শুনেই চটে গেলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

হামলাকারীর ১০৫২ শব্দের ইস্তাহার ৭

ট্রোলের বিরুদ্ধে সরব তারকারা

আনন্দ প্লাস ১০

epaper.anandabazar.com কলকাতা ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল ২০২৬ শহর সংস্করণ ৬.০০ টাকা ১২ পাতা

শাহের কলকাতা-নিন্দায় প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা মোদীর ■ জয় নিশ্চিত বলেই দাবি মমতার

শপথে আসব, বলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাটপাড়া: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভাষণে কয়েক দিন আগে শোনা গিয়েছিল, কলকাতা 'বস্তির শহর' হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় ভোটের ঠিক আগে সুর পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর আশ্বাস, 'সিটি অব জয়' কলকাতাকে নতুন সরকার এসে 'সিটি অব ফিউচার' করে তুলতে উদ্যোগী হবে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের প্রচার শেষ করে পরিবর্তনের বিষয়ে প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন, নতুন বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতেই হবে!

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে জনসভা ও রোড-শো মিলিয়ে ১৯টি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচার শেষ হওয়ার দিনে মোদী যখন গঙ্গার পূর্ব পাড়ে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে সমাবেশ করছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ সে দিন রোড-শো করেছেন গঙ্গার পশ্চিমে চন্দননগরে। তার আগে গঙ্গাসাগরে পুজো দিয়ে বেহালাতেও রোড-শো সেরেছেন শাহ। এই রাজ্যে ভোটের আগে চূড়ান্ত লগ্নে প্রধানমন্ত্রী

এর পর পৃঃ ৫ ▶

■ ব্যারাকপুরের জগদ্দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি: সুদীপ ঘোষ

অধিকার রক্ষায় ভোট দিতে আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা

এই বারে অধিকার রক্ষায় ভোট দিন, এমন আবেদনেই সোমবার ভোটের প্রচারে ইতি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে ভাবে সভা, বক্তৃতা না-করলেও দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে ১২ কিলোমিটার পথ হেঁটে জনসংযোগ সেরেছেন শাসক শিবিরের প্রধান। তিন দফার পদযাত্রার প্রথমটি সুকান্ত সেতু থেকে শুরু করে সন্ধ্যায় শেষটি থেমেছে আলিপুরের গোপালনগরে এসে। এরই মধ্যে ৪ মে তারিখ ফলপ্রকাশের দিন জয় নিশ্চিত বলে ফের বার্তা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের সবুজ আবির কিনে তা মজুত রাখার নিদান দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় এক মাস তিন দিন ধরে শিলিগুড়ি থেকে সাগর পর্যন্ত কম-বেশি ২০০টি কর্মসূচি, ছিল তৃণমূল নেত্রীর। প্রথম দফার ভোটের আসনগুলির পরে, শেষ কয়েক দিন দ্বিতীয় দফার কেন্দ্রগুলি ঘুরে এ দিন দক্ষিণ কলকাতায় প্রচার শেষ করেছেন মমতা। সুকান্ত সেতু থেকে ঢাকুরিয়া, গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট ও হাজরা থেকে গোপালনগর পর্যন্ত এ দিন তিন

এর পর পৃঃ ৫ ▶

■ যাদবপুরে পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: রণজিৎ নন্দী

'দিদি মরেনি, লড়ছে', ভরসা চাইছেন 'ভাই'

তারকা কেন্দ্র

সন্দীপন চক্রবর্তী

● ভবানীপুর

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে ফুচকার এক ঠেক আছে। সে ফুচকার কদর করেন কালীঘাটের বিখ্যাত বাসিন্দা। তেঁতুল জলে কতটা টক থাকবে, আলুতে কতটুকু ঝাল হবে, বলে দেবেন। প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথের অনুষ্ঠানে বকুলবাগানের ফুচকাওয়ালাও ছিলেন দিদির অতিথি। পরিবারের লোকেরা এখন দোকান চালান, দিদি তাঁদের খবর রাখেন।

হরিশ মুখার্জি থেকে কাঁসারিপাড়ার দিকে ঘোরার মুখে গুরুদ্বারের প্রায় প্রত্যেক সর্দারজি-কে নামে চেনেন। ওই পথে হেঁটে গেলে এক বার দাঁড়াবেনই। এই ভোটের মরসুমে পদযাত্রায় তিনি বেরিয়েছেন দেখে গুরুদ্বার থেকে যোগ হয়ে যাচ্ছেন এক দল শিখ প্রতিনিধি। শাসক দলের প্রার্থীর জন্য নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সনের জন্য নয়। রাজ্যের প্রশাসনিক কর্ণধারের জন্যও নয়। শুধুই দিদির জন্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভবানীপুরের এমন রসায়ন ধরতে গেলে এত শব্দ খরচ করতে হবে, যে চেষ্টা বৃথা। তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থার উদ্যোগে এই তালুকের নানা প্রান্তে 'ঘরের মেয়ে' পোস্টার পড়েছে ঠিকই। কিন্তু সে সব একেবারেই বাহুল্য। মমতার মমতা এবং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠার দীর্ঘ লড়াই চোখের সামনে দেখেছে দক্ষিণ কলকাতার এই সব পাড়া। তবে তার পরেও তারা এ বার অন্য রকম একটা লড়াই দেখছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাগজে-কলমে ভবানীপুরের প্রার্থী। আসলে লড়ছেন ২৯৪টি কেন্দ্রে। তা-ও ঠিক বলা হল না! লড়াইটা আসলে আরও বড়। কেন্দ্রের সরকার, কেন্দ্রীয় নানা সংস্থা এবং তার উপরে নির্বাচন কমিশন— কার্যত একটা রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তিনি। নেপথ্যের নানা শক্তির প্রতিভূ হয়ে সামনে আছে বিজেপি। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তাঁর ভবানীপুরের ভূমি আলগা হতে দিতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। এ বার তাঁকে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরতে, বহুতল আবাসনে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে, রাস্তার ধারে আটপৌরে বাঙালি থেকে ভিন্ন ভাষার আবাসিকদের সঙ্গে মিশে যেতে। প্রচার শেষ করে বাড়ি ঢোকার পথে কালীঘাট মোড়ে তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখে পটুয়াপাড়ার বৃদ্ধ বাসিন্দা বলছিলেন, "এত বছর ধরে দেখছি। অনেক আগের কথা আলাদা, ইদানীং

এর পর পৃঃ ৫ ▶

অবকাশ

আনন্দবাজার পত্রিকা শব্দছক ৯০৫০

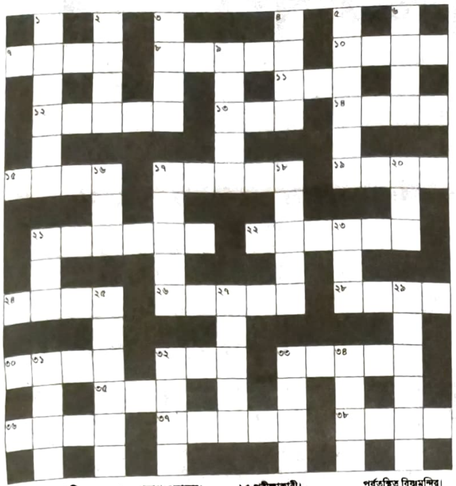

পাশাপাশি

৭ পর্বতরাজ হিমালয়।
৮ পকেটে টাকাপয়সা না থাকা।
১০ পুঁথিগত, বইসম্বন্ধীয়।
১১ প্রতাপ, পরাক্রম।
১২ ভাল করে দেখার মতো।
১৩ অমান্য করা।
১৪ যে পথ মাটির উপর দিয়ে গেছে।
১৫ পরীক্ষাকারী।
১৭ প্রজাদের মনোরঞ্জনকারী।
১৯ সিংহাসন।
২১ উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল পর্বতস্থিত বিষ্ণুমন্দির।
২২ পক্ষপাতদ্বারা কলুষিত।
২৪ পরাজয়।
২৬ যা সদ্য গঠন করা হয়েছে।
২৮ শরণার্থী।
৩০ অন্তর্বেদনা, অনুশোচনা।
৩২ মায়ের মা।
৩৩ সীমাহীন।
৩৫ সাইকেল চালিত তিন চাকার গাড়ি।
৩৬ অন্তরসম্পর্কিত, মনোগত।
৩৭ কল্পনায় জাত কন্যা।
৩৮ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

উপর-নীচে

১ আকাশ ফাটানো।
২ রজোগুণবিশিষ্ট, সমারোহপূর্ণ।
৩ অর্থের যা করতে নেই।
৪ দেবতার উদ্দেশে প্রাণিবধ।
৫ (আল) আত্মসাৎ।
৬ গুজুল।
৯ চৌকিদার, পর্যটনকারী।
১৬ মনগড়া বিষয়।
১৭ যা প্রস্তুত হচ্ছে।
১৮ বাঁকা চোখে তাকানো।
২০ অতিশয় তুষ্ট বা তৃপ্ত।
২১ অংশ, ভাগ।
২৩ দলিল, চিঠিপত্র লেখার পারিশ্রমিক।
২৫ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
২৭ জনগণের সজ্ঞবদ্ধ চিন্তাভাবনা।
২৯ মহাদেশ সংলগ্ন কিন্তু পৃথক ভূখণ্ড।
৩১ নরঘাতক, যম।
৩২ আকাশ সম্বন্ধীয়।
৩৩ বিশেষ ক্ষমতাবলে জারি করা আদেশ।
৩৪ শত্রুসৈন্য।

সমাধান ৯০৪৯

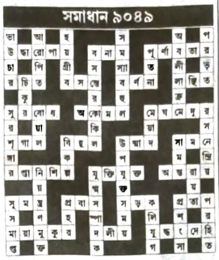

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ১৪ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল। দ্বাদশী তিথি রাত্রি ৬-৫২ পর্যন্ত ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ১০-৩৬ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৬-৪৬ গতে ৮-২২ মধ্যে ও ১-১০ গতে ২-৪৬ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৪৪ গতে ১০-১৮ মধ্যে ও ১২-৫১ গতে ২-৩৩ মধ্যে পুনঃ ৩-২৪ গতে ৫-০৬ মধ্যে। রাত্রি ৬-৪৩ মধ্যে ও ৮-৫৭ গতে ১১-১২ মধ্যে ও ১-২৭ গতে ২-৭ মধ্যে। **অন্য পঞ্জিকা:** ১৪ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল। দ্বাদশী তিথি রাত্রি ৭-৩৫ পর্যন্ত ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ১১-২২ পর্যন্ত। বারবেলা দিবা ৬-৪৬ গতে ৮-২২ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৭-৪৩ গতে ১০-১৭ মধ্যে ও ১২-০ গতে ২-৩৩ মধ্যে ও ৩-২৪ গতে ৫-০৬ মধ্যে। রাত্রি ৬-৪২ মধ্যে ও ৮-৫৭ গতে ১১-১১ মধ্যে ও ১-২৬ গতে ২-৫৫ মধ্যে। বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান দিবস। রুক্মিণী দ্বাদশী। ১০ জ্যৈষ্ঠ।

আজকের দিনটি

মেষ: লটারি বা ফাটকায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। মন ও বুদ্ধির অস্থিরতায় কাজকর্মে ভুলভ্রান্তির আশঙ্কা। দূরে বদলির সম্ভাবনায় মানসিক চাপ। জীবনে কোনও নতুন ব্যক্তির সহায়তায় মানসিক শান্তি। বৃষ: বহুদিনের আশা পূরণ হতে পারে। দুঃস্থের পাশে দাঁড়াতে পেরে আত্মিক তৃপ্তি। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগের সূত্রে অভাবিত উপার্জনের ইঙ্গিত। মিথুন: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত। অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষের অসংযত প্রকাশ বিপত্তি বিড়ম্বনায় ফেলে দিতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার মীমাংসা না-হওয়ায় উদ্বেগ বাড়বে। কর্কট: অর্থ উপার্জনের বিকল্প চিন্তায় মনোনিবেশ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ব্যবসায় অংশীদারের চালচলনে বাড়তি নজর দেওয়া একান্ত দরকার। কর্মস্থল পরিবর্তনের চেষ্টায় আশার আলো। সিংহ: প্রেমপ্রণয়ে জট মুক্তিতে মানসিক উদ্বেগের অবসান। ফাটকা বা শেয়ারে বাড়তি বিনিয়োগ না-করাই ভাল, নচেৎ ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরিবর্তন ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। কন্যা: মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের নতুন পরিকল্পনা। বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ না-ও হতে পারে। কাঁধে ও হাতে বাতজ বেদনার প্রকোপ বৃদ্ধিতে কষ্ট পাবেন ও কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। তুলা: সম্পত্তিগত সমস্যা সমাধানে গুরুজনের পরামর্শ সহায়ক হতে পারে। শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করার মাসুল দিতে হতে পারে। প্রিয়জনের বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করা যেতে পারে। বৃশ্চিক: অন্যমনস্কতা বা উদাসীনতায় কর্মক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির জন্য অপনমন ও দূরে বদলির সম্ভাবনায় মানসিক চাপ। মূল্যবান দ্রব্যাদি হারিয়ে গেলেও ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। লটারি বা ফাটকায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। ধনু: কর্মস্থলে সঙ্কটে উদ্বেগ ও উত্তেজনা বাড়লেও স্বাস্থ্যের খাতিরেই তা প্রশমন করা একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুর গৃহে প্রীতি অনুষ্ঠানে কোনও আত্মীয়ের বিরূপ আচরণে রসভঙ্গ। মকর: শত্রুভাবাপন্ন সহকর্মীদের জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র বানচাল করে কর্মে অগ্রগতি অব্যাহত। আইন আদালত এড়িয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পত্তি বিষয়ক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আশা। কুম্ভ: পারিবারিক পরিস্থিতির প্রভাব কাজে পড়তে পারে। লোকাচার আর কুটুম্বিতা নিয়ে কূটকচালিতে সংসারে শান্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিনয় জগতে প্রবেশের সুযোগ আসতে পারে। মীন: জ্ঞাতিশত্রুর চক্রান্তে আইনি জটিলতায় পৈতৃক সম্পত্তির দখল পেতে সমস্যা হতে পারে। কর্মকৃতিত্বের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশংসিত হতে পারেন। **সঞ্জয়**

সময়

জোয়ার: দুপুর ৭টা ৪০মি এবং রাত ৮টা ১১ মিনিট। **ভাটা:** বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১২টা ০৮ মিনিট। **সূর্য:** উদয় সকাল ৫টা ০৭ মিনিট এবং অস্ত : সন্ধ্যে ৬টা ২মি।

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী: আকাশ আট, সন্ধ্যা ৭-৩০।

জি বাংলা সোনার
সকাল ৯-০০: অবু ভালবাসি, বেলা ১২-০০: পরিণাম, ৩-০০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, বিকেল ৫-৩০: সুন্দর বৌ, রাত ৮-৩০: প্রথম দেখা, ১১-৩০: হীরক রাজার দেশে।

কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ৯-৩০: রাজমহল, বেলা ১-০০: বন্ধন, বিকেল ৪-০০: নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধ্যা ৭-১৫: প্রেমী, রাত ১০-৪৫: বন্দিনী।

কালার্স বাংলা
বেলা ২-০০: সেজ বৌ।

আকাশ আট
দুপুর ৩-০৫: জাল

অ্যান্ড পিকচার্স
সকাল ৯-০১: টাইম স্টোরি, বেলা ১১-৫০: কেদারনাথ, ২-০১: কৃষ থ্রি, বিকেল ৪-৫৩: গড তুসি গ্রেট হো, সন্ধ্যা ৭-৩০: ওয়ান্টেড, রাত ১০-০৬: সুপ্রিম খিলাড়ি।

ইন দ্য আই অব দ্য স্টর্ম
ডিসকভারি
বিকেল ৪-০০

জি অ্যাকশন
সকাল ৮-১৪: ছত্রপতি, ১০-৫৮: গোপী কিষণ, বেলা ১-৪৮: দেবী, বিকেল ৪-৩০: দ্য ডন, সন্ধ্যা ৭-৩০: বাগী, রাত ১০-২০: বাসা।

জি সিনেমা
সকাল ৯-২৭: খাট্টা মিঠা, বেলা ১২-২৮: ওয়ান্টেড, ৩-২৪: জালেবি, বিকেল ৫-১৪: এক্সট্রা অর্ডিনারি, সন্ধ্যা ৭-৫৫: হলিডে- আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০-৫৬: কাঙ্গুভা।

ডিডি বাংলা
সকাল ৭-০০: সকাল সকাল (গানে: প্রার্থনা সামন্ত), ৯-০০: সুস্বাস্থ্য (বিষয়- গরমে চুল ও ত্বকের যত্ন), ১০-০০: সপ্তরঙ্গী, ১০-৩০: শান্তিনিকেতন থেকে- ক্লাসিক্যাল এসরাজ বাদন, ১১-০০: আধুনিক গান: বনশ্রী সেনগুপ্ত (ভিডি আর্কাইভ থেকে), ১২-০২: বড় কাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়ায়, ১২-৩০: অঙ্কুর, ১-০২: আলোর পথযাত্রী, ১-৩০: নিরুদ্দেশ সংবাদ, ১-৩৫: আজকের রান্না- কাশ্মীরি মুর্গ, ২-৩০: বাংলা ছায়াছবি- উৎসর্গ, বিকেল ৫-১৫: ক্যামেরা চলছে, ৫-৩০: পুতুল নেবে গো পুতুল (একটি ঐতিহ্য- তালপাতার পুতুল), সন্ধ্যা ৬-০২: ডাক্তার অন কল, ৭-৩০: জনদেশ ২০২৬, রাত ৮-৩০: লিখন তোমার- মিউজিক্যাল ফিচার, ৯-০০: দৃষ্টিপাত (কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপর), ১০-০০: সংবাদ প্রবাহ, ১০-৩০: ক্যামেরা চলছে।

কেদারনাথ: অ্যান্ড পিকচার্স, বেলা ১১-৫০।

ম্যানড্রেক

অরণ্যদেব

সিনেমা হল

বাংলা

বিনি পায়রা
সাউথ সিটি ৫-১০, নন্দন ৬-০০, নবীনা ৫-০০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৫-৩০, হাইল্যান্ড পার্ক ৫-২৫, স্টার মল মধ্যমগ্রাম ৫-০০, রাধা স্টুডিয়ো ১-১৫, রূপমন্দির ৫-০০।

হিন্দি

ভূত বাংলো
সাউথ সিটি ৯-১০, ১০-০০, ১২-২৫, ১-১৫, ৩-৫০, ৪-৪০, ৭-১৫, ৮-০৫, ৯-৫০, ১০-৪০, ১১-৩০, পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ৯-০০, ১০-০০, ১২-১৫, ১-১৫, ২-১৫, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০৫, ৮-০৫, ১০-৩০, ১১-৩০, লেক মল ৯-১০, ১০-০০, ১১-৪০, ১২-৩০, ৩-৫০, ৬-২০, ৭-১০, ১০-০৫, ১০-৩০, কোয়েস্ট ৯-০০, ১০-০০, ১১-০০, ১২-১৫, ১-১৫, ৩-৪০, ৪-৪০, ৭-০৫, ৮-০৫, ১০-৩০, ১১-১৫, ১১-৩০, সিটি সেন্টার টু রাজারহাট ৯-৩৫, ১-০০, ৩-২৫, ৪-২৫, ৬-৫০, ৭-৫০, ১০-১৫, ১১-১৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ৯-৩০, ১০-৩০, ১২-৪৫, ৪-০০, ৭-১৫, ৯-৩০, ১০-৩০, অ্যাক্রোপলিস ৯-১০, ১০-৪০, ১১-৪০, ১২-৩০, ৩-৫০, ৬-২০, ৭-১০, ১০-৩০, ১১-১৫, সিটি সেন্টার সল্টলেক ৯-৩৫, ১-০০, ৩-২৫, ৪-২৫, ৬-৫০, ৭-৫০, ১০-১৫, ১১-১৫, নবীনা ২-০০, ৭-১৫, হাইল্যান্ড পার্ক ৯-০০, ১০-০০, ১২-১৫, ১-১০, ২-১০, ৩-৩৫, ৪-৩০, ৭-০০, ১০-৫০, পিভিআর মানি স্কোয়্যার ৯-০০, ১০-০৫, ১২-১৫, ১-২০, ৩-৪০, ৭-০৫, ৯-৩০, ১০-৩০, পিভিআর অবনী ৯-১৫, ১১-৩০, ১২-৩০, ২-৫৫, ৩-৫৫, ৬-২০, ৭-২০, ৯-৪৫, ১০-৪৫, অশোকা ২-০০, ৫-০০, ৮-০০, ফোরাম ৯-০০, ১০-৪৫, ১২-২৫, ৩-৫০, ৫-০০, ৭-১৫, ৯-৪৫, ১০-৪০, প্রিয়া ৩-৩০, ৮-৫০, অজন্তা ২-৩০, ৩-৩০, ৫-৪০, ৬-৪০, ৯-৪৫, বিনোদিনী থিয়েটার ১২-৩০, ৩-৫০, অ্যাম্পিস ১১-৩০, ১২-১৫, ২-৩০, ৪-০০, ৫-৩০, ৫-৪৫, ৮-৩০, ৮-৪৫, বসুশ্রী ৯-০৫, ১২-৩০, ২-২৫, ৩-৫৫, ৫-৫০, ৭-২০, ৯-১৫, ১০-৪৫, হিন্দ ৯-০০, ১২-২৫, ৩-৫০, ৭-১৫, ৯-৫০, ১০-৪০, মেনকা ১১-০০, ৪-২৫, মেট্রো ৯-৩৫, ১-০০, ৪-২৫, ৭-৫০, ১০-১৫, ১১-১৫, প্রাচী ৪-১৫, ৭-২০, গ্লোব ১২-৪৫, ৩-৪৫, ৬-৪৫, ৭-৪৫, ৯-৪৫, সোনালি ১১-০০, ২-০০, ৫-০০, ৭-৪৫, মিনার ২-৩০, ৫-৩০, বিজলি ২-৩০, ৫-৩০, বসুশ্রী ১২-৩০, ৩-৩০, ৬-৩০, রূপমন্দির ১১-০০, ২-০০, ৭-০০।

ইংরেজি

মাইকেল
পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজা যশোর ১১-৫০, ৫-৩৫, ৮-২৫, ১১-১৫, কোয়েস্ট ৯-২০, ১২-১০, ৩-০০, ৫-৫০, ৮-৪০, ১১-৩০, লেক মল ৯-০০, ৩-০০, ৫-৫০, ৮-৪০, সিটি সেন্টার টু ৯-৩০, ১২-১৫, ৫-০৫, আরডিবি সিনেমা সল্টলেক ১০-০০, ১-৪০, ৪-২০, ৯-৪৫, অ্যাক্রোপলিস ৯-০০, ৫-৫০, ৮-৪০, ১১-৩০, সিটি সেন্টার সল্টলেক ১২-১৫, ৫-১০, ১০-৪৫, হাইল্যান্ড পার্ক ১২-১৫, ৭-৫০, ১০-৪০।

ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা: ₹৫.০০;
মুম্বই: ₹১০.০০।
সড়ক / রেল মাসুল
অসম: ₹৩.০০;
নাগাল্যান্ড: ₹৩.০০।

জন্মদিন

হারানো-প্রাপ্তি

Lost & Found The SBI/ SB/ Passbook, Pan Card, Adhar Cards of John Murmu & Neli Nirojini Murmu are Lost on 17/4/26. A general dairy registered at Haridevpur Police Station on 20/4/26. If anybody found, please, inform John Murmu, Prantik-II, 285, M.G. Road, kolkata- 700104. Mob: 9875395503.

আবেদন

অবিলম্বে O+ (পজিটিভ) কিডনী দাতা চাই। 25-40 মধ্যে দাতারা ছবি ও প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন। Mobile- 98746 31351.

O+Ve গ্রুপের পুরুষ/মহিলা কিডনী দাতা চাই। 24-41 বয়সের মধ্যে দাতারা ছবি ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। Contact- 90625 16863.

মেদিনীপুরে শীঘ্র স্বেচ্ছায় নীরোগ O+ (পজিটিভ)ব্লাড গ্রুপের কিডনি দাতা(বয়স 26-45 বছর)চাই। শীঘ্র ID+ আধারকার্ড এবং অভিভাবকসহ যোগাযোগ করুন। শংকর দাস 7501343951

মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+/O+ গ্রুপের কিডনী চাই। 26-42 বয়সের মধ্যে দাতারা সত্বর প্রমাণপত্র সহ ফোন করুন। Contact: 96008 72980.

নাম পরিবর্তন

I, Sudipa Karmakar, W/O Abhishek Das,residing at Malancha road, Malir bagan, Noapara, Barasat, Kol-125, I have changed my name and shall henceforth be known as Sudipa Karmakar Das as declared before the First class Judicial Magistrate Barasat Court vide affidavit dated 10/3/2026. Sudipa Karmakar Das and Sudipa Karmakar both are same and identical person.

ইত্যাদি
• 9903088888
• 7666700400

নাম পরিবর্তন, আবেদন, হারানো-প্রাপ্তি, নোটিস, লিগাল নোটিস, সেল নোটিস, টেন্ডার, নিলাম ও আরও অন্যান্য বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
কলকাতা
• 9903088888
• 9051018052
কলকাতার বাইরে
• 7666700400
ইত্যাদি

শোকসংবাদ

Swapan Ghosh
14/08/1944 to 24/04/2026

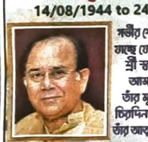

গভীর শোকের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে আমাদের প্রিয় বাপি শ্রী স্বপন ঘোষ (ছেনু) আমাদের মাঝে নেই। তাঁর মূল্যবোধ আমাদের চিরদিন আলোকিত করবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।
স্মরণে
সুজাতা, সুদীপ্তা, সুমন, সৌরভ, সব্যসাচী, আরুশী

স্মৃতির উদ্দেশে

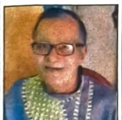

প্রবীর ভট্টাচার্য
মৃত্যু - ২৮.৪.২০২১
"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি"
পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী তে তোমার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনায় শোকস্তব্ধ স্ত্রী (মনিকা), পুত্র (প্রীতম) কন্যা (ইতুশ্রী)

প্রয়াত বিদ্যুৎ কুমার সরকার
২৮/০৪/১৯৮১ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তবু তাঁর প্রেরণা সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে আছে। দে: পপুলার রাবার ওয়ার্কস প্রা: লি: স্থাপিত ১৯৪৭, ৭৯ বৎসর, ২০, এন এস রোড কলি-১ এর কর্মীবৃন্দ।

ইত্যাদি
• 9051018052

নোটিস

In the High Court of Orissa: Cuttack (Civil Appellate Jurisdiction Cases) MATA Case No 122 of 2024 & I.A No 138 of 2026
Mitravanu Das ...Appellant
Versus
Smita Gaurisaria and another ...Respondents
Notice Under Order 5 Rule 20 of Code of Civil Procedure

1. That the Hon'ble Court vide Order no-11 dated 16.03.2026 has directed the appellant to serve notice upon- To Respondent No-1 Smita Gaurisaria, D/o- Raj Kumar Gaurisaria, Resident of-78/1, Upendra Nath Mitra Lane, P.S.- Golabari, P.O.-Salkia, District- Howrah, PIN-711106.
2. The petitioner has filed the aforesaid MATA impleading you as Respondent No-1. pursuant to Hon'ble Court Order no- 11 dated 16.03.2026 Notice was issued against you and same returned unserved with postal remark absent/ addressee not found in the given address.
3. Inspite of repeated notices being sent, you are not appearing in the Court here as per the direction of the Hon'ble High Court of Orissa, Cuttack.
4. Take Notice that an appeal from the decree/ order of the Family Court, Khordha in connection with C.P. No- 125 of 2020 has been filed by the appellant.
5. In view of he facts stated, you are hereby directed to appear before the Hon'ble High Court of Orissa on 01.05.2026 at about 10:30 AM either in person or by your advocate authorised to act on your behalf. If no appearance is made by yourself or by your advocate authorised to act on your behalf, the appeal will be heard and decided ex-parte in your absence. The matter has been fixed on 01.05.2026 at about 10:30 AM for further hearing.
Sd/- by order of the Court
Registrar (Judicial) High Court of Orissa, Cuttack

চাকরি

ইঞ্জিনিয়ার

Urgent Hiring For Civil Engineer
Location: KOLKATA
Qualification: Diploma in Civil Engineering
Experience: Minimum 5 years of field experience.
Technical Skills: Proficiency in AutoCAD and MS Office.
Interested candidates may send their CV along with a recent photograph to: society@thebges.edu.in

ব্যবসা ও পরিষেবা

এজেন্সি/ডিস্ট্রিবিউটর

GMP certified pharma Co., wide range of pharmaceuticals products, upto 70 % discount. Visit: www.kaps3.co.in Ahmedabad. 9883455888

জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। বেলেঘাটা ও গড়িয়াহাট: 7044304585/ 9163736098

আগামী ৩/৫/২০২৬ তারিখের ইত্যাদি ট্যাবলয়েডের বিজ্ঞাপন শুক্রবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার ৩০/৪/২০২৬ বিকাল ৪টে পর্যন্ত সমস্ত অনলাইন এজেন্ট কাউন্টারে গ্রহণ করা হবে।
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা
9051018052 • 9433185185
কলকাতার বাইরে
7666700400 • 9903088888
ইত্যাদি The Telegraph CLASSIFIED

ঘরে বসে বিজ্ঞাপন দিতে কল করুন
• 9051018052 (কলকাতা)
কলকাতার বাইরে কল করুন
• 7666700400

আপনার এলাকায় আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি, দ্য টেলিগ্রাফ ক্লাসিফায়েড এবং এবিপি ওয়েডিংস-এর অনলাইন এজেন্ট তালিকা

স্থান	যোগাযোগকারী ব্যক্তি	ফোন নম্বর
আগরপাড়া	বেবী রায়	9830478452
আলিপুর	অনিমেষ কুমার চৌধুরী	7044400205
আনওয়ার শাহ রোড	নীলোৎপল চৌধুরী	9830038047
বাঘাযতীন	পলাশ নাথ	7890003333
বারুইপুর	সন্দীপ বাগুই	9830014618
ব্যারাকপুর	অপু রায়	9830478452
বেহালা	প্রতাপ দে	9830187381
বেহালা	উই মেক আস এ্যাডভার্টাইসিং	8961591831
বেলঘরিয়া	অপু রায়	9830478452
বাকসাড়া	দীপ্তেন সেন	9830203559
ডানলপ	শান্তনু রায়	9007110032
গাঙ্গুলী বাগান	ধনঞ্জয় মণ্ডল	9331085917
গড়িয়া স্টেশন	জয়ন্ত সরকার	9674187085
গড়িয়াহাট	প্রদ্যুম্ন হালদার	8777741987
যাদবপুর	মধু নাথ	7044279308
কদমতলা	শুভ কুণ্ডু	9836788158
কাঁকুড়গাছি	মৃত্যুঞ্জয় বণিক	9051762309
করিমপুর	অমিতাভ বিশ্বাস	9093688530
কসবা	অভিজিৎ দাস	9330858650
নিউ টাউন	কে. বসু রায়চৌধুরী	9831020234
পার্ক সার্কাস	ওয়ার এ্যাডভার্টাইসিং	9433807378
রাজারহাট	নাজিব মাসুদ	9883599090
সালকিয়া	অনিল গুপ্তা	9830058308
সল্টলেক, এ.ই. মার্কেট	সুজাতা রায়	9830478452
শ্যামবাজার	রায় চৌধুরী এ্যান্ড কোং	9874463132
শিয়ালদহ	দেবযানী দত্ত	8017090000
সোদপুর	সুমন সাহা	9831630186
সার্ভে পার্ক	ড্রিম জোন	8777437208
টালিগঞ্জ	সুদীপ রায় চৌধুরী	9330363132
উত্তরপাড়া	প্রদীপ দে	9830364603

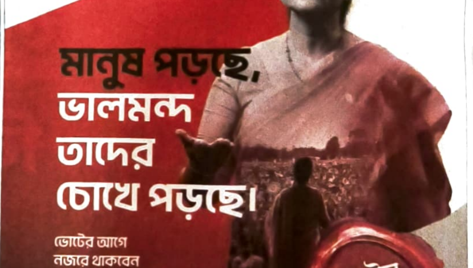

আনন্দবাজার পত্রিকা
প্রস্তুতি
'QR কোড স্ক্যান' করলেই আবার আগের মতো পড়তে পারবেন 'প্রস্তুতি' বিভাগ।

জ্যোতিষ
জ্যোতিষ বিভাগে ছবিসহ রঙিন লাইন বিজ্ঞাপনের মূল্য ৪৫০০ টাকা। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের রেট ৩৫০ টাকা প্রতি স্কোয়ার সেমিঃ (সাদা-কালো)। রঙিন ২০% অতিরিক্ত
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা 9051018052 • 9903088888
কলকাতার বাইরে • 7666700400
ইত্যাদি

DISCLAIMER: ABP (P) LTD. or any of its agents assume no responsibility for the authenticity or reliability of any advertisement published in this newspaper. The advertisements carried in the newspaper are accepted in good faith.

... Ghanagaria, Plot 1316 Borjora, Bankura; Vista Print Pvt. Ltd., Paribahan Nagar Matigara, Siliguri, Darjeeling; Ananda Offset Pvt. Ltd., Mouza Barbaria, P.O. Jagannathpur, P.S. Barasat, District 24 Parganas (N); Plot No. A-15, Panagarh Industrial Park, P.S. Kanksa, Paschim Bardhaman by Lahra Basu on behalf of ABP (P) Ltd. Editor: Ishani Datta Ray. Published from 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata – 700001 ... REGISTERED KOL RMS/237/2019-23, RNI NO. 25115

UPES UNIVERSITY OF TOMORROW
India's AI-FIRST University
100+ AI-INTEGRATED PROGRAMS
B.Tech | B.Des | 5 Year LL.B. | BBA | MBA and more.
Apply through UPES ENTRANCE TESTS
B.Tech UPESEAT | B.Des UPESDAT | LL.B. ULSAT | BBA UPESMET-UG
Upto 30% SCHOLARSHIP for Girl Students^
SCAN TO APPLY
Applications Close Tomorrow – APRIL 29, 2026
For more details visit upes.ac.in or call Toll Free 040 68440685 (10 am to 7 pm)

এক নজরে

ধৃত কাউন্সিলর

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় এক মাস আগের একটি ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করল বর্ধমানের পুর-প্রতিনিধি নাড়ুগোপাল ভকতকে। রবিবার মাঝরাতে সদরঘাট এলাকায় তাঁর বাড়ি ঘিরে ঘুম থেকে তুলে তাঁকে গ্রেফতার করে বর্ধমান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পেশায় প্রোমোটার নাড়ুগোপাল আদালতে যাওয়ার পথে বলেন, "মানুষকে রক্ষা করতে গিয়েই গ্রেফতার হয়েছি। বাকি কথা দল বলবে।"

মামলা খারিজ

দেশের সংবিধান বিরোধী মন্তব্য করার অভিযোগে ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থিপদ খারিজ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সৌম মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ওই মামলা করেছিলেন। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সংবিধান বিরোধী মন্তব্যের জন্য আসন্ন নির্বাচনে শুভেন্দুর প্রার্থিপদ বাতিল করার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত আইনি ধারা দেখাতে পারেননি মামলাকারীর আইনজীবী।

কোর্টের নির্দেশ

কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বেলঘরিয়া থানাকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, ৪ মে পর্যন্ত মানস মুখোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করবেন বেলঘরিয়া থানার আইসি।

আজ শুনানি

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষকদের টেট বাধ্যতামূলক কি না, সে ব্যাপারে আজ, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা। সে দিকে তাকিয়ে আছেন এ রাজ্যের কয়েক হাজার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক। প্রসঙ্গত, এর আগে টেট বাধ্যতামূলক বলে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কিছু শিক্ষক সংগঠন সেই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায়। তার ভিত্তিতে এই শুনানি।

পাশে অধীর

আসানসোলে রাতের রাস্তায় মারধরে নিহত দলীয় সমর্থকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। সোমবার বিকেলে নিহত দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

মানিকতলার কংগ্রেস প্রার্থী সুমন রায়চৌধুরীর সমর্থনে সভায় দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও রাজ্যে এআইসিসি-র নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুদীপ রায়বর্মণ। *নিজস্ব চিত্র*

ঘুড়িতে নানা রাজনৈতিক দলের প্রতীক। শিয়ালদহে। ছবি: *বিশ্বনাথ বণিক*

তৃণমূল প্রার্থীর এজেন্টের দেহ ভাগীরথীতে, খুনের নালিশ পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা

লালগোলা: বন্ধুর ফোন পেয়ে রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাতে ফেরেননি। সোমবার বাড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে, মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুরে ভাগীরথীতে মিলল লালগোলার তৃণমূল নেতা নাজির শেখের (৫১) দেহ।

নাজিরের স্ত্রী হাসিনা বানু লালগোলা ব্লক তৃণমূলের মহিলা শাখার সভানেত্রী। গত বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের দিন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই লালগোলার তৃণমূল প্রার্থীর 'পোলিং এজেন্ট' ছিলেন। এ দিন হাসিনা অভিযোগ করেছেন, নাজিরকে খুন করা হয়েছে। ভগবানগোলার এসডিপিও বিমান হালদার বলেন, "মৃতের পরিবার এখনও খুনের অভিযোগ জানায়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে তদন্ত চলছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে, মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।"

লালগোলার ফকিরপাড়ায় বাড়ি নাজিরের। হাসিনা বলেন, "আমার স্বামী আগে ফরওয়ার্ড ব্লক করতেন। পরে সিপিএম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন হয়ে যোগ দেন তৃণমূলে। রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ স্বামীর এক বন্ধু ফোন করে তাঁকে ডাকেন। তিনি বেরিয়ে যান। বিকেল ৫টা নাগাদ স্বামীর মোবাইলে ফোন করি। কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। আর ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি।"

এ দিন সকালে থানায় নিখোঁজ-ডায়েরি করে মৃতের পরিবার। এ দিকে, সকাল সাড়ে ১০ নাগাদ বৈকুণ্ঠপুরে নদীতে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়েরা। সেটি নাজিরের বলে শনাক্ত করেন বাড়ির লোকজন। হাসিনার দাবি, "স্বামীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এই খুনে রাজনীতি আছে কি না, জানি না। তবে ওঁর বন্ধুরা মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাঁদের নাম পুলিশকে জানাব।"

তৃণমূলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, "কী ভাবে নাজিরের মৃত্যু হল, পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।" মুর্শিদাবাদ পুলিশ-জেলার সুপার শচীন মক্কার বলেন, "ওই ব্যক্তির দেহ মিলেছে রঘুনাথগঞ্জে, তাঁর বাড়ি লালগোলায়। দুই থানাই তদন্ত করছে।"

কর্মজীবনের মেয়াদ ছ'মাস বৃদ্ধি ডিজির

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তের কর্মজীবনের মেয়াদ ছ'মাস বাড়ানোর (এক্সটেনশন) সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। একই সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটের আগে এ পর্যন্ত প্রায় ৫১০ কোটি টাকার অবৈধ অর্থ এবং সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। যা বিগত ভোটগুলির মধ্যে রেকর্ড। সোমবার পূর্ব বর্ধমানে গিয়ে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল। ওই জেলা প্রশাসন উপদ্রুত এলাকাগুলিতে গিয়ে কী ভাবে মানুষের ভয় দূর করার চেষ্টা করেছেন তা জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে খতিয়ে দেখেন তিনি।

সোমবার এক নির্দেশিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, নিয়োগ সংক্রান্ত কেন্দ্রের ক্যাবিনেট কমিটি ডিজি সিদ্ধিনাথের এক্সটেনশনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। প্রথম দফার ভোট হয়েছে ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। সিদ্ধিনাথের কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার কথা চলতি মাসের শেষ দিনেই। ভোট গণনা হবে ৪ মে। তাই ডিজি পদ ওই সময়ে ফাঁকা রাখা সম্ভব নয়। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন ডিজি নিয়োগ করাও মুশকিল। তাই একেবারে ছ'মাসের এক্সটেনশন কেন্দ্র অনুমোদন দেওয়ায় রাজ্য পুলিশের কাজে কোনও বাধা তৈরি হল না। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় যে সব পুলিশ আধিকারিকদের ভোটের দায়িত্ব দিয়ে জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছিল, দ্বিতীয় দফাতেও বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হল তাঁদের বেশিরভাগকে।

অন্য দিকে ভোট ঘোষণার পর থেকে গত ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বেআইনি মদ-মাদক-দামী ধাতু-অর্থ উদ্ধার করার কাজ শুরু হয় প্রতিবারের মতো। তবে তাতে সব মিলিয়ে ৫১০ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ এই সব সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে ৩০ কোটির হিসাব বহির্ভূত অর্থ, প্রায় ১২৭ কোটি টাকা মূল্যের মদ, ১১০ কোটি টাকার মাদক, ৫৮ কোটি টাকার দামী ধাতু এবং অন্যান্য সামগ্রীর অর্থমূল্য প্রায় ১৮৫ কোটি টাকা।

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে এ দিন সেখানকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন সিইও। উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে জেলাশাসক শ্বেতাও ভোটে নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেছেন, নাম বাদ গেলেও, তার বিচার চলছে ট্রাইবুনালে। এর সঙ্গে কোনও সরকারি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অন্য কোথাও তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে কেউ যেন প্ররোচনা বা উস্কানিতে পা না দেন। প্রসঙ্গত, এই জেলায় নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যাও অনেক বেশি।

এ বার অনেক আবাসনে ভোট হবে। ফলে ভোটের দিন জরুরি যাতায়াতে বাধা থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সিইও জানান, আবাসনে বুথ নিরাপদ জায়গায় তৈরি হবে। যাতে যাতায়াতে বাধা না থাকে। কোনও অনলাইন বাজার ইত্যাদি পরিষেবা পৌঁছতে বাধা থাকবে না।

পদক্ষেপের নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তৈরি একটি কুরুচিকর মিম ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরেও এসেছে। কমিশনের এক কর্তা জানান, রাজ্য পুলিশকে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। কারণ, ভোট ঘোষণার পর থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে নজরদারির কথা জানিয়েছিল কমিশন। কুরুচিকর, উস্কানিমূলক বা অশান্তি ছড়াতে পারে, এমন পোস্ট-ছবির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথাও জানানো হয়েছিল। মিমটি নিয়ে রাজ্যের নানা প্রান্তে পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ জানালেন নাগরিক সংগঠন 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চে'র মহিলা সদস্যেরা। গণমঞ্চের তরফে লালবাজারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ তনভীর নাসরীন, শিলিগুড়িতে তথ্যচিত্র নির্মাতা অনন্যা চক্রবর্তীরা ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছেন। কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি তুলে তনভীর বলেছেন, "এই জঘন্য মিম শুধু বাংলার মহিলা এবং মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অবমাননাকর নয়, এটি সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক। ভোটের আগে মেরুকরণকে তীব্র করার চেষ্টা চলছে। 'মিস্টার রাইট' নামে সমাজমাধ্যমের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি করা হয়েছে।"

নিজস্ব সংবাদদাতা

'প্রভাবমুক্ত' ভোটের আর্জি নানা পক্ষের

নিজস্ব সংবাদদাতা

দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারের শেষ লগ্নে প্রভাবমুক্ত হয়ে ভোট দেওয়ার জন্য আম-জনতার উদ্দেশে আবেদন জানাল বাম ও কংগ্রেস। সেই সঙ্গেই কলকাতায় এসে রাহুল গান্ধীর সুরেই কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার বলেছেন, কংগ্রেস ছাড়া বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়।

শেষ দফার নির্বাচন মূলত তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এলাকায়। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন, 'দিদির গুন্ডাদের নিয়ে চিন্তা করবেন না, নির্বাচন কমিশন প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে। আমি বলে যাচ্ছি, নির্বাচনের পরে বিজেপি সরকার আসছে। তবুও ৬০ দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী এখানেই থাকবে'।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বাংলার পরে 'টার্গেট দিল্লি' বলছেন। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া মমতার এই দাবির বাস্তব ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন এআইসিসি-র তরফে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কানহাইয়া। বিজেপি ও তৃণমূলের রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সোমবার কানহাইয়া বলেছেন, "উনি (মমতা) বলছেন, দিল্লিতে বিজেপিকে রুখবেন। কী ভাবে রুখবেন? কংগ্রেস ছাড়া বিজেপির সঙ্গে লড়াই আদৌ সম্ভব?" এই সূত্রেই বিজেপি, তৃণমূল, দু'পক্ষকেই নিশানা করে কানহাইয়ার সংযোজন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নৌকা-ভ্রমণ করার সময়ে আসলে দেখছিলেন, সরকারে এলে কোন কোন জমি তাঁর বন্ধুদের দেওয়া যায়! আর রাজ্য সরকারে যাঁরা আছেন, তাঁরা ছদ্ম-লড়াই লড়ছেন। দু'তরফেই ঘৃণার রাজনীতি হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের শাসন রাজ্যের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছে।" রাজ্যের 'বেহাল' আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থান, উন্নয়নের 'অভাব', এসআইআর-এ নাম বাদ নিয়েও সরব হয়েছেন কানহাইয়া। রাজ্যে কর্মসংস্থান, উন্নয়ন ও সম্প্রীতির প্রশ্নে বিকল্প হিসাবে কংগ্রেস কী কী করতে পারে, তা-ও এ দিন সবিস্তারে বলতে চেয়েছেন কানহাইয়া। রাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীরের বক্তব্যে উঠে এসেছে রাজ্যে শিল্প 'না-থাকায়' শ্রমিকদের অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ। একই বিষয়ে সরব হয়েছেন দলের নেতা সুদীপ রায় বর্মণ, রাজেশ ঠাকুর, অলকা লাম্বা, চরণ সিং সাপরা, সুজাতা পাল মালিয়া, মিতা চক্রবর্তীরাও।

প্রচারের শেষ দিনে শহর ও নানা জেলায় মিছিল, রোড-শো করেছেন বাম নেতারা। কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ঝুমা দাসের প্রচারে ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। বালিগঞ্জের সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগমের (শিল্পী) রোড-শো'য় ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। শাসক দলের দিক থেকে বাধা-বিপত্তির অভিযোগ সত্ত্বেও শেষ দিন পর্যন্ত নানা মহল্লায় ঘুরে প্রচার চালিয়েছেন মানিকতলার কংগ্রেস প্রার্থী সুমন রায়চৌধুরী এবং সিপিআইয়ের মৌসুমী ঘোষ। পরে সুজনের আবেদন, "এক দিকে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, অন্য দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বলতে শুরু করেছেন, প্রথম দফাতেই তাঁদের সেঞ্চুরি পেরিয়ে গিয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ভাবে মানুষের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন ওঁরা। প্রভাবমুক্ত হয়ে দ্বিতীয় দফায় সকলকে ভোট দিতে আহ্বান জানাচ্ছি।" তাঁর সংযোজন, "শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের দাবি নিয়ে তরুণ প্রজন্ম লড়াই করছে। বদলের নামে বদলার অভ্যাসও আমরা বদলাতে চাই। তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি বা বিজেপির বিকল্প তৃণমূল নয়। বামেরা এ বার নির্ণায়ক শক্তি হবে।"

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও নির্বাচকমণ্ডলীকে বার্তা দিয়েছেন। দলের বিধাননগর কার্যালয়ে এ দিন তিনি বলেছেন, "আকাশ নবান্নে নেমে আসতে পারে, গঙ্গার জল মহাকরণের দোতলায় পৌঁছতে পারে, এমনকি একেনবাবুর মাথায় চুলও গজাতে পারে! কিন্তু তৃণমূল আর ক্ষমতায় ফিরবে না।" দ্বিতীয় দফার নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "কোথাও কোথাও অশান্তির চেষ্টা হতে পারে, তবে আমরা সবাইকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা রক্তপাত চাই না। পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং কমিশনের ভূমিকাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।"

বাইক মিছিল, জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিধানসভা ভোটের দু'দিন আগে থেকে মোটরবাইক মিছিল অথবা দল বেঁধে মোটরবাইক চালানো বা জমায়েত করা যাবে না। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে নির্বাচন কমিশনের মোটরবাইক সংক্রান্ত নির্দেশিকায় 'পরিবর্তন' করেছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তার বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল কমিশন।

এ দিন মোটরবাইক মিছিলের পাশাপাশি মোটরবাইক নিয়ে জমায়েত ও দল বেঁধে মোটরবাইক চালানোয় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ছাড়া বিচারপতি রাওয়ের বাকি নির্দেশ অপরিবর্তিত রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। আইনজীবী মহলের ব্যাখ্যা, ভোটের দু'দিন আগে থেকে নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার ফলে এ দিন সন্ধ্যা থেকেই মোটরবাইক মিছিল ও জমায়েত নিষিদ্ধ হয়েছে।

এ দিনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পরে মোটরবাইক সংক্রান্ত নির্দেশিকা যা দাঁড়াল— ভোটের দু'দিন আগে থেকে মোটরবাইক নিয়ে মিছিল বা জমায়েত করা যাবে না। ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে থেকে মোটরবাইকে আরোহী নিয়ে চলাফেরা করা যাবে না। তবে জরুরি পরিস্থিতি, পারিবারিক অনুষ্ঠান, সন্তানকে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে আরোহী সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায় ছাড় মিলবে। ভোটের দিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্তও শুধু ভোট দিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে মোটরবাইকে আরোহী থাকতে পারবেন। এর পাশাপাশি অফিসযাত্রী, অ্যাপ-বাইক বা অনলাইন খাবার, বা জরুরি পরিষেবা সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র থাকলে সব রকমের বিধিনিষেধ থেকে ছাড় দিয়েছে কোর্ট।

প্রসঙ্গত, প্রথমে মোটরবাইক চলাচল নিয়ে কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছিল কমিশন। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় কমিশনের মূল নির্দেশিকায় একাধিক পরিবর্তন করেন বিচারপতি রাও। সেই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় কমিশন। তাদের কৌঁসুলি জিষ্ণু চৌধুরী দাবি করেন, মোটরবাইক নিয়ে ভোটারদের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাস আটকাতে নির্দেশিকা জারি করেছিল কমিশন। তবে সেই যুক্তি খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নাগরিকের চলাফেরার উপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কমিশন। বিচারপতি সরকারের মন্তব্য, "মোটরবাইক নিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিগত চলাফেরা আটকানো যায় না। কারও গাড়ি না-থাকলে তিনি কি বাড়িতে বসে থাকবেন? কমিশন দেখুক যে বিহার বা অসমের ভোটে একই নির্দেশিকা জারি হয়েছিল।"

ব্যাপক ধরপাকড় দ্বিতীয় দফার আগেও

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফার আগেও ক্রমশ বাড়ছে গ্রেফতারির সংখ্যা। একই সঙ্গে, বাড়ছে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজর। আগামিকাল, বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির ঘটনা ঘটছে বিভিন্ন এলাকায়। সেই অশান্তি অন্যান্য বারের ভোটের মতো না হলেও, বিষয়টিকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না কমিশন। সূত্রের মতে, সেই অশান্তি কিছু ক্ষেত্রে বিরোধীদের সঙ্গে হলেও, অনেক জায়গায় এলাকা উত্তপ্ত হচ্ছে শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেও।

সোমবার সন্ধ্যা ছ'টায় শেষ হয়েছে রাজনৈতিক প্রচারের যাবতীয় কর্মসূচি। তার পর থেকে ভোটের দিন সকাল সাতটা (ভোট শুরু) পর্যন্ত থাকবে নীরব সময় (সাইলেন্স পিরিয়ড)। কমিশন সূত্রের তথ্য— গত ৩৬ ঘণ্টায় আসন্ন দফার ভোটের জন্য নির্ধারিত ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে গ্রেফতারির সংখ্যা ১৫৪৩ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র বুধবার দুপুর থেকে এ দিন সকাল পর্যন্ত গ্রেফতারির সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় ১১০০-তে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রেফতারির সংখ্যা পূর্ব বর্ধমান এবং দুই ২৪ পরগনায়। এই সময়কালে শাসক দল তৃণমূলের এক কাউন্সিলর-সহ পূর্ব বর্ধমানে গ্রেফতারির সংখ্যা ৪৭৯ জন। উত্তর ২৪ পরগনায় গ্রেফতার হয়েছে ৩১৯ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৪৬ জন। পাশাপাশি, কলকাতায় ১০৯, হুগলিতে ৪৯, হাওড়া এবং নদিয়ায় তা ৩২ জন করে।

প্রসঙ্গত, প্রথম দফার ভোটের আগে পর্যন্ত অন্তত দু'হাজার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই দফার ভোট ছিল মোটের উপর শান্তিপূর্ণ। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও, বড় ঘটনা-আঘাত বা প্রাণহানি রুখে দিয়েছিল পুলিশ-কমিশন। ফলে সেই ধারা বজায় রাখাও কমিশনের কাছে জরুরি।

রবিবার রাতে জগদ্দলে একটি রাজনৈতিক দলের প্রায় ২০০ জন জড়ো হয়েছিল থানার সামনে। তা থেকে শুরু হওয়া গোলমালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান আহত হন। তার পরেই পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। তাতে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদেরও খোঁজ চলছে। সিইও জানান, দুষ্কৃতীরা বাইরে থাকলে পদক্ষেপ হবেই। মানুষ যে ধমক-চমককে ভাল চোখে দেখছেন না তা প্রথম দফাতেই বোঝা গিয়েছে।

পড়ার শেষে চাকরি চাও? দাল দাল যোগ দাও
I.I.H.M
eCHAT দিয়ে
Register Now for eChat- IIHM's Online Admission Test
2nd May
eCHAT COMMON HOSPITALITY ADMISSION TEST
echat.elink.in

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
Eskag Pharma Pvt. Ltd.
Toll Free : 1800 102 7447

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ
ভোটের পর্ব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব
আপনাকে কি কেউ ভয় দেখাচ্ছে ?
আপনি কী নির্বাচনের দিন ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন ?
নির্বাচনের জন্য কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তিত ?
আপনি আপনার মতামত ও নির্বাচন সম্পর্কিত যে কোন পরামর্শ বা আপনার অভিযোগ সরাসরি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ - কে জানাতে পারেন
আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে
ইমেইল করুন আমাদের - wbfreeandfairpolls@gmail.com
অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে ফোন করুন টোল ফ্রী - ১৮০০-৩৪৫-০০০৮
ICA-D647(6)/2026
ceowestbengal.wb.gov.in | ceowb | ceo_wb/ | CEOWestBengal | ceo westbengal

SIKSHA 'O' ANUSANDHAN
SAAT-2026
Empowering students for a brighter future
B.TECH PROGRAMMES IN EMERGING COMPUTING
Computer Science and Engineering (AI and ML)
Computer Science and Engineering (Cyber Security)
Computer Science and Engineering (Data Science)
Computer Science and Engineering (Internet of Things)
APPROVAL & RECOGNITIONS
Approved by UGC and AICTE
Re-accredited by NAAC with A++ Grade
Granted with Category-1 Graded Autonomy by UGC
NBA Accredited Programmes
NIRF INDIA RANKINGS 2025
15th Best in University Category
22nd Best in Engineering Category
INTERNATIONAL RANKINGS 2026
Ranked in QS World Rankings 2026
Ranked in Times World Rankings 2026
To apply for admission through SAAT, Please visit: www.soa.ac.in

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
১০৫ বর্ষ ৫৬ সংখ্যা মঙ্গলবার ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ কলকাতা

সুযোগ বুঝে

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে খোদ প্রধানমন্ত্রীর মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও যে আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, তা বিস্ময়কর হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। বারুইপুরের সভায় নরেন্দ্র মোদী যা বললেন তা তাঁর দলের চেনা লব্জ: যাদবপুরে পড়াশোনা হয় না, অরাজকতা হয়; তা দেশদ্রোহিতার আখড়া। বঙ্গ-বিজেপিরই আর এক নেতাকে উদ্ধৃত করলে— 'অসভ্য বানানোর ফ্যাক্টরি'। ভোটের বাজারে হাওয়া গরম করতে এমন কত কথাই ভাসিয়ে দেওয়া হয়, এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রীর এই 'আক্রমণ' লঘু করা চলে না: জেএনইউ-এর উদাহরণ চোখের সামনেই, শাসকের বিরুদ্ধে কণ্ঠ ছাড়ার জন্য তার খোলনলচে বদলে দেওয়ার 'প্রকল্প'টি এই মুহূর্তে ঘটমান, এবং যাদবপুরকেও একই বন্ধনীভুক্ত করে বিজেপির ঘুরেফিরে আক্রমণ শাণানো নতুন নয়। এর তীব্র প্রতিবাদ জরুরি। এর মধ্যেই তা করেছেন যাদবপুরের শিক্ষক-ছাত্র-প্রাক্তনীসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরা। বঙ্গ-সফররত প্রধানমন্ত্রীর কানেও সেই স্বর পৌঁছে গিয়েছে নিশ্চিত।

যাদবপুর-অনুরাগীদের প্রতিবাদ স্বাভাবিক। তবে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও যে ভাবে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সপক্ষে কণ্ঠ ছেড়েছেন তাতে বোঝা যায়, রাজ্যের অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্মান নিয়ে রাজনীতি যুদ্ধ কত প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথার প্রতিবাদে সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের এনআইআরএফ-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাবর উচ্চস্থান অধিকারের কথা, এখানকার ছাত্রছাত্রীদের 'মেধা'র কথা, সর্বোপরি তাদের 'প্রশ্ন করার ক্ষমতা'কে গণতন্ত্রের সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। এই সবই সত্য। তার সঙ্গে উল্লেখ্য যে এর আগেও যাদবপুর-পরিমণ্ডল থেকে উঠে-আসা প্রতিবাদে এই কথাগুলি বলা হয়েছে— শুধু কেন্দ্রের শাসকের বিরুদ্ধেই নয়, রাজ্যের শাসকের বিরুদ্ধেও। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক কালের ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ আন্দোলন 'হোক কলরব' এই যাদবপুরেই হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের উপরে পুলিশের চড়াও হওয়ার মতো নিন্দনীয় ঘটনাও ঘটেছিল। নিকট অতীতে রাজ্য সরকারের নেতারাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একাধিক বার একাধিক ক্ষেত্রে বিষোদ্গার করতে ছাড়েননি। এর থেকেই স্পষ্ট: যাদবপুর ছাত্রসমাজ কেবল রাজনীতিবোধেরই পরিচয় দেয়নি, যে কোনও দিকের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্মর সাহস দেখিয়েছে।

বোঝা যায়, কেন্দ্র বা রাজ্য, শেষ অবধি যে কোনও শাসকের কাছেই প্রতিবাদী বিরুদ্ধস্বর মানে নৈরাজ্য বা অসভ্যতার নামান্তর। তাই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা, শিক্ষা, গবেষণা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অবদান চোখের সামনে দেখেও শাসকের এই অভূতপূর্ব আক্রমণ। ভোটের আবহে এই আক্রমণের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব মোটেও খাটো করে দেখা চলে না। এক দিকে যাদবপুর একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যটি বিরোধী-শাসিত, অতএব প্রধানমন্ত্রীর এই কামান দাগার নিহিতার্থ— যে সরকার রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচাতে পারে না, বাংলার ভবিষ্যৎ সে কী ভাবে বাঁচাবে! তাল দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও, তাঁর মতে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতির জেরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবল ক্ষতি হচ্ছে। উল্টো দিকে, মুখ্যমন্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছেন, কেন্দ্র যে 'একটা টাকাও' এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয় না তা মনে করিয়ে। চেনা তরজা, চেনা রাজনৈতিক বুলি। কিন্তু তার উপরেও একটি স্বল্পচেনা কথা থেকে যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ আসলে যে কোনও প্রতিবাদী সংস্কৃতিকে নিষ্পেষিত করে মারার প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা। এই সংস্কৃতি যে-হেতু বাংলার সমাজের নিজস্ব অভিজ্ঞান, কেন্দ্রীয় শাসক বিজেপি এখন ভোটমুখী বাংলাকে নিজের সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিতে ব্যস্ত।

গণতন্ত্রের কৌতুক

এক বছর আগে এক কমেডি শোয়ের ভিডিয়োতে কুণাল কামরা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দেকে ব্যঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতক তথা 'গদ্দার' বলেছিলেন, আজও তার জের চলছে। শিবসেনা সমর্থকদের ভিডিয়ো-রেকর্ডিংয়ের অকুস্থল ভাঙচুর, কুণালের বিরুদ্ধে এফআইআর ও মামলা দায়ের-সহ আরও নানা কাণ্ড ঘটেছে এই এক বছরে, কিন্তু কমেডিয়ান নিজের দাবিতে ছিলেন অনড়। ক'দিন আগেও মহারাষ্ট্র আইন পরিষদের 'প্রিভিলেজেস কমিটি'র সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যা বললেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতিতে সে-দিকে আলাদা করে নজর দেওয়া যেতে পারে: সংবিধান ও নাগরিক অধিকার, শিল্পী ও শিল্পের স্বাধীনতা বনাম রাজনীতিকদের রসিকতা বোঝার অপারগতা ইত্যাদির পাশাপাশি কপিরাইট আইন ও তাকে শিল্পীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার, এমনকি আইনসভার লক্ষ্মণরেখার মতো বিষয়ও উঠে এসেছে সেখানে।

কুণাল তাঁর শোয়ে জনপ্রিয় বলিউডি সিনেমার গানের প্যারডি করেছিলেন, সেখানেই ব্যঙ্গের ছলে উঠে এসেছিল মহারাষ্ট্রে ২০২২-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একনাথ শিন্দের দল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা। ভারতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে বিরোধী নেতা বা প্রতিবাদী সাধারণ মানুষকেও অহরহ 'গদ্দার' বললে তা কোনও মতেই অপরাধ নয়, অথচ সামান্য হাসির গানে নেতাবিশেষকে একই অভিধায় বিশেষিত করলে শিল্পী চক্ষুশূল হয়ে যাচ্ছেন, এই অগণতান্ত্রিক দ্বিচারিতাই কি এতে হাট হয়ে পড়ল না? এও মনে রাখা দরকার, যে নেতা-সমর্থকেরা আজ সামান্য একটি প্যারডিকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারছেন না, তাঁদের পুরোধা বালাসাহেব ঠাকরে এক দীর্ঘ সময় রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন, তাঁর রাজনৈতিক কার্টুন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী-সহ বহু রাজনীতিক ও ক্ষমতাধরদের দিকে— তা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি; শিল্প ও রাজনীতির পরিসরে কোথাও ঠোকাঠুকি লাগেনি। শিল্পী তথা নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ও রক্ষিত, যত ক্ষণ না তা সহনাগরিকের জীবনের ক্ষতি করছে বা দেশের নিরাপত্তায় বাধা হচ্ছে— একশো চল্লিশ কোটির দেশে এক জন কৌতুকশিল্পীর একটি হাসির গান সেই স্তরের ঝুঁকি, এটাই কি তবে বাস্তব সত্য?

এই ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার সামর্থ্য সব নাগরিকের থাকে না। কুণালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উঠেছিল, জনপ্রিয় গানের সুর প্যারডি করে তিনি কপিরাইট আইন ভঙ্গ করেছেন। সাধারণ মানুষ দূরস্থান, এক জন শিল্পীরও এই সংক্রান্ত আইনি জ্ঞান সর্বদা না-ও থাকতে পারে, এবং রাজনীতিকরা সেই সুযোগ চাইলেই কাজে লাগাতে পারেন: থানা পুলিশ মামলা হুমকি চরিত্রহনন ইত্যাদির পাশাপাশি আনুষঙ্গিক বিধিভঙ্গের জটিলতার জালে নাগরিককে জড়িয়ে ফেলতে পারেন। কুণাল এই সবই সামলেছেন, এমনকি কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে এ যুক্তিও দেখিয়েছেন যে তাঁর করা প্যারডি এক 'অতীত' রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে, সেই সময়ের বিধানসভাও দু'বছর আগেই 'অতীত', অতীতের ঘটনা সম্পর্কিত মন্তব্যের উপর বিশেষাধিকার ক্ষমতা প্রয়োগের এক্তিয়ার বর্তমান বিধানসভার নেই। সংবিধান ও নাগরিক অধিকার নিয়ে স্পষ্ট জ্ঞান, আইনি যুক্তির অকাট্যতা— ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগুলির গুরুত্ব যে কতখানি, এক কৌতুকশিল্পীর সূত্রে বোঝা গেল।

এসআইআর প্রক্রিয়ার নিজেরই 'যৌক্তিক অসঙ্গতি' সীমাহীন

প্রমাণ করো, তুমি নাগরিক

নন্দিতা রায়

এসআইআর-এর প্রক্রিয়া কিছু দিন আগেই শেষ হয়েছে। প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই একটি রাজনৈতিক ভাষ্য জোরালো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল— পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ বড় সমস্যা, এখানে প্রচুর রোহিঙ্গা এসে গেছে ইত্যাদি। তাই ভোটার তালিকা সংশোধন জরুরি। গণতন্ত্রের স্বার্থেই বৈধ ভোটার বাদ পড়া উচিত নয়, যেমন অবৈধ ভোটারও তালিকায় থাকা উচিত নয়। আর এই তালিকা সংশোধনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আমরা জানি, ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান— অন্তত আমাদের সে কথাই বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক যেমন অ্যান্টনি বার বার ব্রুটাসের সম্মাননীয়তার কথা বলেছিলেন।

কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব স্বীকার করা আর সেই সমস্যার সমাধানের নামে এমন একটি প্রক্রিয়া দাঁড় করানো, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা জরুরি। বর্তমান তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া সেই পার্থক্যটাকেই ঘোঁয়াটে করেছে। বিষয়টি ধীরে ধীরে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে নাগরিকত্ব আর স্বীকৃত অবস্থা নয়, বরং ক্রমাগত প্রমাণ-সাপেক্ষ অবস্থা। ভোটাধিকারের সঙ্গে নাগরিকত্বের সরাসরি সম্পর্ক আছে; ভোটাধিকারের উৎসই নাগরিকত্ব। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, দুর্গাপুজোর জন্য প্যান্ডেল বাঁধার জন্য যেখানে চার-পাঁচ মাস সময় নেওয়া হয়, সেখানে ওই একই চার মাস সময়সীমার মধ্যে— ২৮ অক্টোবর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি— এই কাজ সম্পন্ন করা, এবং এই দুর্বল প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি নিয়ে তা করা কি বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

তা হলে কী দাঁড়াল? আপনি আছেন কি না, তা আপনার দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক পরিচয় বা দীর্ঘকালীন উপস্থিতি দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে না; নির্ধারিত হচ্ছে আপনি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, নির্দিষ্ট কাগজপত্র হাজির করতে পারছেন কি না, তার উপরে। কাগজ অবশ্যই দরকার। মাছে-ভাতে বড় হয়ে, ঋত্বিক ঘটক আর সত্যজিৎ রায় দেখে, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ পড়ে, রবিশঙ্কর-আলী আকবর খান শুনে বাড়ি ফিরলেই কি বাঙালি হওয়া যায়? আগে হয়তো যেত। কিন্তু এটা 'নয়া ভারত'। আমরা তো এখন বিশ্বগুরু। ওয়টস্যাপে কানাঘুষো— ইউনেস্কোও নাকি সে কথাই বলেছে। তাই সমস্ত নিয়ম মেনে আমিও ফর্ম জমা দিয়েছিলাম। আমার বাবা যে আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা যে আমার বাবার বাবা, নতুন ঠিকানায় থাকা আমি-ই যে পুরনো ঠিকানার আমি, আমার অনেক দিনের পাসপোর্ট— সব কিছু প্রমাণও জমা করেছিলাম। তবু দেখলাম, ৩০ মার্চ আমার নাম বাদ পড়ে গেল।

লক্ষ লক্ষ নামের যাচাই, অসংখ্য নথিপত্র পরীক্ষা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা— এই সমস্ত কাজ কয়েক দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্ন প্রথম থেকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বাদ পড়া মানুষকে বলা হয়েছে— আপিলের সুযোগ থাকবে, ট্রাইবুনাল বিচার করবে, এবং সেই বিচারের মধ্য দিয়েই ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার করা যাবে। কিন্তু ট্রাইবুনাল যে নির্বাচনের আগে এই বিপুল সংখ্যক আপিল শোনার সময় পাবে না, তা এখন স্পষ্ট। ট্রাইবুনাল কোথায়, কী ভাবে কাজ করবে, কেউ জানে না। সেই অজানা প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করছে কয়েক জন নয়, প্রায় ৩৪ লক্ষ নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

পুরো এসআইআর ঘিরে অনিশ্চয়তার ভার কেবল নাম বাদ যাওয়া নাগরিকের উপরে পড়ছে না; তার প্রভাব পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের উপরেও। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তত ৩০ জন নির্বাচনকর্মীর মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে একাধিক আত্মহত্যার ঘটনাও রয়েছে। ফলে এখানে প্রশাসনিক অদক্ষতার পাশাপাশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও স্পষ্ট।

এই অবস্থায় একটি মৌলিক দ্বিধা তৈরি হয়। যদি প্রক্রিয়াটি এতটাই তাড়াহুড়োর হয় যে ভুল অনিবার্য, এবং সেই ভুল সংশোধনের ব্যবস্থাটিও যদি হয় অস্পষ্ট ও সময়সাপেক্ষ, তবে সেই প্রক্রিয়ার উপরে নাগরিকের অধিকার নির্ভর করানো কতটা যুক্তিযুক্ত? আরও একটি কথা। এমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা সবার সমান নয়। কারও কাছে নথিপত্র সংগ্রহ করা, প্রশাসনিক দফতরে যাওয়া, আপিল করা সম্ভব। আবার অনেকের কাছে তা প্রায় অসম্ভব— প্রতি দিনের জীবিকা, দূরত্ব, অজ্ঞতা বা ভয়ের কারণে সেই পথ কার্যত বন্ধ। ফলে আপাতদৃষ্টিতে যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ, তা বাস্তবে অত্যন্ত অসম হয়ে ওঠে। তার আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়ে সমাজের দুর্বল অংশের উপরে। রাষ্ট্র যদি নাগরিককে চেনার বদলে নাগরিকের উপরেই নিজের পরিচয় প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেয়, তা কি কোনও ভাবেই ন্যায্য হতে পারে?

এই প্রক্রিয়াটি নিজেরই লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি বা যৌক্তিক অসঙ্গতি হাজারো রকমের। অনলাইন ব্যবস্থা বার বার ভেঙে পড়ছে। ভোটার সার্ভিস পোর্টাল খুলছে না; খুললেও লগ-ইন করা যাচ্ছে না; ওটিপি আসছে না; ফর্ম জমা দিতে গেলে মাঝপথে টাইম-আউট হচ্ছে; ক্যাপচা কাজ করছে না। এক দিকে সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, আধার বাধ্যতামূলক নয়। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে, আপিল দাখিল করতে গেলে আধার-সংযুক্ত ওটিপি যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ছে, এবং সেই যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পোর্টাল থেকে অন্য একটি ওয়েবসাইটে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাগজে আধার ঐচ্ছিক, কিন্তু প্রক্রিয়ার ভিতরে তা কার্যত অপরিহার্য। এটা কি যুক্তিগত অসঙ্গতি নয়? প্রযুক্তিগত নির্ভরতাও এক ধরনের অদৃশ্য বাধা তৈরি করে, যা বহু নাগরিকের পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব।

এই অবস্থায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে। নাগরিকের উপর চাপানো হচ্ছে নির্ভুলতা, সময়ানুবর্তিতা এবং প্রমাণের দায়; কিন্তু সেই দায় পালনের জন্য যে পরিকাঠামো দরকার, সেটিই নির্ভুল নয়, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নয়, বরং অনিশ্চিত, অস্থির এবং বহু ক্ষেত্রে অকার্যকর। ফলে প্রশ্নটা কেবল প্রশাসনিক ত্রুটির নয়। প্রশ্নটা এই— একটি প্রক্রিয়া নিজেই যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে সেই প্রক্রিয়ার উপরে নাগরিকের অধিকার নির্ভর করানো কতটা যুক্তিসঙ্গত?

ভারতের নির্বাচন কমিশন কোনও সাধারণ প্রশাসনিক দফতর নয়; এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যার উপরে ন্যস্ত রয়েছে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্ব। স্বাধীনতার পর বহু চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করেছে। নব্বইয়ের দশকে টি এন শেষনের সময় নির্বাচন কমিশনের চরিত্র নতুন ভাবে তৈরি হয়েছে। তিনি নির্বাচনী দুর্নীতির রূপ চিহ্নিত করে কঠোর ভাবে মডেল কোড অব কন্ডাক্ট প্রয়োগ করেন, ভোটার পরিচয়পত্র চালু করেন, প্রার্থীদের ব্যয়ের সীমা কার্যকর করেন, এবং প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করেন। তাঁর সময়েই সাধারণ মানুষ প্রথম অনুভব করেছিল, নির্বাচন কমিশন কেবল নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা নয়; এটি এমন এক প্রতিষ্ঠান, যার সামনে রাজনৈতিক ক্ষমতাও জবাবদিহি করতে বাধ্য।

সেই সময়ে আর একটি নৈতিকতাও স্পষ্ট ছিল— ভোটাধিকারকে বিস্তৃত করা দরকার, সীমাবদ্ধ করা নয়। দেশের দুর্গম পাহাড়ে, অরণ্যের গভীরে, যেখানে হয়তো এক জন মাত্র ভোটার আছেন, সেখানেও বুথ স্থাপনের ঐতিহ্য কেবল প্রশাসনিক দক্ষতার নিদর্শন নয়; এটি একটি গভীর বিশ্বাসের প্রকাশ— প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাবই ছিল ভারতের গণতন্ত্রের গর্ব। যে প্রতিষ্ঠান এক সময় এক জন ভোটারের জন্যও পথ তৈরি করত, সেই প্রতিষ্ঠানই এখন এমন এক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, যেখানে লক্ষ লক্ষ নাগরিক অন্যায় ভাবে বাদ পড়ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া এমন বীভৎস রূপ নিল কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলা কেবল একটি প্রদেশ নয়; এটি এমন এক ঐতিহাসিক পরিসর, যেখানে ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনা মিলেমিশে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য তৈরি করেছে। সেই ইতিহাসের ভিতরে নাগরিকত্বের ধারণা ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। সেই পরিসরে আজ যদি এমন একটি প্রক্রিয়া তৈরি হয়, যেখানে বার বার নাগরিককে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, এবং বিশেষত এমন এক ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে, সেখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে— এ কি কেবল প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস, না কি এক ধরনের পরিচয়কে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে দেখার প্রবণতা? এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূলে আঘাত করার জন্যই কি এই প্রশাসনিক আক্রমণ? প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ গণতন্ত্রের শক্তি কেবল তার প্রক্রিয়ায় নয়, তার স্মৃতিতেও নিহিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়ে— "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।" যাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, আশা রাখি তাঁরা মনে রাখবেন সেই নাগরিকদের কথা, যাঁরা ভোটাধিকার হারিয়েছেন। এই ভোটের সিদ্ধান্ত কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে হতে হবে এমন নয়। এ বারের নির্বাচনে ভোট গণতন্ত্রের পক্ষে না বিপক্ষে— শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি সেখানেই।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা

শ্রমিক যখন শিরোনামে

রঞ্জিত শূর

সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনে, ধর্মঘটে শেষতম দাবির ঠিক আগের দাবি থাকে 'ঠিকা, অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ।' সাধারণত তালিকার ২৯ নম্বর বা ৪৯ নম্বরে। আর শেষ দাবি থাকে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' দাবিসনদে অবস্থান দেখেই বোঝা যায় কোন দাবিকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। আন্দোলন সফল করতে ঠিকা-কর্মীদের না নিলে নয়, তাই রাখা। বিহার, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশে হাজার হাজার ঠিকা শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এই পরিচিত খেলায় দান উল্টে দিল। দেখা গেল, শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব, নেতৃত্বের দখল এখন ঠিকা শ্রমিক, চুক্তি শ্রমিকরাই নিয়েছেন। নয়ডা, গাজিয়াবাদ, পানিপথ, মানেসরের ঠিকা শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল মাসে অন্তত ২০ হাজার টাকা মজুরি, আট ঘণ্টা ডিউটি, ওভারটাইমে ডাবল মজুরি। উঠে এসেছে কাজের পরিবেশের প্রশ্নটাও।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলি কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। নয়ডা, মানেসর বা গাজিয়াবাদের শিল্পাঞ্চলগুলি তুলনায় নতুন। শুরু থেকেই ঠিকা, চুক্তি শ্রমিকের প্রাধান্য। অধিকাংশই পরিযায়ী শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিকের প্রাধান্য ছিল বহু দিন। ক্রমে শিল্পের রুগ্ণতা, আধুনিকীকরণ এড়ানো এবং নতুন বিনিয়োগের অভাব এই রাজ্যের শিল্প-সঙ্কট তৈরি করে। উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য স্থায়ী শ্রমিক কমে ক্রমশই ঠিকা ক্যাজুয়াল বাড়াতে থাকেন নিয়োগকারীরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বায়ন-পরবর্তী অর্থনীতি ও রাজনীতির চাপ, শিল্পে ইউনিয়ন-বিরোধিতা এবং সর্বোপরি মালিকপক্ষের কাছে ইউনিয়ন নেতাদের আত্মসমর্পণ। যার ফলে স্থায়ী কাজ চলে যায় ঠিকাদারদের হাতে। হলদিয়া, আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, মেটিয়াবুরুজ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, খড়গপুর, ডানকুনি, ধুলাগড়, ব্যারাকপুর— সর্বত্র ছবি কমবেশি এক।

এ সব জায়গায় পরিস্থিতি কি মানেসর, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, পানিপথ থেকে অন্য রকম? একেবারেই না। ন্যূনতম মজুরি, আট ঘণ্টা কাজের সীমা, ওভারটাইম, কিছুই মানা হয় না। উপরন্তু এ রাজ্যের প্রায় সমস্ত শিল্পাঞ্চলে নেতা-ঠিকাদারদের এক ভয়ঙ্কর আঁতাঁত তৈরি হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই ইউনিয়নের নেতারাই বেনামে শ্রমিক ঠিকাদার। তাঁরাই আবার অনেক ক্ষেত্রে শাসক দলের নেতা, অথবা নেতার ডান হাত। তাঁদের কথাই আইন। এটা বাম আমল থেকেই শুরু হয়েছে। হয়তো কিছুটা নতুন স্থানীয় থানার সক্রিয় অংশীদারি। এখন মালিক-শ্রমিক বিরোধের মীমাংসা হয় থানায়। মীমাংসার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি দফতর বা প্রতিষ্ঠানগুলি হয় কর্মী-শূন্য, নাহয় তুলেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকদের আন্দোলন এ বার শুরু হয়েছে পানিপথের সরকারি তৈল শোধনাগারে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদে। পশ্চিমবঙ্গে এত দিন 'কর্মস্থলে নিরাপত্তা' বলতে মহিলাদের নিরাপত্তাই বোঝাত। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এই ধারণায় ধাক্কা দিল। সর্বত্র, সব ধরনের পেশায় সব স্তরের কর্মীর নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে এখন চর্চা চলছে। কর্মরত শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু এখন প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চটকলের কর্মী, বহুতলের নির্মাণ-শ্রমিক, রঙের মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ কর্মী, সাফাইকর্মী— কারও মৃত্যুতে নিয়োগকারীর শাস্তি হয়েছে, এমন কদাচিৎ শোনা যায়। কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়াও যেন ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ, দুর্ঘটনা ঘটলে কারা তদন্ত করবে, কে কত ক্ষতিপূরণ পাবে, সবই নির্দিষ্ট করা রয়েছে আইনে। আগে তার জন্য শ্রম দফতরের বিশেষ বিভাগও ছিল। এখন দুর্ঘটনায় মৃত্যু না-ঘটে থাকলে এফআইআর দায়ের করা দুঃসাধ্য। থানায় গেলে পুলিশ খবর দেয় শাসক দলের স্থানীয় নেতাকে। তার পরা নেতা-মালিক-পুলিশ বুঝিয়ে দেয়, নিখরচায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত হলেই যথেষ্ট।

সম্প্রতি হাওড়ার এক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কর্মরত এক শ্রমিকের বুড়ো আঙুল কেটে পড়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকার মানবাধিকার কর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে এফআইআর করতে থানায় যান। মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় নেতা দলবল নিয়ে থানায় এসে হাজির হন এবং পুরো প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন। বেহালার এক কারখানায় একই ধরনের পাত্রে খাবার জল এবং কারখানার প্রয়োজনীয় অ্যাসিড রাখা হত। এক শ্রমিক ভুল করে জলের বদলে অ্যাসিড খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাণে বেঁচে গেলেও কর্মক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। মানবাধিকার কর্মীরা ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁকে নিয়ে থানায় যান। ওই থানার ওসি তৎক্ষণাৎ মালিককে ডেকে পাঠিয়ে সবার সামনে প্রবল চাপ দেন। ক'দিন পরেই জানা যায়, মালিক ও পুলিশে রফা হয়ে গেছে।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র শিল্পে নিরাপত্তার নির্দেশাবলি (এসওপি) তৈরি হচ্ছে। তারকারা প্রভাবশালী, হয়তো ক্ষতিপূরণ আদায়ও হবে কিছুটা। অন্তত শিল্পীদের জন্য। কলাকুশলীরা কতটা কী পাবেন, সন্দেহ আছে। ছত্তীসগড়ের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বয়লার বিস্ফোরণ দেখিয়ে দিচ্ছে, নিয়মবিধি শুধু শ্রম কোডে লেখা থাকলেই চলবে না। এ রাজ্যেও বড় বড় কোম্পানির কারখানায় বেশ কয়েক বার বয়লার বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটেছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। মালিকপক্ষ বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন নেতাদের সহযোগিতায়। সরকার কোথাও কোনও সমস্যা দেখতে পাচ্ছে না।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শ্রমিকদের আন্দোলন বহু দিন পরে শ্রমিকদের দাবিকে শিরোনামে নিয়ে এসেছে। প্রথাগত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই ঘটেছে এই বিস্ফোরণ। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। রাজনৈতিক দল বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে, তা বোঝা গেল আরও এক বার। তাই এই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর দায় এসে পড়ে নাগরিক সমাজের উপরে।

■ দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

বিভাজনে জলসেচন

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই তাঁর লেখনীর তিরে এক মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন— 'তুমি শুধু পয়লা বৈশাখ?' (১৫-৪)। রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচন এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ নিবিড় সংশোধন, যার পোশাকি নাম এসআইআর, তাকে ঘিরে ঘরে ঘরে তো বটেই, সামাজিক পরিসরেও যে উত্তপ্ত হাওয়া বয়ে চলেছে, তা রাজনীতি-সচেতন নাগরিকের সঙ্গে আমজনতার কপালেও চিন্তার ভাঁজ কিছু কম ফেলেনি। দিল্লির শাসক দল এবং রাজ্যে তাদের প্রতিনিধিরা এই পর্বের শুরুতেই এক রকম হাঁকডাক করে শুনিয়ে রেখেছেন ভোটার তালিকাকে সাফসুতরো করার কথা। আর এর বিপরীতে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানও শুনিয়ে রেখেছিলেন যে, এসআইআর হতে দেবেন না। কিন্তু রাজ্যের মানুষ জানেন, এসআইআর হয়েছে।

নির্বাচন-সংক্রান্ত সাংবিধানিক কাজে অভিজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা মনে করেছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের আগে, এই কাজ করে ওঠা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। আমরা ভারতবাসীরা এই কিছু দিন আগেও নিজেদের বহুত্ববাদী বলে বেশ একটা গর্ববোধ করতাম। বহুদলীয় গণতন্ত্র নিয়ে ছিল বড়াই। কিন্তু না, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নতুন শাসক দলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রকে পরিকল্পিত ভাবে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রচারে দৃশ্যমান এখন শুধু দুই দল— কেন্দ্রের শাসক দল ও রাজ্যের শাসক দল। দুই দলে যাতায়াতের মসৃণ ব্যবস্থা রয়েছে। আর যে সমস্ত দল গণতন্ত্রের এই লড়াইয়ে শামিল, তারা এক রকম যেন ব্রাত্যই, অন্তত প্রচারমাধ্যমে।

উন্নয়নের মানে হয়ে উঠেছে অনুদান বিতরণ। আর বিরোধী পক্ষে, কেন্দ্রের শাসক দলের প্রচারের মূল বিষয়— গত দেড় দশকে রাজ্যে চলা বিভিন্ন দুর্নীতির কথা। একটু আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন, একটি বাইক বা স্কুটি নিয়ে কোনও যুবক-যুবতী পিঠে মস্ত ভারী বোঝা নিয়ে উদয়াস্ত ছুটে চলেছেন এ দোর থেকে ও দোরে। তাঁদের কেউ আবার নামীদামি দোকান থেকে খাবার নিয়ে এসে পৌঁছে দিচ্ছেন আমার, আপনার খাবার টেবিলে। দিনান্তে রোজগার বলার মতো নয়। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা আমরা কোভিডের সময় শুনেছি, পড়েছি। সরকারি স্তরে আশ্বাসের কথা অনেক শুনেছি, কাজ হয়নি কিছু। একশো দিনের কাজ— তাও কী সুন্দর উঠতে বসেছে প্রায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভারী সুন্দর দায় ঠেলাঠেলি!

জনসাধারণের জীবন-জীবিকার মূল বিষয়গুলি আলোচনার বৃত্তের বাইরে রেখে চলছে বিভাজনের জমিতে এই জলসেচনের কাজ। নববর্ষ এসেছে, কিছু দিন পরেই আমরা গর্বিত বোধ করব নাচে-গানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে। কিন্তু তাঁর কথা, কাজী নজরুল ইসলামের কথা— সব আমাদের উচ্চারণেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। তার কোনও প্রকাশ বা প্রয়োগ আমরা আমাদের কাজে দেখতে পাব না।

আড়েবহরে অনাচার বেড়েছে গত দেড় দশকে, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কি শেষ নেই? নিশ্চয়ই আছে, থাকবে চিরদিন— যত দিন না খেটে খাওয়া মানুষ তার প্রাপ্য বুঝে নিতে পারছেন।

বরুণ কর
ব্যান্ডেল, হুগলি

মগজ দখল

'তুমি শুধু পয়লা বৈশাখ?' শীর্ষক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। পশ্চিমবঙ্গের যে ঐতিহ্য— স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এই রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মহান চরিত্রের মহাপুরুষদের আবির্ভাব এবং তাঁদের বিস্তৃত কর্মকাণ্ড— তার রেশ যুক্তফ্রন্টের সময়েও দেখা গিয়েছে। পরবর্তী কালে জরুরি অবস্থার সময় ধরপাকড়, জেলে আটকে রাখা, বামপন্থীদের উপর নির্যাতন, গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরা, ছাপ্পা ভোট, রিগিং ও কারচুপি— কোনওটাই বাদ যায়নি। তবুও বঙ্গ রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সহজে জায়গা করে নিতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গকে 'হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থান'-এর বলয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যে প্রকল্পের কথা শোনা যায়, তা কেবল তখ্‌ত দখলের নয়, মন ও মগজ দখলেরও প্রয়াস। মৌলবাদ কোনও ক্ষেত্রেই মঙ্গলজনক নয়, তা হিন্দু সম্প্রদায়ের হোক বা মুসলিম সম্প্রদায়ের। একই ভাবে, ভোটের দিকে তাকিয়ে তোষণের রাজনীতিও কোনও স্থায়ী সমাধানের পথ দেখাতে পারে না; বরং বহু ক্ষেত্রে তার ফল হিতে বিপরীত হয়।

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন জনগণের সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠা। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নাগরিকের হাতেই— এই বোধ যত দৃঢ় হবে, ততই সমাজ ও রাজনীতির ভিত শক্ত হবে।

বিদ্যুৎ সীট
জগদল্লা, বাঁকুড়া

ক্রান্তিকালে

'তুমি শুধু পয়লা বৈশাখ?' শীর্ষক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা। সমাজ জুড়ে এত শিক্ষা, বৈভব ও প্রাচুর্যের মধ্যেও গণতন্ত্রের কবচ আমাদের রক্ষা করতে পারছে না। উগ্র জাতীয়তাবাদের অস্ত্রে একই ছাঁচে পুতুল গড়তে চাওয়া রাষ্ট্রনায়কেরা উন্মত্ত শাসনক্ষমতায় নাগরিকদের সাম্যের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন— যেখানে সকলকেই প্রমাণ দিতে হচ্ছে, তিনি খাঁটি ভারতীয় নাগরিক।

আমরা যাঁরা এ রাজ্যে বামমার্গী আদর্শের জল-বাতাসে বড় হয়েছি, তাঁদের পরবর্তী সময়ে মনে হয়েছে— এত দীর্ঘ সময় গণতন্ত্রের ধারক-বাহক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা, চেতনা তথা কাণ্ডজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে সেই বামপন্থীরা কেন শূন্য হাতে ফিরল? না কি সেই সর্বনাশা 'দ্বিপাক্ষিক' রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আধারে কালবৈশাখীর ঝড়ে বারংবার সব কিছুই ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়? তা হলে কি এত দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় রাজ্য জুড়ে বামমার্গের সফরনামা বিফলেই গেল?

সত্যিই কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান, সুস্থ চেতনা ও বোধের সমন্বয়ে এই জনগণতন্ত্র গড়ে উঠতে পেরেছে? বরং এখন সময় এসেছে— রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্নিল কল্পনা ত্যাগ করে নিজেদের একেবারে শূন্য থেকে গড়ে তোলার, এবং একটি ভদ্রস্থ সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার। ইতিহাস ভরসা দিলেও এই ক্রান্তিকালে রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয়, বিবিধ মতপথের ধারক-বাহক মানুষদের দিগ্বিদিকে অলি-গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া যেন আর কোনও পথ খোলা নেই।

বিদ্বেষ ও বিভাজনের বিষে জড়িত 'ওরা-আমরা' মন্ত্রের জোরে সাক্ষর, নিরক্ষর— সকলের বোধই যেন জলাঞ্জলি হয়ে গিয়েছে। তাই ভয় হয়— এই সর্বনাশা 'দ্বিপাক্ষিক' রেষারেষির আদি অবস্থানকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু এর অন্তটিকে আমরা আদৌ চিনে নিতে পারব তো?

সঞ্জয় রায়
হাওড়া

পার্থক্য ছিল

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'তুমি শুধু পয়লা বৈশাখ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যে গতিতে রাজ্যের চার দিকে পেশিশক্তি ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে, বাম শাসনের সাক্ষী মানুষদের অনেকেই সামনে না হলেও আড়ালে স্বীকার করবেন, তা বহু ক্ষেত্রেই ছাপিয়ে গিয়েছে বাম আমলের ৩৪ বছরকে।

সে সময়ে শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের দাপটে রাজ্যের কল-কারখানাগুলিতে সারা বছর ধরেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন লেগেই থাকত, যার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হত। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তৎকালীন শাসক দলের কর্মীদের বিধির আড়ালে সুযোগ পাওয়ার অভিযোগ ছিল— যা কোনও বাম নেতৃত্বই পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবেন না। আমলাশোলের মতো ঘটনা ঘটেছিল, সেও বাস্তব। তবুও অনুদান-নির্ভর না হয়েও অধিকাংশ মানুষ কোনও না কোনও উপার্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে দিন তো গুজরান করছিলেন। এমন নেই-রাজ্য তো ছিল না।

অশোক দাস
রিষড়া, হুগলি

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়। চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।

ভ্রম সংশোধন

■ 'দ্বিতীয় দফার আগে দুই বাঙালির নিয়োগে বার্তা মোদীর' (পৃ ৫, ২৬-৪) শীর্ষক প্রতিবেদনে অশোক লাহিড়ী হিন্দু স্কুলের প্রাক্তনী হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১০০

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য

আমরা শুনিয়া যারপর নাই উদ্বিগ্ন হইলাম যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভাবিতেছি, শাসকদের 'প্রেস্টিজ'ই কি সব চেয়ে বড় কথা, মনুষ্যত্ব বলিয়া কি কোন উচ্চতর বস্তু নাই? সুভাষচন্দ্রকে বর্মার অস্বাস্থ্যকর জেল হইতে ভারতের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের কি যে ভীষণ সর্বনাশ হইবে, তাহাতো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। গবর্ণমেন্ট মনে রাখিবেন, সুভাষচন্দ্রের জীবনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহাদেরই উপর; সুতরাং ভগ্নস্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাঁহাদের কর্তব্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা বৃহস্পতিবার
১৫ই বৈশাখ ১৩৩৪
ইং ২৮ এপ্রিল ১৯২৭
৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা

এক নজরে

রাজন্যাকে মারের নালিশ সোনারপুরে

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সোনারপুর দক্ষিণের নির্দল প্রার্থী রাজন্যা হালদারকে মারধরের অভিযোগ উঠল। রাজন্যা জানিয়েছেন, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক যুবকের একটি শংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল। তা নিতে সোমবার তিনি ওই যুবককে সঙ্গে নিয়ে ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের পুর-প্রতিনিধি রেশনা মণ্ডলের দফতরে যান। সেখানে তখন ছিলেন পুর-প্রতিনিধির স্বামী শাহেনশা মণ্ডল-সহ অন্য তৃণমূল কর্মীরা। রাজন্যাকে দেখেই তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, রাজন্যা যাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়। যুবককে বাঁচাতে গেলে রাজন্যাকেও মারধর করা হয়। সোনারপুর থানায় অভিযোগ করেছেন রাজন্যা। অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি রেশনার। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, রাজন্যা বহিরাগতদের এলাকায় উস্কানিমূলক কথা বলেন।

বাজেয়াপ্ত গয়না

জাল নথির মাধ্যমে জোর করে জমি দখল ও ওই জমিতে অবৈধ নির্মাণের মামলায় ইডি হেফাজতে থাকা নির্মাণ ব্যবসায়ী জয় কামদারের ঘনিষ্ঠ আলিপুরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী সঞ্জয় কুমার কানোরিয়া এবং কল্যাণ শুক্লের ফ্ল্যাট থেকে নগদ ১০ লক্ষ টাকা এবং কয়েক কোটি টাকার মূল্যের সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দাবি করল ইডি। সোমবার সন্ধ্যার পরে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রবিবার সকাল থেকে আলিপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় কানোরিয়া ও ইএম বাইপাস সংলগ্ন বহুতল আবাসনের বাসিন্দা কল্যাণ শুক্লের ফ্ল্যাটে তল্লাশি ও অভিযান চালায় ইডি।

আজ আবহাওয়া

সাধারণত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২° সেলসিয়াস

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩২.৬° (-৩.০)
সর্বনিম্ন ২৭.৮° (+১.৬)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৬% এবং ৬৩%
বৃষ্টিপাত: ছিটেফোঁটা

বেকবাগান এলাকায় শেষ বেলার প্রচারে সিপিএম প্রার্থী আফরিন বেগম (শিল্পী)। ছিলেন সিপিএম নেতা রবীন দেব, সুজন চক্রবর্তী, ঐশী ঘোষ-সহ অন্য নেতা-কর্মীরা। ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য

'আইন ফিরবে', বার্তা মোদীর

বিতান ভট্টাচার্য

ভাটপাড়া: ভোটের আগে অশান্তির চেনা ছবিই দেখা গেল জগদ্দল, ভাটপাড়ায়। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শেষ নির্বাচনী জনসভার আগেই নির্বাচন কমিশনের তালিকায় থাকা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই দুই 'অতি স্পর্শকাতর' এলাকায় বোমাবাজি, গুলি চালনা, তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ হয়েছে। আর এই আবহের মধ্যেই সোমবার ভাটপাড়ায় জিলিপির মাঠে বিজেপির 'বিজয় সঙ্কল্প সভা'য় এসে মোদীর প্রতিশ্রুতি, "আগে এখানে বাইরে থেকে লোক কাজ করতে আসতেন। এখন ভয়ে পালাচ্ছেন। তৃণমূল ১৫ বছরে সিন্ডিকেট করল। উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড নেই। চটকলগুলি বন্ধ। শুধু গুলি, বোমা শিল্পের রমরমা। ব্যারাকপুরে আইনের শাসন ফেরাবে বিজেপি। অপরাধীদের বেছে বেছে হিসাব নেওয়া হবে।"

তবে মোদীর সভা শেষের পরেও রাতে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের হালিশহরে মোটরবাইকে করে এসে এক তৃণমূলকর্মীকে তাক করে তিন রাউন্ড গুলি করার অভিযোগ উঠেছে। জখম ওই যুবক চিকিৎসাধীন। পুরো বিষয়টি নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা শুরু হয়েছে। জগদ্দল, ভাটপাড়ায় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল রবিবার, প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রচারকে কেন্দ্র করে। বিজেপির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আসার আগে প্রস্তুতিসভায় ব্যানার, ফ্লেক্স লাগাতে গেলে তৃণমূল বাধা দেয়। তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ, দলের দু'জনের গায়ে প্রথমে হাত তোলা হয়েছে। এর কিছু ক্ষণ পরে জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার স্থানীয় থানায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'কুকথা'র অভিযোগ জানাতে পৌঁছন। সেখানে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সরব হন তিনি। ইতিমধ্যে পৌঁছে যান ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ এবং তাঁর লোকজনেরাও। কিছু ক্ষণের মধ্যেই থানার সামনে তৃণমূল-বিজেপি ধুন্ধুমার বাধে। পর্যাপ্ত পুলিশ না-থাকায় দু'তরফে ইট বৃষ্টি চলে। একটা সময়, থানার গেট বন্ধ করে দিতে হয়। এরই মধ্যে অর্জুনের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের মল্লযুদ্ধও দেখা যায়।

অভিযোগ, এর পরে গভীর রাতে অর্জুন-পুত্র ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক পবন সিংহের বাড়ির সামনে বোমাবাজি হয়েছে। পবনের অভিযোগ, তাঁকে খুন করতেই এই ঘটনা। অশান্তির সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাঁর দেহরক্ষী, সিআইএসএফ জওয়ান যোগেশ শর্মা। অর্জুনের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভা ভেস্তে দিতেই অশান্তি করেছে তৃণমূল। অশান্তির অভিযোগে এ দিন ভাটপাড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর-প্রতিনিধি গোপাল রাউত-সহ চার জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অর্জুন এনআইএ তদন্ত দাবি করেছেন।

অশান্তির রেশের মধ্যেই এ দিন ভাটপাড়ায় সভা করতে এসেছিলেন মোদী। সেখান থেকে ব্যারাকপুরে আইনের শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গেই মোদীর বক্তব্য, "রাজ্যে সরকার বদলালে গঙ্গা-পারের শিল্পাঞ্চলের উন্নতি হবে।" কারখানায় কর্মসংস্থান থেকে মাছ চাষিদের একগুচ্ছ সুবিধার 'গ্যারান্টি' দিয়েছেন তিনি। এই এলাকারই নৈহাটি রাজেন্দ্রপুরে দেশের অন্যতম বড় মাছের মীন কেনাবেচার বাজার রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে কাঁচামালের সঙ্কটে উৎপাদন কমার কারণে একের পর এক চটকল মুখ থুবড়ে পড়েছে। মাস চারেক আগে কাঁকিনাড়া চটকল বন্ধ হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে শিল্পাঞ্চলবাসীর উদ্দেশে মোদীর আশ্বাস, "শ্রমিক সকালে গিয়ে দেখছেন কারখানায় তালা ঝুলছে। চটকল, কাগজ ও কাপড়ের কল একের পর এক বন্ধ হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রীর সভা শেষে পাল্টা সরব হয়েছে তৃণমূলও। জগদ্দলের বিদায়ী বিধায়ক তথা এই বারেও তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম একটি লাল ফাইল দেখিয়ে বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে যাঁকে ভোট দেওয়ার জন্য কাতর আর্জি জানালেন, তাঁদের অনেকেই 'ক্রিমিনাল'। এখানে যে প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁর কাছে আমাদের দশটি প্রশ্ন আছে। অনেক বেআইনি ও হিসাব বহির্ভূত আয়ের উৎস-সহ বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে। উনি (রাজেশ) সৎ হলে জনতাকে উত্তর দেবেন।" বিজেপি প্রার্থী রাজেশের পাল্টা মন্তব্য, "লোহাচোরের কথার উত্তর আমি দিই না। মোদীকে দেখে উজ্জীবিত এখানকার মানুষ। ভোট-বাক্সেই জবাব মিলবে।"

ভরসা

পৃঃ ১-এর পর

কালে নিজের পাড়ার মোড়ে মমতার সভা দেখেছি বলে মনে পড়ে না।''

পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রামে বাজিমাত করে আসার পরে এ বার দিদির পাড়ায় বিজেপির হয়ে লড়তে এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরের ৮টা ওয়ার্ডেই পুর-প্রতিনিধি তৃণমূলের। কংগ্রেসের প্রদীপ প্রসাদ, সিপিএমের শ্রীজীব বিশ্বাস, এসইউসি-র অনুমিতা সাউয়ের উপস্থিতি টের পাওয়া গেলেও অন্তত ৪টে ওয়ার্ডে বিজেপির সাংগঠনিক দৃশ্যমানতা নেই। তবে ভবানীপুরে বিজেপি যেহেতু গত কয়েক বছরে ভালই ভোট পাচ্ছে, সেই উৎসাহের সঙ্গে 'পরিবর্তনের হাওয়া' এবং শুভেন্দুর নামের ভরসায় ময়দানে নেমেছে বিজেপি। এবং তাদের দাবি, টানা দৌড়ঝাঁপ করে শুভেন্দু তাঁর এক কালের নেত্রীকে চাপে ফেলেছেন বলেই তৃণমূল প্রার্থী, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে হচ্ছে।

উল্টো মতও আছে অবশ্য। নন্দীগ্রামে পাঁচ বছর আগের ধাক্কা মমতার চিরকালের লড়াকু সত্তাকে একটু বেশিই খুঁচিয়ে দিয়েছে। জনসংযোগে, আমজনতার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতে তিনি বরাবরই এই বঙ্গে আর সকলের চেয়ে দড়। খোঁচা খেয়ে তাঁর বিশ্বস্ত অস্ত্রকে মমতা আরও চুটিয়ে ব্যবহার করতে চাইছেন। ফাঁক রাখতে চাইছেন না সতর্কতায়। মমতার কথায়, ''এমন একটা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করি, যেটা সব দিক থেকে 'কসমোপলিটান'। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে আছেন, সকলের ধর্মস্থানও আছে। আর একটা বড় কথা যে, এই অঞ্চলে নানা আকারের যে দুর্গা পুজো হয়, তারা সকলেই আমাকে ডাকে। যোগাযোগ থাকে। তবে এদের (বিজেপি) কোনও বিশ্বাস নেই। নতুন নতুন অনেক বাড়ি হচ্ছে, হোটেল বা গেস্টহাউস হয়েছে। কোথায় কে এসে যাচ্ছে, বলা যায় না। সকলকে অনুরোধ করছি, সোমবার প্রচার শেষের পরে অচেনা কাউকে দেখলেই আমাদের জানান, সতর্ক থাকুন।''

দিদিকে চাপে ফেলতে এসে 'দাদা'র চাপ কি কম? হাজার হোক, নন্দীগ্রাম আর ভবানীপুর তো এক নয়! বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শহরের এই কেন্দ্রে অবশ্য দাদা নয়, নিজেকে 'ভাই' বলেই পরিচয় দিচ্ছেন। চেতলা হোক বা পটুয়াপাড়া, তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''এই শুভেন্দু ভাইয়ের উপরে ভরসা রাখুন। পরিবর্তন হবে।'' বিজেপি প্রার্থী মনে করেন, ''এমনি এমনি এখানে লড়তে আসিনি, দল আমাকে বিনা কারণে পাঠায়ওনি। সরকারের পরিবর্তন করতে হবে, তার জন্য মাথাটা ধরতে হবে। গত ১৫ বছর ধরে যে সিন্ডিকেট-রাজ চলেছে, কালীঘাটের ৩৮টা প্লট যে ভাবে ওই পরিবারের দখলে গিয়েছে, সব কিছুর হিসেব এ বার হবে।'' ভবানীপুরের মানুষকে তিনি বোঝাচ্ছেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন রাজ্যকে কিন্তু বিধায়ক পাননি! জিতে এলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তিনি বিধায়ক কার্যালয় খুলবেন বলে জানাচ্ছেন। কোন পুর-প্রতিনিধির হাতে থাকা কোন লোক ভোটের দিন গোলমাল পাকাতে পারে, পাঞ্জাবির পকেটে রাখা চিরকুট বার করে নাম পড়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, ''গর্তে থাকুন, নয়তো পালিয়ে যান! সে দিন বেরোনোর চেষ্টা করবেন না। ফল ভাল হবে না!''

শুনতে শুনতে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন তৃণমূলের প্রার্থী। বলছেন, ''আমাদের পুর-প্রতিনিধিদের হুমকি দিচ্ছে। নিজের ভাই তো পুর-প্রতিনিধি। পরিবারে কী কী গিয়েছে, বলছি না! জানি সব।'' নন্দীগ্রামে এক সময়ের আন্দোলনে তাঁর ডান হাত ও পরে চক্ষুশূল, অধুনা বিজেপি প্রার্থী সম্পর্কে মমতার আরও সংযোজন, ''নাম করে বলতে চাই না! সারা ক্ষণ অভিষেককে (বন্দ্যোপাধ্যায়) গালাগালি করছে। অভিষেকের নখের যোগ্য নয় ও, বলে দিলাম!''

'দিদি' এবং 'ভাই' লড়বেন, আর বাগযুদ্ধ চরমে উঠবে না, এ তো হওয়ার নয়। তার মধ্যেও ক্যামাক স্ট্রিট, শেক্সপিয়র সরণি-সহ অবাঙালি মহল্লা বাদ দিলে অন্যত্র ঘুরলে যেন মনে হচ্ছে, দিদি চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছেন শুভেন্দু! এক পাড়ায় বিজেপি একটা সভা করলে তিন দিক দিয়ে হইহই করে মিছিল-সভা করছে তৃণমূল। আবার বিজেপি প্রার্থীর পরিক্রমার পথে বাইক বা স্কুটি থামিয়ে কেউ কেউ তাঁর কানে কানে কী সব যেন বলছেন! শুভেন্দুর দাবি, ''তলায় তলায় তৈরি হচ্ছে সব। অসভ্যতা করে লাভ নেই!''

সারা বাংলায় শরীর পাত করেও রণক্লান্ত না-হয়ে দুই শিবিরের দুই সেনাপতি মুখোমুখি হয়েছেন ভবানীপুরের রণক্ষেত্রে। প্রথম দফায় অন্যান্য কেন্দ্রের পাশাপাশিই শুভেন্দু সময় দিয়েছেন ভবানীপুরে, তাঁর জন্য নতুন এলাকা বলে। দ্বিতীয় পর্বে দলের কাছে অব্যাহতি নিয়েছেন, অন্য কেন্দ্র অল্প ছুঁয়ে বাকিটা ভবানীপুর। তিনি স্মরণ করাচ্ছেন, ''নন্দীগ্রামে ইভিএমে শুভেন্দু অধিকারী এক নম্বরে ছিল, মমতা ব্যানার্জি দু'নম্বরে। ফলও তা-ই হয়েছিল। ভবানীপুরের ইভিএমেও শুভেন্দু একে, মমতা দুইয়ে।''

এই কঠিন সময়ে চেনা তাস্তুকে মমতাও তাঁর সমর্থকদের মনে করাচ্ছেন তাঁর অমোঘ বার্তা। ''দিদি কিন্তু মরে যায়নি এখনও। দিদি আছে। এখনও লড়াই করছে।''

আর এখানে সেখানে ঝুলছে সেই প্ল্যাকার্ড, যেখানে বলা আছে 'ভবানীপুরে এ বার পাঁঠা বলি'। কার খাঁড়া কোথায় নামে, কে জানে!

গোঘাটে ২২ বিজেপি কর্মী আক্রান্ত, জখম সাংসদও

ছাব্বিশের টক্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন

অতীতে রাজনৈতিক হিংসার নজির থাকায় হুগলির আরামবাগ মহকুমার জন্য বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তার মধ্যেই সোমবার, প্রচারের শেষ দিনে রাজনৈতিক সংঘর্ষে তেতে উঠল গোঘাট। সকালে বিজেপির প্রচার-মিছিলে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত ২২ জন। তার তিন ঘণ্টার মধ্যে হামলার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ দিন বিজেপি-তৃণমূলে গোলমাল হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর নসরৎপুরেও। কোনও পক্ষই অভিযোগ মানেনি। তবে উচ্চগ্রামে চলেছে তরজা।

এ দিন সকাল ৯টা নাগাদ গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার কর্মীদের নিয়ে বর্মা গ্রামে প্রচার করতে ঢোকেন। কিছু তৃণমূল কর্মী তখনই লাঠি-বাঁশ দিয়ে তাঁদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। জখমদের মধ্যে ন'জনকে প্রথমে ব্লক হাসপাতালে, পরে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রতিবাদে, গোঘাট থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

জখম বিজেপি কর্মীদের ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করানোর সময়ে বাইরে কিছু দলীয় কর্মী জড়ো হয়েছিলেন। সে সময় সামনের রাস্তা ধরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরামবাগের রোড-শোতে হাজির থাকতে গাড়িতে যাচ্ছিলেন গোঘাটের হাজিপুরের বাসিন্দা, তৃণমূল সাংসদ মিতালি। অভিযোগ, বিজেপির জমায়েত থেকে আচমকা তাঁর গাড়ির উপরে লাঠি-ইট নিয়ে হামলা হয়। গাড়ির কাচ ভেঙে তাঁর শরীরের নানা জায়গায় ঢুকে যায়। সাংসদ গাড়ির সামনের আসনে ছিলেন। তাঁকেও আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়।

আরামবাগে পৌঁছে প্রথমেই মিতালিকে দেখতে যান অভিষেক। রোড-শো না করে তিনি পল্লিশ্রীতে গাড়ির মাথায় উঠে বলেন, "সিপিএমের দুষ্কৃতীরাই এখন বিজেপির জল্লাদ হয়ে মিতালির উপরে চড়াও হয়েছে। মিতালিকে আক্রমণ করে ওরা যখন খেলা শুরু করেছে, শেষ আমি করব। আরামবাগের 'স্টিয়ারিং' আমার হাতে থাকবে। ৪মে ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে, কান ঝালাপালা করে দেবে।" পক্ষান্তরে, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য বিমান ঘোষের দাবি, "নিশ্চিত হারের ভয়ে অভিষেক উল্টোপাল্টা বকছেন। বর্মার ঘটনাকে লঘু করার জন্য তিনিই সাংসদকে দিয়ে এই নাটক করিয়েছেন। বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।"

গোঘাটের বিজেপি প্রার্থীর দাবি, "সকালে বর্মায় ঢোকার পরেই আমাদের দিকে তৃণমূল বোমা ছোড়ে, হামলা করে।" অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের গোঘাট ১ ব্লক সভাপতি কাজল রায় বলেন, "বিজেপি প্রথমে গ্রামের মহিলাদের গালি দেয় এবং 'জয় শ্রীরাম' বলার জন্য হুমকি দেয়। মহিলারা প্রতিবাদ করায় কয়েক জনকে মারা হয়। তার পরে গ্রামবাসীই প্রতিরোধ করেন।"

হুগলি জেলা নির্বাচন দফতর জানিয়েছে, গোঘাটের দু'টি অভিযোগেরই তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন আছে। সূত্রের খবর, মিতালির গাড়ি ভাঙচুরের পরে জেলা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, শাসক দলের ভিতরের গোলমাল এর নেপথ্যে থাকতে পারে। তবু ঘটনাস্থলের 'সিসিটিভি ফুটেজ' দেখে সত্যাসত্য যাচাই করা হচ্ছে। হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ সন্ধ্যায় গোঘাটে যান। তিনি বলেন, "বিজেপির প্রচারে হামলার ঘটনায় চার জন এবং সাংসদের উপরে হামলার ঘটনায় তিন জনকে ধরা হয়েছে।"

পূর্বস্থলীর ঘটনাটিও বিজেপির মিছিলকে কেন্দ্র করে। নসরৎপুরের এসটিকেকে রোড দিয়ে মিছিলটি যাওয়ার সময়ে তৃণমূল কার্যালয় থেকে 'জয় বাংলা', 'চোর বিজেপি' স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা মুখ খোলেন বিজেপি কর্মীরাও। কিছু ক্ষণের মধ্যেই কিছু বিজেপি কর্মী-সমর্থক লাঠি হাতে সেখানে পৌঁছে ভাঙচুর, মারধর করে বলে অভিযোগ। মাথা ফাটে পূর্বস্থলী ১ ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সম্পাদক অমল হালদারের।

পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথ বলেন, "আমাদের কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রচার করছিলেন। বিজেপির মিছিল থেকে জলের বোতল, ইট ছোড়া হয়। প্রচারের টোটো, দলীয় কর্মীদের মোটরবাইক ভাঙচুর করা হয়েছে।" বিজেপির দাবি, তৃণমূলই তাদের মিছিলে হামলা করেছে।

এই দুই ঘটনা ছাড়া, রবিবার রাতে হাওড়ার সাঁকরাইলের দু'জায়গায় গোলমাল হয়। এক জায়গায় তৃণমূলের হামলায় সিপিএমের ছ'জন জখম হন বলে অভিযোগ। অন্য জায়গায় এক তৃণমূল কর্মীকে মেরে মাথায় ফাটানোর অভিযোগ ওঠে সিপিএমের বিরুদ্ধে। কোনও পক্ষই অভিযোগ মানেনি। পুলিশ দু'পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে সাত জনকে ধরেছে।

অধিকার রক্ষায় ভোট দিতে আহ্বান

পৃঃ ১-এর পর

দফার পদযাত্রার ফাঁকে দু'বার স্কুটারেও চড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তার দু'ধারে উৎসাহী জনতা, আশপাশের বাড়ি, দোকান, বাজারে দাঁড়িয়ে যাওয়া দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করতে করতে এগিয়েছেন মমতা। শেষ দফার পদযাত্রায় দলের প্রার্থী, নেতা-মন্ত্রী ছাড়াও মমতার সঙ্গে ছিলেন আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদবও।

এরই মধ্যে অভিষেক বলেছেন, 'যতটা সম্ভব সবুজ আবিরের প্রতিটি প্যাকেট কিনে নিন। মজুত করুন, জমা রাখুন। ৪ মে বড় ঘাটতি হবে (সবুজ আবিরের)। পুরো রাজ্য সবুজ রঙে রাঙানো হবে।' তাঁর সংযোজন, 'বাংলার প্রতিটি কোণে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজবে। আর হ্যাঁ, একটু ডিজেও বাজবে।' তৃণমূল প্রার্থীদের পক্ষে এ দিন তিনি নদিয়া, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দু'টি সভা ও দু'টি পদযাত্রা করেছেন। এ দিনই স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগের উপরে আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে উত্তাপ বাড়ে অভিষেকের কর্মসূচিতে। আরামবাগ পৌঁছে চিকিৎসাধীন মিতালিকে দেখে এসে রোড-শো শুরু করে সেখান থেকেই 'হামলাকারী'দের উদ্দেশে অভিষেকের হুঁশিয়ারি, "৪ তারিখে আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে যে কান ঝালাপালা করে দেব।" আরামবাগের কেন্দ্রগুলিতে জয় পেলে আগামী পাঁচ বছরে এখানে আলাদা জেলা গঠনের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

জখম দলীয় সাংসদ মিতালি বাগকে দেখতে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। ছবি: সঞ্জীব ঘোষ

এর আগে ধনেখালি ও হরিণঘাটায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে সভা করেছেন অভিষেক। হরিণঘাটায় মতুয়াদের ভোটাধিকারের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, "হরিণঘাটার বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরেরা বলছেন নাম কাটা যাক, তাঁদের কিছু যায় আসে না, তারা মরুক।" মমতা সুপ্রিম কোর্টে না-গেলে সবার ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠাঁই হত বলেও অভিষেকের দাবি। এই সূত্রেই তাঁর সংযোজন, "তৃণমূল জিতলে নো টেনশন, আর বিজেপি জিতলে ডিটেনশন।" তিনি আরও বলেছেন, "বাঙালিকে বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলে অসম্মান করার প্রতিবাদ জানানোর নির্বাচন এটা।"

আগরপাড়ায় গোলমাল

পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের আগরপাড়া এলাকায় বামফ্রন্ট প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তের সমর্থনে বেরোনো টোটোয় হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, আগরপাড়া এলাকায় সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আর জি করের নির্যাতিতার মা। তখনই কলতানের সমর্থনে পোস্টার-ব্যানার লাগানো একটি টোটো ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। বিজেপি প্রার্থীকে বলতে শোনা যায়, "যে টোটোটা যাচ্ছে তাদের আমি চরম ধিক্কার জানাই। নির্লজ্জ সিপিএম প্রার্থীকে আমি চরম ধিক্কার জানাই।" অভিযোগ, টোটোটি মঞ্চের পিছনে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। টোটোয় থাকা বাবা ও মেয়ের উপরে হামলা চালানো হয়। ছিঁড়ে দেওয়া হয় পোস্টার-ব্যানার। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন কলতান-সহ বাম নেতারা। কলতান বলেন, "স্থানীয়েরা জানাচ্ছেনএমন ঘটনা আগরপাড়ায় ঘটেনি। নিয়ম মেনে প্রচার চালানোর জন্য এক বাচ্চা মেয়ের উপরে হামলা চালানো হল। যত উপরমহলে যাওয়া সম্ভব যেতে হবে।" *নিজস্ব প্রতিবেদন*

প্রধানমন্ত্রী

পৃঃ ১-এর পর

ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলের প্রচারে ইতি টানতে উপস্থিত আছেন, এমন ঘটনা সাম্প্রতিক কালে ঘটেনি। দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের যে ১৪২টি বিধানসভা আসনে ভোট, তার বড় অংশই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। দলীয় সূত্রে প্রথম দফায় 'ইতিবাচক' ভোটের ইঙ্গিত পেয়ে পরের দফার আগে মোদী-শাহেরা সর্বশক্তি দিয়ে বিজেপির লড়াইয়ে উৎসাহ জোগানোর চেষ্টা করেছেন বলেই রাজনৈতিক শিবিরের ব্যাখ্যা।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বারাসত ও ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে সোমবার সমাবেশে ছিলেন মোদী। গোলঘরের জিলিপির মাঠে ভিড় হয়েছিল চোখে পড়ার মতোই। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "ভোটের প্রচারে রাজ্যের নানা জায়গায় গিয়েছি। মানুষের সাড়া দেখেছি। এই দৌড়োদৌড়িতে একটু ক্লান্তি আসে। কিন্তু এ বার অন্য অনুভূতি হচ্ছে। এই গরম সত্ত্বেও বাংলার ভোটে এতটুকু ক্লান্তি আসছে না। সভা, রোড-শো শেষ হওয়ার পরেও মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে হেঁটেছি। এটা আর রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই, তীর্থযাত্রার মতো!" সেই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, "যা দেখেছি, এর পরে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণে আসতেই হবে!" প্রচার শেষ করে ফিরে গিয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি এবং অডিয়ো-বার্তাতেও মোদী বলেছেন, পরিবর্তন এ বার আনতে হবে।

প্রচারের শেষ লগ্নেই মোদী মনে করিয়ে দিয়েছেন 'পূর্বোদয়ে'র কথা। তাঁর কথায়, "পূর্বোদয় ছাড়া ভারতের ভাগ্যোদয় সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকে, সেই ২০১৩ সাল থেকে বলছি, পূর্ব ভারত এগোলেই দেশ এগোবে। অঙ্গ, কলিঙ্গে পদ্ম ফুটেছে। এখন বঙ্গের পালা।" সেই সঙ্গে তাঁর আবেদন, "তৃণমূলের সরকার ১৫ বছর ধরে বরবাদ করেছে। আরও পাঁচ বছর বরবাদ করার জন্য না-দিয়ে বিজেপিকে একটা সুযোগ দিন। নতুন সরকার সার্বিক উন্নয়নের কাজ করবে, এটা মোদীর গ্যারান্টি।" এই সূত্রেই তাঁর আশ্বাস, "বিজেপি জমানায় কোনও ভারতীয় নাগরিক, যে ধর্মেরই, যে সম্প্রদায়ের বা বিশ্বাসের হোন না কেন, তাঁদের সমস্যা হবে না। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়া হবে না। মতুয়া, নমশূদ্রদের বলছি, নাগরিকত্ব মিলবেই। সব কাগজ, অধিকার পাবেন, যা ভারতীয় নাগরিকেরা পান।"

বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে পরিবর্তনের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে বলেছিলেন, কলকাতাকে লন্ডন, উত্তরবঙ্গকে সুইৎজ়ারল্যান্ড এবং দিঘাকে গোয়া করে তুলবে নতুন সরকার। মোদী এ দিন সেই প্রসঙ্গ টেনে মন্তব্য করেছেন, "তৃণমূল বলেছিল, কলকাতাকে লন্ডন বানাবে। কলকাতার বারোটা বাজিয়েছে তারা! আমরা কলকাতাকে কলকাতাই রাখতে চাই। সিটি অব জয় তো থাকবেই, তাকে সিটি অব ফিউচার করে তুলব। শিল্প-বিনিয়োগ আনব, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র হাব করব।"

তৃণমূল এবং সিপিএম অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের মন্তব্য, "নিজের শেষ দিনেও হিটলার বুঝতে পারেননি, তিনি ঘেরার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। স্বৈরতন্ত্র বুঝতে পারে না। মোদী-শাহের জয়ের দাবিও সেই রকমই!" সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, "প্রায় পাড়ায় পাড়ায় সভা করার মতো মোদী আর শাহ রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেন। বুঝিয়ে দিলেন, রাজ্যের বিজেপি নেতাদের দিয়ে কাজ হবে না! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউ প্রচারে গেলেন না। এটা কী রকম ব্যাপার!"

প্রসঙ্গত, ভবানীপুর ও রাসবিহারীর বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ও স্বপন দাশগুপ্তের মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শাহ।

বেহালায় প্রচার অমিত শাহের। ছবি: সুমন বল্লভ

দ্বিমুখী লড়াই ভেঙে পথ দেখাবে কি উত্তরপাড়া

নজরে কেন্দ্র

রাজীব চট্টোপাধ্যায়
● উত্তরপাড়া

বছর সাতেক আগের কথা। সামনের সারিতে থাকতে পছন্দ করা, এক দলীয় নেতাকে মিছিলের শেষে দাঁড় করিয়েছিলেন সিপিএমের তৎকালীন জেলা সম্পাদক সুদর্শন রায়চৌধুরী। বলেছিলেন, "এখন আমাদের সামনের সারিতে দেখলে, মানুষ বিরক্ত হন। বাচ্চাগুলোকে সামনে দাও।" সুদর্শনবাবুর সে বার্তা দলের নিচুতলায় গড়াতে সময় লাগেনি। চায়ের দোকানের আড্ডায় শোনা যাচ্ছে, বামেদের নবীন প্রজন্ম ভোটের আগে উত্তরপাড়ায় দ্বিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনায় জল ঢেলেছেন।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির হিসাবে, উত্তরপাড়া আসনটি 'সম্ভাবনাময়'। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আসনটি 'নিশ্চিত' বলে চিহ্নিত। বিজেপি, কংগ্রেসও উত্তরপাড়া নিয়ে আশাবাদী। সোমবার প্রচার শেষে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের আশা, "প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে পথ দেখাবে উত্তরপাড়া।"

তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে লড়তে হচ্ছে স্থিতাবস্থা-বিরোধী হাওয়ার প্রতিকূলে। তাঁর বাবা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সিপিএমকে পাঁচ মিনিটে শেষ করে দেব' আর পুলিশকে 'ছাগল' সম্বোধন করে নতুন বিতর্কে জড়িয়েছেন কল্যাণ। কল্যাণ অবশ্য বিতর্ককে গুরুত্ব দিতে নারাজ। বলেছেন, "যা বাস্তব, তা-ই বলেছি। উত্তরপাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।" সোমবার পুত্রের প্রচারে উদ্বাহু হয়ে নাচেনও তিনি।

কী বুঝছেন এ বার? ধাড়সা-উত্তরপাড়া রুটের টোটোয় চড়ে বসা এক যাত্রীর উত্তর, "হাওয়া ভাল নয়।" কার জন্য ভাল নয়, ভাঙেননি। লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভায় বিজেপির থেকে হাজার দশেক ও সিপিএমের থেকে প্রায় ২৫ হাজার ভোটে এগিয়ে তৃণমূল। যদিও একাধিক তৃণমূল নেতার কথায়, "১৫ বছরে যে তিন জন বিধায়ক ছিলেন, তাঁরা এলাকাবাসীর প্রত্যাশার ধারেকাছে আসতে পারেননি। লড়াই কঠিন হওয়ার এটাই মূল কারণ।" তবে আরও এক কারণ রয়েছে, প্রকাশ্যে যা মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। ভোটের ঠিক আগে, কানাইপুরের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, তৃণমূল নেতা আচ্ছেলাল যাদব দলবল নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। হিন্দিভাষী এলাকায় তাঁর প্রভাবও যথেষ্ট। তিনি আবার উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান, তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি দিলীপ যাদবের দাদা। ভোটে তার প্রভাব নিয়ে জল্পনা চলছে।

উত্তরপাড়া এলাকায় বন্ধ কারখানার তালিকায় শেষ সংযোজন হিন্দুস্তান মোটরস। সম্প্রতি কোন্নগরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এড়িয়ে গিয়েছেন হিন্দমোটর প্রসঙ্গ। দাবি করেছেন, ওই কারখানা চত্বরেই টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেডকে ৪০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। নিয়েছেন কর্মসংস্থানের আশ্বাস। কোন্নগরের বাসিন্দা, কলেজ শিক্ষক সৌরভ রায় বলেন, "হিন্দমোটর কারখানার পড়ে থাকা জমিতে অধিগ্রহণের বোর্ড ঝোলাল রাজ্য সরকার। সে বোর্ড উধাও। পড়ে থাকা জমিতে কেন শিল্প হবে না?" মীনাক্ষী বলছেন, "মুখ্যমন্ত্রী টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড কারখানাকে জমি দিতে বাধ্য হয়েছেন। টিটাগড় ওয়াগনের সম্প্রসারণ শেষ হলে, বন্ধ হিন্দমোটর এবং লাগোয়া এলাকায় বন্ধ কারখানার শ্রমিক পরিবারগুলিকে চাকরিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।"

উত্তরপাড়ায় 'গুন্ডারাজ' চেনা শব্দ। মীনাক্ষী ও বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী প্রচারে নিয়ম করে তুলছেন সে প্রসঙ্গ। 'পাল্টানোর' ডাক দিয়ে প্রচারে নেমে দীপাঞ্জন বলেছেন, "লাল চুল আর কানে দুল পরে গুন্ডামি চলবে না। এক মাস সময় দেব। বদল না হলে, আইনের শাসন চলবে।" 'এনএসজি' (ন্যাশনাল সিকিয়োরিটি গার্ড) লেখা পোশাক পরে প্রচারে বেরিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন দীপাঞ্জন। আদৌ তিনি এনএসজি-তে কাজ করেছেন কি না, প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। দীপাঞ্জনের দাবি, "এনএসজি-তে ছিলাম কি না, তা যাঁরা বলতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম লালকৃষ্ণ আডবাণী। তাঁর সিকিয়োরিটি লিয়াজোঁ অফিসার ছিলাম।" কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, "উত্তরপাড়ার লেভেল ক্রসিংয়ে উড়ালপুল, কাঁঠালবাগানে আন্ডারপাস, জিটি রোডে যানজট, এ সব নিয়ে ওঁরা প্রশ্ন তুলছেন না কেন।" তবে সব ছাপিয়ে নজর কাড়ে তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্যর দাবি, "বিজেপির সঙ্গে বামেদের বোঝাপড়া রয়েছে।" *(সহ প্রতিবেদন: গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়)*

এক নজরে

পুলওয়ামা যোগে

দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার ইমাম সাহিব এলাকার 'দারুল উলুম জামিয়া সিরাজ-উল-উলুম'-কে ১৯৬৭ সালের বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনে বেআইনি সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার অংশুল গর্গের নির্দেশের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ। প্রশাসন জানিয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠন জামিয়ত-এ-ইসলামির সঙ্গে যোগাযোগ, আর্থিক অনিয়ম এবং প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহারের অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পুলওয়ামা হামলার অন্যতম এক চক্রী পড়াশোনা করেছিল। প্রতিষ্ঠানটির তিন শিক্ষককে জননিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হত। কিন্তু একই সঙ্গে চলত বেআইনি কার্যকলাপ। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি।

গরু হারানোয়

দু'বছর আগে দু'টি গরু হারিয়ে গিয়েছিল। তার জন্য সম্প্রতি থানায় এফআইআর দায়ের করে কর্নাটকের একটি পরিবার। অভিযোগের তির ছিল তাদেরই আত্মীয়দের দিকে। সোমবার মামলার শুনানিতে অভিযোগকারী পরিবারের পাশাপাশি পুলিশকেও তুলোধনা করল কর্নাটক হাই কোর্ট। বিচারপতি এম নাগাপ্রসন্নের প্রশ্ন, ২০২৪ সালের একটি ঘটনার অভিযোগ এত দিন পরে দায়ের হল কী ভাবে? আসল অপরাধের অভিযোগ নথিবদ্ধ না করে পুলিশই বা কেন এই সমস্ত অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষকে হয়রান করে? এ দিন সেই এফআইআরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত।

তরমুজ খেয়ে

তরমুজ খেয়ে মৃত্যু হল এক দম্পতি এবং তাঁদের দুই নাবালিকা মেয়ের। মুম্বইয়ের ঘটনা। সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, গৃহকর্তা আবদুল্লার (৪০) বাড়িতে গত শনিবার কিছু অতিথি এসেছিলেন। তাঁরা সকলে একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া সারেন। অতিথিরা চলে যাওয়ার পরে আবদুল্লা, তাঁর স্ত্রী নাসরিন (৩৫) এবং তাঁদের দুই মেয়ে আয়েশা (১৬) এবং জাইনাব (১৩) তরমুজ খান এবং সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের ধারণা, তরমুজ থেকে কোনও রাসায়নিক বিষক্রিয়ার জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই পরিবারের চার জনের। তবে গোটা ঘটনায় কোনও রহস্য রয়েছে কি না, সে প্রশ্ন উঠছে।

সফরে রাজনাথ

পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির মধ্যেই এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে কিরঘিজ়স্তানের রাজধানী বিশকেকে পৌঁছলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। তাৎপর্যপূর্ণ হল, ওই বৈঠকে সদস্য দেশ হিসেবে উপস্থিত থাকবে চিন। যারা কেবল পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির দিকে নজরই রাখছে তা নয়, তা থেকে ফায়দা নিতে প্রস্তুত বেজিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে বলা হয়েছে, বিশ্ব জুড়ে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে বিশ্বশান্তির প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরবেন রাজনাথ।

কাজের পরিবেশ ছিল না! তাই দলত্যাগী চাড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: দলে কাজের পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে ওঠার কারণেই তিনি দল ছেড়েছেন বলে দাবি করলেন আম আদমি পার্টির দলত্যাগী রাজ্যসভা সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তিনি-সহ আপের মোট সাত জন সাংসদের বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদানের আবেদন আজ রাজ্যসভায় গৃহীত হওয়ায় সংসদের উচ্চ কক্ষে শাসক দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১১৩। যোগদানের অনুরোধ আজ গৃহীত হলেও রাজ্যসভার ২৪ এপ্রিলের বুলেটিনে কী ভাবে রাঘব চাড্ডাদের অন্তর্ভুক্তি দেখানো হল? প্রশ্ন তুলেছেন আপ নেতৃত্ব। এ দিকে আপের দল ভাঙার পুরস্কার হিসাবে আগামী মন্ত্রিসভার রদবদলে চাড্ডাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হতে পারে বলে জল্পনাও ছড়িয়েছে।

আজ রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে লেখা চিঠিতে আপের রাজ্যসভার নেতা সঞ্জয় সিংহ লিখেছেন, রাজ্যসভার রেকর্ডে আম আদমি পার্টির সদস্য সংখ্যা অবৈধ ভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। কার নির্দেশে, কত তারিখে প্রকাশিত হওয়া নির্দেশিকার ভিত্তিতে আসন সংখ্যার পরিবর্তন করা হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। আপ নেতৃত্বের প্রশ্ন, গত ২৪ এপ্রিল দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন সাত সাংসদ। কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু আজ জানিয়েছেন, ওই সাংসদদের আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের অনুরোধে আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন। যদি তাই হয়, তা হলে ২৪ এপ্রিল প্রকাশিত রাজ্যসভার বুলেটিনেই কী ভাবে ওই দলত্যাগী সাংসদদের বিজেপির সদস্য হিসাবে দেখানো হল?

পরিসংখ্যান বলছে, ২৪৫ সংখ্যার রাজ্যসভায় বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে দরকার ১২৩। আপের সাংসদদের যোগদানের পরে বিজেপির শক্তি হয়েছে ১১৩। ব্যবধান কেবল দশের। এই যোগদানের ফলে এনডিএ-র রাজ্যসভায় শক্তি দাঁড়াল ১৪৮। রাজ্যসভায় এনডিএ-র দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে প্রয়োজন ১৬৪ জন সাংসদের সমর্থন। সদস্য সংখ্যা ১৬ জন বাড়লেই ওই সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলতে সক্ষম হবে এনডিএ। বছরের শেষে ৩০টি আসনে রাজ্যসভার ভোট হতে চলেছে। তা থেকে আরও প্রায় পাঁচটি বাড়তি আসন পেতে পারে বিজেপি। তবে রাজনীতিকদের বক্তব্য, যেহেতু লোকসভায় বিজেপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তাই রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও রাজনৈতিক ভাবে বিশেষ লাভ হবে না শাসক শিবিরের।

দলের বিষাক্ত পরিবেশকেই দল ছাড়ার কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন রাঘব। অরবিন্দ কেজরীওয়ালের প্রাক্তন ছায়াসঙ্গী রাঘবের মাধ্যমেই আপের আরও ছয় সাংসদকে ভেঙে আনতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। সেই রাঘব আজ বলেন, "পনেরো বছর আগে রক্ত-ঘাম দিয়ে যে দল গড়েছিলাম, সেই দলের নিয়ন্ত্রণ আজ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ও আপসকামী লোকের হাতে চলে গিয়েছে। যারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। দলে কাজের পরিবেশ বলে কিছু নেই। আমি একা ভুল বলতে পারি। একসঙ্গে সাত জন ভুল করতে পারেন না।" ওই যোগদানকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন বলেন, "আপ সাংসদেরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় বিধানসভা ভোটে হেরে গিয়েও রাজ্যসভায় পঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব করবে বিজেপি। এই সাত সাংসদের গড়ে সম্পত্তি হল ৮১৮ কোটি টাকা। এরা থোড়াই আম আদমি ছিলেন। এরা আসলে শতকোটিপতিদের পার্টি।"

ন্যায়ের আশা নেই, আর কোর্টে যাবেন না কেজরী

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: আবগারি দুর্নীতি মামলায় সত্যাগ্রহের পথে হাঁটার বার্তা দিয়ে বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পথে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরীওয়াল। আজ দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মাকে লেখা চিঠিতে কেজরীওয়াল জানিয়েছেন, তিনি আবগারি দুর্নীতি মামলায় স্বর্ণকান্তার এজলাসে সশরীরে বা আইনজীবীর মাধ্যমে আর হাজিরা দেবেন না। বিচারপতি শর্মার কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা না থাকায় ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তাই আজ শুনানির দিন থাকলেও কেজরী বা তাঁর আইনজীবী আদালতে যাননি।

পক্ষপাতের আশঙ্কা জানিয়ে সম্প্রতি বিচারপতি শর্মাকে ওই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছিলেন কেজরীওয়াল। তাঁর দাবি ছিল, ওই বিচারপতির সন্তানেরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্যানেলভুক্ত আইনজীবী। সিবিআই তাঁর বিরোধী পক্ষ। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ঠিক করবেন বিচারপতি শর্মার সন্তানদের ক'টি এবং কোন ধরনের মামলার দায়িত্ব দেওয়া হবে। যার সঙ্গে সন্তানদের আর্থিক দিকটিও জড়িত রয়েছে। তাই নিরপেক্ষতার দাবিতে শর্মাকে ওই মামলা থেকে সরে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন কেজরীও। যদিও বিচারপতি শর্মা ওই আবেদন ভিত্তিহীন ও বিচারব্যবস্থার উপর আক্রমণ বলে খারিজ করে দেন।

চিঠিতে কেজরীওয়াল লিখেছেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়েছেন। লিখেছেন, "যখন কোনও নাগরিক অন্যায়ের শিকার হন, তখন গোড়ায় প্রতিরোধের পথে না হেঁটে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত। ...কিন্তু তাঁর বিবেক যদি তাঁকে বলে, অবিচারের কোনও মীমাংসা হয়নি তখন তিনি যেন বিনয় ও অহিংসার সঙ্গে সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়ে সেই পরিণতি মেনে নেন।" কেজরীওয়ালের মতে, ন্যায়বিচার করাই শুধু নয়, সেই ন্যায়বিচার যাতে মানুষ দেখতে পান তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তেমন যে হবে সেই বিশ্বাস তাঁর নেই।

গরমে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা। সোমবার মুম্বইয়ের রাস্তায়। *পিটিআই*

নালিশ পুলিশ পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়া, দুই জেলায় নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজের অভিযোগ উঠল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, সেখানকার পুলিশ পর্যবেক্ষক, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ আধিকারিক অজয় পাল শর্মা তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির এলাকায় গিয়ে হুমকির সুরে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তৃণমূল তাঁর বিরুদ্ধে ধমকানো, চমকানোর অভিযোগ এনেছে। ঘটনাটি প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে কমিশনও। প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশ পর্যবেক্ষক কি প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে এই ভাবে ধমকাতে পারেন?

দ্বিতীয় অভিযোগটি তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর দাবি, ওড়িশা পুলিশের আধিকারিক এবং নদিয়ার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের পুলিশ পর্যবেক্ষক বাতুল্লা গঙ্গাধর বিভিন্ন থানার অফিসার ও কর্মীদের দিয়ে তৃণমূল সমর্থকদের হুমকি দেওয়াচ্ছেন যাতে, ভোটের দিন তাঁরা ঘর থেকে না বার হন। মহুয়ার দাবি, বাতুল্লার বিরুদ্ধে তাঁর অধস্তন সহকর্মীদের—পেটানোর অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে।

ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, জাহাঙ্গিরের এক আত্মীয়কে অজয় জিজ্ঞেস করছেন, জাহাঙ্গির কোথায়? তার পরে স্থানীয়দের উদ্দেশে বলছেন, "জাহাঙ্গিরের বাড়ির লোকও এখানে হাজির আছেন। ওকে বলে দেবেন, বার বার যে খবর আসছে ওর লোকজন ধমকাচ্ছে, তা চলতে থাকলে ব্যবস্থা নেব। পরে কান্নাকাটি করবেন না।" সেখানে বেশ কয়েক জন মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। জাহাঙ্গির বলেন, "বিজেপির মদতে বাইরে থেকে দু'দিনের জন্য এসে হুমকি দিয়ে লাভ হবে না।" বিজেপি নেতা সুফল ঘাটুর প্রতিক্রিয়া, "তৃণমূলের সব কারসাজি এ বার বন্ধ। তাই নির্বাচন কমিশনের প্রতি পদক্ষেপেই ভয় পাচ্ছে।"

সামগ্রিক ভাবেই তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির মদতে ভোটের আগে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে অজয়ের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রশাসনের একটি সূত্রে বলা হয়েছে, পুলিশ পর্যবেক্ষকের কাজ দু'টো। এক, উপদ্রুত এলাকায় ভয়-ভীতি দূর করিয়ে মানুষের আস্থা বাড়ানো। দুই, ভোটের আইনশৃঙ্খলার উপর নজর রাখা। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ভয়-ভীতি দেখানোর অভিযোগ পেয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি পদক্ষেপ করেননি। এক কর্তার বক্তব্য, "আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে প্রার্থী বা প্রার্থী নন, এমন কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ উঠলে পদক্ষেপ করাই কাজ।"

উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব আবার টুইটে দাবি করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে তাদের পরীক্ষিত এজেন্টদের পর্যবেক্ষক করে পাঠিয়েছে বিজেপি।'

প্রবল গরমে জ্বলছে দেশ, জলসঙ্কট-শঙ্কা গবেষণায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত দেশের অধিকাংশ রাজ্য। মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৫ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের বান্দায় এই মরসুমের সর্বোচ্চ ৪৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নথিভুক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মহারাষ্ট্রের আকোলায় তাপমাত্রা ৪৬.৯ ডিগ্রি এবং রাজস্থানের বারমেরে ৪৬.৪ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে। রাজধানী দিল্লির প্রধান আবহাওয়া কেন্দ্রে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকলেও, শহরের কয়েকটি স্টেশনে পারদ ৪৪ ডিগ্রির গণ্ডি ছাড়িয়েছে— যা এই মরসুমের অন্যতম সর্বোচ্চ রেকর্ড। পরিস্থিতি বিচারে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে 'রেড' ও 'অরেঞ্জ' অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বিশেষ স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি হয়েছে কেরল ও কর্নাটকেও। তবে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্বের ১০০টি উষ্ণতম শহরের মধ্যে ৯৮টি ভারতের— কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এই দাবিকে অবশ্য পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা বা 'ভ্রান্তিকর রীতি' বলে মনে করছেন আবহবিজ্ঞানীদের একাংশ। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, অপ্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইটের তথ্য ব্যবহার করে মূলত ভারতীয় সময় দুপুরে 'রিয়েল-টাইম ডেটা'-র ভিত্তিতে ওই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ভৌগোলিক কারণে পশ্চিম আফ্রিকা বা পশ্চিম এশিয়ার শহরগুলির স্থানীয় সময় ভিন্ন হওয়ায় সেগুলি তখন ওই তালিকায় পিছিয়ে ছিল। পাশাপাশি, ভারতের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ঘনত্ব বেশি হওয়া এবং একই অঞ্চলের একাধিক এলাকাকে পৃথক শহর হিসেবে দেখানোর ফলেও তালিকায় এই সংখ্যাটি কৃত্রিম ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আবহবিজ্ঞানীদের মতে, প্রতীপ ঘূর্ণাবর্ত ও 'হিট ডোম'-এর প্রভাবে তপ্ত বাতাস বায়ুস্তরের নীচের দিকে আটকে থাকা এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। তবে বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ুগত নেপথ্য কারণ হিসেবে হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলে তুষারের আচ্ছাদন হ্রাস পাওয়াকেও চিহ্নিত করছেন। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'আইসিআইএমওডি'-র সাম্প্রতিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, হিমালয়ে তুষার আচ্ছাদন দীর্ঘমেয়াদি গড়ের তুলনায় প্রায় ২৭.৮ শতাংশ কমেছে। এর ফলে সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়ার বদলে মাটি ও শিলা সরাসরি তাপ শুষে নিচ্ছে। কিছু গবেষণা মতে, এই পরিবর্তনের সম্ভাব্য জলবায়ুগত প্রভাব হিসেবে বায়ুস্তরের উপরিস্তরের 'জেট স্ট্রিম' উত্তর দিকে বিচ্যুত হওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। এর ফলে সৃষ্ট উচ্চচাপ বলয় নীচ থেকে উঠে আসা গরম বাতাসকে উপরে উঠতে বাধা দিচ্ছে। এই বরফ সঙ্কটের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার নদী অববাহিকার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জল-নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে ওই আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এ দিকে, দিল্লির দ্বারকা নগর-অরণ্য সংক্রান্ত মামলায় গত ২০ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট জমিটি আইনি ভাবে 'বনভূমি' বা 'ডিমড ফরেস্ট' হিসেবে চিহ্নিত ছিল না। এই রায়ের ফলে সেখানে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১২০০ গাছ কাটার পরিকল্পনার পথ প্রশস্ত হওয়ায় 'আর্বান হিট আইল্যান্ড' প্রভাব ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

পদ বিলোপে কি কর্মী সঙ্কোচনের মুখে রেল

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: দেশের সব ক'টি রেলওয়ে জ়োন থেকে দু'শতাংশ পদ বিলোপের সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। গত শুক্রবারের ওই নির্দেশিকার ফলে সব মিলিয়ে ২৯,৬০৮ জনের চাকরি যেতে বসেছে বলে আজ সরব হয়েছে শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে উত্তর রেল। ওই জ়োনের প্রায় ৩,০০০ চাকরি প্রভাবিত হতে চলেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলে যথাক্রমে ২,৫৪৪ ও ১,৯৬৭টি পদের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। কলকাতা মেট্রোর ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ১০২। যদিও রেলের দাবি, যুক্তিসঙ্গত কারণে সময়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া পদগুলিতে কর্মরতদের পুনর্বণ্টন করা হয়ে থাকে।

গত ২৪ এপ্রিল রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে রেলের সমস্ত জ়োন ও উৎপাদন ইউনিটগুলিকে চিঠি দিয়ে নিজেদের জ়োন থেকে দু'শতাংশ পদ বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং (এমপিপি)-এর ডিরেক্টর অমিত সিংহ মেহরা সব জ়োনকে চিঠিতে লিখেছেন, চলতি অর্থবর্ষে রেল দু'শতাংশ পদ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই প্রতিটি জ়োনে যে কর্মিসম্পদ রয়েছে তার মধ্যে দু'শতাংশ কর্মীকে হয় পুনর্বণ্টন, না হলে ছাঁটাই করতে হবে। একবারে বছরের শেষে ওই ছাঁটাই বা পুনর্বণ্টন করার চেয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর তা করার নির্দেশ দিয়েছে রেল বোর্ড। সব মিলিয়ে রেলের যে ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মী রয়েছেন, তার মধ্যে ২৯,৬০৮ জন কর্মী প্রভাবিত হতে চলেছেন।

ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে আজ সরব হয়েছে শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি। সংগঠনের বক্তব্য, মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে দু'কোটি চাকরি। সরকার সেটা তো দেয়ইনি, উপরন্তু দায় কমাতে পাকা চাকরিও কেড়ে নিতে চাইছে। নির্দেশিকায় ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মীর কথা বলা হলেও বাস্তবে কেবল ১১ লক্ষ কর্মী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ এআইটিইউসির। নিত্যদিন যেখানে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে কর্মী সঙ্কোচনের ফলে নিরাপত্তায় গাফিলতি তৈরি হবে বলে সরব হয়েছে তারা। সংগঠনের বক্তব্য, চালকের অভাবে কর্মরত চালকদের বারো ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হচ্ছে, ট্র্যাক নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা থাকেন তাঁদের দিয়ে অন্য কাজ করানো হচ্ছে। সংগঠনের বক্তব্য, কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে পরিষেবা যেমন ব্যাহত হবে, যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। রেলের পাল্টা যুক্তি, কর্মিসম্পদের পুনর্বিন্যাস একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। সময়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া বহু পদ এখনও রয়ে গিয়েছে। সেই সব পদে কর্মরতদের পরিচালন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কাজে স্থানান্তর এবং কর্মিসম্পদের আরও ভাল ভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত জনবলে হ্রাস করা হয়নি বলেও দাবি করেছে রেল।

একত্রবাস নিয়ে

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: বহু বছর ধরে একত্রবাস এবং সন্তানের জন্মের পর সঙ্গীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের মামলা করা হবে কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলার শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন আজ এই প্রশ্ন তুলেছেন।

একত্রবাসের প্রাক্তন সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণীর দাবি, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করা হয়েছে। তবে এই মামলায় শীর্ষ আদালত পরস্পরের সম্মতিতে একত্রবাস এবং ধর্ষণের মধ্যে ফারাককে বোঝাতে চেয়েছে। বিচারপতি নাগরত্ন মতপ্রকাশ করেন যে, বিয়ে না করে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা যখন একত্রবাস করেন— সেই সম্পর্কে কিছু ঝুঁকি থেকে যায়। বিচারপতি নাগরত্নের কথায়, "এটা একত্রবাসের সম্পর্ক। বিয়ে ছাড়াই ওই পুরুষের থেকে সন্তান গ্রহণ করেছেন মহিলা। এখন তিনিই ধর্ষণের অভিযোগ করছেন। এটা কী?" বিচারপতি বলেন, এই ধরনের প্রশ্ন তুললে মনে হবে যেন নির্যাতিতার বিরুদ্ধেই কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু 'সম্মতির সম্পর্কে অপরাধ কোথায়?'

অভিযোগকারিণীর দাবি, তিনি ১৮ বছর বয়সে বিধবা হন। সেই সময়ে অভিযুক্ত তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। ওই ব্যক্তি যে চারটি বিয়ে করেছেন, তা তিনি জানতেন না। বিচারপতি নাগরত্ন তখন ওই মহিলাকে প্রশ্ন করেন, তিনি একত্রবাসে রাজি হয়েছিলেন কেন? তাঁর আইনজীবীর দাবি, অভিযুক্ত এই ধরনের ঘটনা অন্য মহিলাদের সঙ্গেও ঘটিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা

নদীর বুকে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছেন ওঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: এক বুক জলে দাঁড়িয়ে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। কিংবা নদীর ধারে কাদামাটি মেখে সার দিয়ে শুয়ে রয়েছেন জঙ্গলের কোল ঘেঁষে বেঁচে থাকা মানুষগুলো। হাতে প্ল্যাকার্ড, 'এই জঙ্গল আমাদের, এই মাটি আমাদের'। এই দৃশ্য মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরের।

দিল্লির মসনদ ছেড়ে বিজেপি নেতৃত্ব এত দিন পশ্চিমবঙ্গ সফরে ব্যস্ত ছিলেন। কাল বাদে পরশু দ্বিতীয় দফার ভোট। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুরে সরকারি কেন-বেতোয়া প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলি, কোনও মন্ত্রীর দেখা নেই সেখানে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ ঘর হারানোর মুখে, বিশ লক্ষ গাছ কাটা পড়তে চলেছে, জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ভাবে মৃত্যুমুখে পড়বে পশু-পাখিরা। কিন্তু সরকারের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কেন-বেতোয়া সংযোগ প্রকল্প দেশের নদীর জল-ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে এক মাইলফলক। এই প্রকল্পে মধ্যপ্রদেশের কেন নদী ও উত্তরপ্রদেশের বেতোয়া নদীর অববাহিকাকে সংযুক্ত করে খরা অধ্যুষিত বুন্দেলখণ্ড এলাকায় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। সরকারের বক্তব্য, এতে শুধু বুন্দেলখণ্ড এলাকার কৃষি ও পানীয় জলের অভাব মিটবে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হবে। এটি কেন্দ্রের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের একত্রিত উদ্যোগে তৈরি একটি প্রকল্প। প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টা শুনতে ভাল লাগলেও এর জেরে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্থানীয় মানুষ ও প্রকৃতি। নদীপথ বদলে যাওয়ায় গ্রামকে গ্রাম ভেসে যাবে। হাজার হাজার জনজাতি পরিবার ঘরহারা হবে বলে দাবি। বিশ লক্ষ গাছ কাটা পড়বে। পান্না ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। কারণ তার মধ্যে তৈরি হবে বাঁধ।

স্থানীয় গ্রামের মহিলারা নদীর ধারে জড়ো হয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সমাজমাধ্যমে এই দৃশ্য ভাইরাল। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, "আমাদের জঙ্গল, আমাদের মাটি, আমাদের ঘর কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়েই আমরা আন্দোলনে নেমেছি। কোনও সরকারি আধিকারিকের দেখা নেই। আমাদের দাবি মেটানো না হলে আমরা এখান থেকে সরব না। আমাদের উপেক্ষা করা হলে চরম পথ বেছে নেব। দুর্গার মতো, কালীর মতো। ...আমাদের বাচ্চারা ভয়ে ভয়ে বাঁচছে। সরকারের কিছু যায় আসে না আমাদের ঘরের কী হবে।"

কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ছত্তরপুরের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। কিন্তু তাঁদের রুজিরুটির কী হবে, নিজের দেশে যে তাঁরা শরণার্থী হতে বসেছেন, সে নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই কোনও পক্ষের। একই পরিস্থিতি ওড়িশার রায়গড় জেলার। একটি বেসরকারি সংস্থার বক্সাইট খনির জন্য সিজিমালি পাহাড়ে জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার জন্য প্রায় ৫ হেক্টর জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছেন।

আজ নয়, সেই ২০২৩ সাল থেকে। সে বছর রাজ্য সরকার ওই অঞ্চলে বক্সাইট খনি প্রকল্পের ঘোষণা করেছিল। এ বছর খনি চালু হয়ে যাওয়ার কথা। ১৫৪৯ হেক্টর এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই প্রকল্পের ৬১৯ হেক্টরই জঙ্গল এলাকা। 'মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি মুর্দাবাদ, বিজেপি সরকার মুর্দাবাদ' বলে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় জনজাতি মানুষ, পুলিশ-প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে জঙ্গল কাটার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, কিন্তু গত তিন বছর ধরে জবাবে মিলেছে উপেক্ষা, নয়তো পুলিশের লাঠি।

শিশুকে ফেলে গেলেন দম্পতি

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল: তাঁরা অবৈধ ভাবে শিশুকন্যাটিকে 'কিনেছিলেন' একটি বিউটি পার্লার থেকে। কিন্তু একটা সময়ে সেই শিশুকেই তাঁদের 'অপয়া' মনে হয়েছিল। আর ঠিক সেই জন্যই জাতীয় সড়কের ধারে ওই দম্পতি বছর আড়াইয়ের সেই শিশুকন্যাকে ফেলে চলে যান বলে অভিযোগ। মধ্যপ্রদেশের শিয়োপুরের সোইনকালানে ৫৫২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশ থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় শিশু কল্যাণ কমিটির তত্ত্বাবধানে শিশুটি এখন সুস্থ আছে। তবে তার দেহে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। গুনা জেলার এক ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী শিশুটিকে কিনেছিলেন। এই ঘটনার পিছনে বড় কোনও শিশুপাচার চক্র সক্রিয় থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। অভিযুক্ত দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা

ট্রাম্পের কুকথায় নরমপন্থা ছাড়ার ভাবনা নয়াদিল্লির

অগ্নি রায়

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: ভারতের কূটনীতির চিরাচরিত কৌশল— প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিরতি, নৈঃশব্দ এবং ধৈর্য। কিন্তু এই মুহূর্তে এ সব অচল ওয়াশিংটন নীতির প্রশ্নে। কারণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বিরতি, নৈঃশব্দ, ধৈর্যের মতো বিষয়গুলি নেহাতই দুর্বলতা। শুধু তাই নয়, অপমান করার ছাড়পত্রও বটে। সম্প্রতি 'নরককুণ্ড' ভাষ্যের পর নয়াদিল্লির একটি অংশ ঘরোয়া ভাবে এমনটাই মনে করছে। তবে আমেরিকার নীতি প্রণয়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরই শেষ কথা। সেখানকার সিলমোহর ছাড়া এগোনো যে সম্ভব নয়, সে কথাও বিদেশ মন্ত্রক জানে।

কূটনৈতিক শিবিরের বক্তব্য, শুল্ককে শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা, বার বার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর দাবি, ভারতীয় অর্থনীতিকে 'মৃত' বলে দেগে দেওয়া, ভারত-বিরোধী বয়ানের জন্য পরিচিত পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সঙ্গে সখ্য — একের পর এক বিষয় নিয়ে লাগাতার অপমান করে চলেছেন ট্রাম্প। ভারত থেকে 'ল্যাপটপ হাতে গুন্ডারা' গিয়ে নবম মাসে শিশুর জন্ম দিয়ে নাগরিকত্ব আদায় করে নেয়— এমন কথা রি-পোস্ট করেছেন তিনি।

নয়াদিল্লির বক্তব্য, ২০২৮-এর পর অর্থাৎ ট্রাম্প জমানা শেষ হলে আমেরিকার ভারত সম্পর্কে নীতি কী হবে তা অজানা। ভাল এবং মন্দ দুই-ই হতে পারে। এখনও পর্যন্ত সে কথা ভেবেই ট্রাম্পের বুলি হজম করা হচ্ছে। কিন্তু ঘরোয়া রাজনীতিতে বার বার কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এই নিয়ে নিশানা করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। অস্বস্তি বাড়ছে শাসকের।

আপাতত তাই বেশ কিছু বিষয়কে মাথায় রাখছে নয়াদিল্লি। প্রথমত, মোদী এবং ট্রাম্পের রসায়নের বিষয়টি গত এক বছরে একবারও উচ্চারিত হয়নি বিদেশ মন্ত্রকের কূটনৈতিক ভাষ্যে। 'হাউডি মোদী' এবং 'নমস্তে ট্রাম্প' বয়ানকে একেবারেই পরিহার করা হয়েছে। বরং আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। আমেরিকান কংগ্রেসে ভারত সম্পর্কে দ্বিদলীয় সমর্থন হয়তো কমেছে, কিন্তু পুরোপুরি উবে যায়নি। পরবর্তী প্রজন্মের আমেরিকার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সংযোগ, গভর্নর, বিশ্ববিদ্যালয়, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, কর্পোরেট দুনিয়া এবং সে দেশের শক্তিশালী প্রায় ৫৫ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছনোর কথা ভাবা হচ্ছে। আগামী মাসে বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো ভারতে পৌঁছলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি এবং স্পষ্ট কথা বলার প্রস্তুতিও নিচ্ছে নয়াদিল্লি। দ্বিতীয়ত, ট্রাম্পের অপমানের সরাসরি জবাব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এক বছরে প্রায় ১৫ বার ভারতকে অপমান করেছেন ট্রাম্প। এ কথা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে ভারতে রাজনৈতিক পরিসর ওয়াশিংটনের জন্য কমে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, ট্রাম্পের একটি নির্দিষ্ট নকশা রয়েছে। প্রথমে তিনি প্রকাশ্যে কটূক্তি করছেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নাম করে ব্যক্তিগত উদারতা দেখানোর চেষ্টা করছেন। এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্প্রতি 'নরককুণ্ড' ভাষ্যের পর ভারত ট্রাম্প বা আমেরিকার নাম করেনি ঠিকই এবং যথেষ্ট সময় নিয়েছে উত্তর দিতে। কিন্তু যথেষ্ট কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে বলেই দাবি বিদেশ মন্ত্রকের। বলা হয়েছে, এই ধরনের মন্তব্য 'অবশ্যই তথ্যহীন, অন্যায্য এবং কুরুচির পরিচায়ক'। এ ক্ষেত্রে আমেরিকাকে খোঁচানোর রাস্তায় না হেঁটে, ঠান্ডা মাথায় কড়া উত্তর দিয়েছে নয়াদিল্লি।

আপ প্রসঙ্গেও মাকেন কি দুষলেন তৃণমূলকে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলায় প্রচার করছেন আপ নেতা অরবিন্দ কেজরীওয়াল। গত কাল কলকাতায় দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীকে নিশানা করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। আজ নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন গত লোকসভা নির্বাচনে আপ-কে 'ইন্ডিয়া' শিবিরে ধরে রাখার প্রশ্নে নাম না করে দুষলেন তৃণমূলকেই।

সম্প্রতি রাঘব চাড্ডা-সহ আপ-এর ৭ জন সাংসদ যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। সেই প্রসঙ্গে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের মুখে পড়েন কংগ্রেস নেতা। এর আগে একাধিক বার কংগ্রেসকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছে আপ-কে। আজ যে আপ-কে বিজেপির 'বি টিম' হিসাবে দেগে দিচ্ছে কংগ্রেস, তারা তখন কি চোখ বুজে ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মাকেনের বক্তব্য, "আমরা মাত্র দু'বার সমর্থন করেছি আপ-কে। প্রথম বার ২০১৪ সালে দিল্লির ভোটে। কিন্তু সেই সমর্থন ভোট পূর্ববর্তী ছিল না। তাদের সরকারকে আমরা সমর্থন দিই। দ্বিতীয় বার ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ইন্ডিয়া শিবিরে আসে আপ। কিন্তু সে জন্য ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য দলের পক্ষ থেকে আমাদের উপরে চাপ ছিল। ইন্ডিয়া শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার স্বার্থে আমরা তা মেনে নেই। আমাদের দলের কারও কারও সমর্থন ছিল এটাও ঠিক। তবে আপ-কে সঙ্গে রাখা আমাদের ভুল হয়েছে।"

গত দু'বছরে সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী জোটের সমন্বয়ে প্রকাশ্যেই আপ-এর হয়ে ব্যাট করে গিয়েছে তৃণমূল। কংগ্রেস কেজরীওয়ালের দল সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ নয় বলে বিভিন্ন ভোটাভুটি, প্রতিবাদ-ধর্না এবং আলোচনায় আপ-কে জোটের ভিতরে রেখেছে তৃণমূলই। এটাও ঘটনা, কেজরীওয়ালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক ইন্ডিয়া শিবির গঠন হওয়ার বহু আগে থেকেই। আজ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, "মাকেন তাঁর নিজের মতামত জানিয়েছেন। তিনি নিজে দিল্লির নেতা এবং দিল্লির রাজনীতিতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ বাধা। নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষায় মাকেন যা বলার বলছেন। কংগ্রেস দলের অনেকেই চেয়েছিলেন ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে আপ বিরোধী জোটে থাকুক।"

মাকেন বলছেন এবং তৃণমূলও মনে করছে, কংগ্রেসের সঙ্গে আপ-এর সম্পর্ক চিরতরে খারাপ হয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ইন্ডিয়া শিবিরের চেহারা কেমন হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত গত কাল কলকাতায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেজরীওয়াল বলেন, "মনে হচ্ছে রাহুল গান্ধী ও বিজেপি একসঙ্গে মিলে ভোট লড়ছেন। রাহুল গান্ধীকে ভেবে দেখতে হবে তিনি কার বিরুদ্ধে লড়ছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে, না কি আমাদের মতো আঞ্চলিক দলগুলির বিরুদ্ধে? প্রতিটা রাজ্যে এই জিনিস দেখা যাচ্ছে।"

এক নজরে

হাইকমিশনার দীনেশ

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সোমবার দীনেশ ত্রিবেদীকে নিয়োগ করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দীনেশকে বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। দ্রুত তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি ঢাকায় প্রণয় বর্মার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। দীনেশ কবে ঢাকায় গিয়ে দায়িত্বগ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের আমলে নয়াদিল্লি এবং ঢাকার কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্যত তলানিতে ঠেকেছিল। পরবর্তী কালে তারেক রহমান সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসার পরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করতে উদ্যোগী হয়েছে দু'দেশই। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে হাই কমিশনার পদে দীনেশের নিয়োগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কড়া নিরাপত্তা

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ আটটি বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ সম্প্রতি জানিয়েছিল, গোয়েন্দা তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েক জন পরস্পরের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। তারা বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হামলার পরিকল্পনা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, "পুলিশ সদর দফতরের চিঠির পর দেশের ৮টি বিমানবন্দরে নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিমানবন্দরগুলিতে কঠোর নিরাপত্তা থাকে। তা আরও বাড়ানো হয়েছে।"

হরমুজ় নিয়ে তিন দফা প্রস্তাব ইরানের

তেহরান, ২৭ এপ্রিল: যুদ্ধবিরতি নিয়ে আয়োজিত দ্বিতীয় দফার আলোচনায় অনুপস্থিত থাকার পরে এ বার আমেরিকাকে তিন দফার প্রস্তাব পাঠাল ইরান। তাদের দাবি, ওয়াশিংটন যদি তেহরানের এই তিন দফা দাবি মেনে নেয়, তা হলে যুদ্ধ বন্ধ করতে কোনও অসুবিধা নেই তাদের। হরমুজ় প্রণালীও খুলে দেওয়া হবে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য। তবে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি ইরান। তাদের দাবি, যদি সব কিছু স্বাভাবিক থাকে, তা হলেই আগামী দিনে এ নিয়ে আলোচনার কথা ভাববে তারা।

আমেরিকার একটি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, সোমবার ইরানের তরফে জানানো হয়, যদি তেহরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় আমেরিকা, তা হলে তারাও হরমুজ় প্রণালী খুলে দেবে। যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় ইরান রাজি হলেও তাদের দাবি, আগে আমেরিকাকে তাদের তিন দফার প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। ইরানের প্রস্তাবিত তিন দফার মধ্যে প্রথম দফায় বলা হয়েছে, ইরান ও লেবাননের উপরে আর কোনও হামলা চালাবে না আমেরিকা, এ প্রতিশ্রুতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনকে দিতে হবে। এই দফার দাবি মেনে নিলে দ্বিতীয় দফার দিকে এগিয়ে যাবে ইরান। দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা করে দেখা হবে, হরমুজ় প্রণালীর খোলার আগে সেটির পরিচালন কী ভাবে করা যায়। এই দুই দফা সফল হলে ও হরমুজ় প্রণালী দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হলে পরমাণু বিষয়ক বোঝাপড়া শুরু করার কথা ভাববে ইরান। সূত্রের দাবি, আমেরিকার কাছে এই প্রস্তাব পৌঁছেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই নিয়ে কী মত, তা এখনও জানা যায়নি।

এ দিন অবশ্য ওয়াশিংটনকে ফের দোষারোপ করলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েছেন আরাঘচি। পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে একটি সাংবাদিক বৈঠকে আরাঘচি দাবি করেন, এত দিন ধরে যুদ্ধবিরতি-আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার জন্য দায়ী আমেরিকাই। তিনি এ-ও বলেন, ট্রাম্প এখন মধ্যস্থতা করতে চাইছেন কারণ আমেরিকা তাদের কোনও লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি।

এরই মধ্যে, যুদ্ধবিরতি আলোচনা নিয়ে প্রতিবেশী উপসাগরীয় দেশগুলিকে সতর্ক করেছে ইরান। দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমায়েল সাগহাব ইসফাহানি হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, যদি ইরানের তেল খনির উপরে হামলা চালানো হয় কোনও কারণে, তা হলে তেহরানের পাল্টা জবাবও জোরালো হবে। যে দেশগুলি ইরানের উপরে চলা হামলাকে সমর্থন করবে, তাদেরও একই ধরনের পাল্টা হামলার শিকার হতে হবে বলে দাবি ইসফাহানির। বস্তুত, সম্প্রতি ট্রাম্প নিজস্ব সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, 'ইরান অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙে পড়েছে! তারা চায় দ্রুত হরমুজ় প্রণালী খুলতে। ওদেরই টাকা চাই!' ট্রাম্প এ-ও দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতি আর কিছু দিন চলতে থাকলে আগামী দিনে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে ইরানের। নানা মহল মনে করছে, ট্রাম্পের এই পোস্টের পরেই উপসাগরীয় দেশগুলিকে সতর্ক করেছে ইরান।

সংবাদ সংস্থা

দক্ষিণ লেবাননের ইজ়রায়েল-সীমান্তবর্তী এলাকায় চলছে ইজ়রায়েলি হামলা। ছবিতে, আগুনে পোড়া বাড়ি আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। রবিবার দক্ষিণ লেবাননের সীমান্ত বরাবর বড়সড় বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজ়রায়েল। ঘটনায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'টি শিশু এবং দু'জন মহিলাও রয়েছেন বলে খবর। আহতের সংখ্যা ৩৭ পেরিয়েছে। সম্প্রতি হিজ়বুল্লা গোষ্ঠীর হানায় লেবানন ভূখণ্ডে এক ইজ়রায়েলি সেনার মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনারই পাল্টা হিসেবে এই হানা বলে দাবি ইজ়রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। এই পরিস্থিতিতে একটি বিবৃতি জারি করে ইজ়রায়েলের সঙ্গে লেবাননের সব রকম আলোচনার সম্ভাবনাকে খারিজ করেছেন হিজ়বুল্লা নেতা নাইম কাশেম। *রয়টার্স*

খুনি-ধর্ষক, শুনে খেপলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ডিসি, ২৭ এপ্রিল: প্রকাশ্যে এসেছে ওয়াশিংটন হিল্টন হোটেলের হামলাকারীর ১০৫২ শব্দের 'ইস্তাহার'। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করে এক 'শিশুদের যৌন হেনস্থাকারী, ধর্ষক, খুনির অপরাধের' কথা বলা হয়েছে। আজ এক টিভি সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্টকে সে কথা জিজ্ঞাসা করা হলেই রে রে করে তেড়ে ওঠেন ট্রাম্প। বলেন, 'জানতাম, এই কথাটা আপনারা তুলবেনই। খুবই খারাপ ধরনের লোক আপনারা। লেখাটা আমিও পড়েছি। তবে আমি ধর্ষক নই। কাউকে ধর্ষণ করিনি।"

শনিবার রাতে হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকদের বিশেষ নৈশভোজে বন্দুক হাতে ঢুকে পড়েছিল ৩১ বছর বয়সি কোল টমাস অ্যালেন। একাধিক গুলিও ছুড়েছিল, তবে কেউ জখম হননি। হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্তকারীদের তরফে কিছু জানানো না হলেও আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা তাদের রিপোর্টে হামলাকারীর একটি 'ইস্তাহার'-এর কথা উল্লেখ করে। সেখানে ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করলেও ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ স্থানীয়দের যে সবাইকে হত্যা করা হবে, সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আজ সেই রিপোর্টটির কথা উল্লেখ করে ট্রাম্পকে এক টিভি সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, "আপনার কি মনে হয় যে, এই কথাগুলো আপনাকে লক্ষ্য করে লেখা?" উত্তরে ট্রাম্পের দাবি, "এক অসুস্থ মানুষের প্রলাপ এগুলো। আপনারা ওই ছাইভস্মগুলো পড়েছেন কেন! আমি কোনও শিশু যৌন হেনস্থাকারী নই।"

ট্রাম্পের আরও দাবি, "যে সব বিষয়ের সঙ্গে আমাকে জড়ানো হয়েছিল, সেগুলোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। আদালতেও সে কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।" প্রসঙ্গত, মহিলা পাচারকারী ও যৌন হেনস্থাকারী আমেরিকান ধনকুবের জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়ার ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত হলেও এখন পর্যন্ত এপস্টিন সংক্রান্ত কোনও মামলাতেই তাঁদের জড়ানো হয়নি।

হামলার পরেই হোয়াইট হাউসে ফিরে এসে সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প বন্দুকবাজকে 'অসুস্থ' ও 'খ্রিস্টানবিরোধী' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যা-ই বলুন না কেন, বন্দুকবাজের লিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রবল অস্বস্তিতে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর প্রশাসন। কূটনীতিকদের মতে, সেই অস্বস্তি ঢাকতেই আজ প্রশ্ন শুনে 'রুদ্র মূর্তি' ধারণ করেন প্রেসিডেন্ট। হাত-পা নেড়ে সাংবাদিককে পাল্টা বলতে থাকেন, "ওই ইস্তাহার আপনাদের পড়া উচিত হয়নি। আপনার প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আপনারই অসুস্থ মানসিকতা ফুটে উঠছে।" সাংবাদিক ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এই বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত নয়। তিনি শুধু হামলাকারীর ইস্তাহার থেকে পাঠ করছেন। কিন্তু, তা বলেও থামানো যায়নি প্রেসিডেন্টকে। তিনি বলেন, "আপনার এই কথাগুলো বলাই উচিত হয়নি। আপনি সাংবাদিকদের কলঙ্ক।" এর আগে বহু বার বিভিন্ন সাংবাদিকের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছেন ট্রাম্প। আজকের সাক্ষাৎকার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন।

আজ সকালে শনিবারের হামলার তদন্ত কোন পথে এগোচ্ছে, তা জানাতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লশ। তিনি জানান, হামলাকারী অ্যালেনের বিরুদ্ধে দু'দফায় অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রথমত, প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়ত, বেআইনি ভাবে অস্ত্রশস্ত্র রাখা। অ্যালেনকে থামাতে সিক্রেট সার্ভিসের যে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের একজনের বুকে গুলি লাগে। কিন্তু বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে থাকার জন্য তিনি জখম হননি।

হামলা চালানোর ১০ মিনিট আগে পরিবারকে পাঠানো ওই ইস্তাহারে নিজেকে 'বন্ধুবৎসল সরকারি খুনি' বলে উল্লেখ করেছিল অ্যালেন। লিখেছিল, 'প্রশাসনের সব শীর্ষকর্তাই আমার লক্ষ্য... একমাত্র কাশ পটেল বাদে।' কেন এফবিআই কর্তা, ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ পটেলকে সে ছাড় দেওয়ার কথা ভেবেছিল, সেই নিয়েই এখন জল্পনা চলছে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, কাশকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন ট্রাম্প। তবে তার কারণ অ্যালেনের ইস্তাহার নয়, কাশের দীর্ঘদিনের মদ্যপানের অভ্যাস। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে তিনি নাকি মাঝেমধ্যেই নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্তা। *সংবাদ সংস্থা*

গলল না বরফ, ব্রিকস বৈঠকে অধরা যৌথ বিবৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ থামাতে ব্রিকস-এর দিকে চেয়ে রয়েছে বিশ্ব। নিজেকে 'বিশ্বগুরু' প্রমাণের দায় ব্রিকস-এর এ বারের সভাপতি রাষ্ট্র ভারতের। আগামী মাসেই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক বসবে নয়াদিল্লিতে। কিন্তু তার আগে নয়াদিল্লিতেই বসা গত দু'দিনের ব্রিকস-এর কূটনৈতিক বিশেষ প্রতিনিধি ও প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকটি কার্যত ব্যর্থ হল। চেষ্টা সত্ত্বেও যৌথ বিবৃতিতে পৌঁছন গেল না, যুযুধান দুই সদস্য রাষ্ট্র ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মধ্যে বরফ গলল না। সূত্রের খবর, ইজ়রায়েল নিয়েও কিছুটা নরম মনোভাব দেখিয়েছে ভারত। সব মিলিয়ে ব্রিকস-এর মধ্যস্থতার সম্ভাবনা যথেষ্ট ক্ষীণই বলে জানাচ্ছে কূটনৈতিক শিবির।

বৈঠকে উপস্থিত ইরানের বিশেষ প্রতিনিধিরা, আমেরিকা এবং ইজ়রায়েলের বিরুদ্ধে বাকি দেশগুলির সমর্থন চান। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যৌথ বিবৃতিতে এ হেন ভাষ্য রাখতে নারাজ। তবে নয়াদিল্লির দাবি, বৈঠকে গাজ়া নিয়ে আলোচনায় মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের বিষয়ে একমত সদস্যেরা। লেবাননের যুদ্ধবিরতিকেও স্বাগত জানানো হয়। গাজ়া নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারতও। ইজ়রায়েল ও প্যালেস্টাইনের দীর্ঘ সংঘাতের অবসানের জন্য দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা। ব্রিকস-এর একাধিক দেশ শার্ম আল-শেখে শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে বলে জানা গিয়েছে।

যদিও মোদী সরকারকে ইজ়রায়েলপন্থী বলে নিশানা করে আজ সরকার পক্ষের এই ব্যর্থতাকে সামনে নিয়ে আসরে নেমেছে কংগ্রেস। দলের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন, "গত দু'দিন ব্রিকস-এর কূটনৈতিকদের বৈঠক যৌথ বিবৃতি ছাড়াই শেষ হল। ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি উভয় রাষ্ট্রই ব্রিকস-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্য। তারা যে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নেবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে যেটা লজ্জাজনক এবং বেদনাদায়ক তা হল ইজ়রায়েল এবং প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত ভাষাকে লঘু করার চেষ্টা করেছে ভারত এবং সেটাও একটি কারণ যৌথ বিবৃতি না হওয়ার। যা রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ইথিয়োপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি মেনে নেয়নি।" জয়রামের বক্তব্য, বিশ্বে এক মাত্র ভারতই অন্যতম বড় দেশ যে ইজ়রায়েলের প্রতি নরম মনোভাব নিয়ে চলছে। যে ইজ়রায়েল গাজ়ায় গণহত্যা করে চলেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত।

বাড়ছে সাহায্য

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমানবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল কেভিন স্নাইডারের সাম্প্রতিক ভারত সফরের পর নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত সে দেশের দূতাবাস সোমবার জানিয়েছে, আকাশ, স্থল, সমুদ্র, মহাকাশ ও সাইবার স্পেস-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পরিধি বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে। পাশাপাশি, এ কথাও জানানো হয়েছে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নয়াদিল্লির সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারি জোরালো করা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারস্পরিক স্বার্থে উভয় দেশ তাদের প্রতিরক্ষা অংশীদারিকে গভীর করে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত-আমেরিকা সহযোগিতার মধ্যে যৌথ মহড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং উচ্চ-পর্যায়ের বিনিময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা

এক নজরে

ইউকোর ২০০ শাখা

চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ২০০টি নতুন শাখা খোলার পরিকল্পনা করেছে কলকাতা ভিত্তিক ইউকো ব্যাঙ্ক। কর্তৃপক্ষের দাবি, এর মধ্যে ২০টির বেশি খোলা হবে রাজ্যে। বাকিগুলি দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। শাখা খোলা হবে গুজরাতের 'গিফ্ট সিটি'-তেও। গত আর্থিক বছরে (২০২৫-২৬) ইউকো ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা আগের বছরের থেকে ১৪.৯৫% বেড়ে হয়েছে ৫,৯০,৩১৪ কোটি টাকা। নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ২৭৬৮ কোটি। যা আগের বছরের থেকে ১৩.২১% বেশি। এ ছাড়া খুচরো ঋণও বেড়েছে ২৬.৬২%।

উত্থান বাজারে

টানা তিন দিনের পতন কাটিয়ে সোমবার উত্থানের মুখ দেখল দেশের শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ৬৩৯.৪২ পয়েন্ট (০.৮৩%) উঠে ৭৭,৩০৩.৬৩ অঙ্কে দাঁড়াল। লেনদেন চলাকালীন ৭৫৫.৮৩ এগিয়ে সূচকটি ৭৭,৪২০.০৪ ছুঁয়েছিল। এ দিন নিফটি-ও ১৯৪.৭৫ (০.৮১%) ওঠে। বন্ধ হয় ২৪,০৯২.৭০-এ।

ডাক-এর চুক্তি

পার্সেল বা পণ্য পাঠানোর ব্যবসাকে চাঙ্গা করতে, সেগুলি পরিবহণের কাঠামোকে আরও পোক্ত করতে এবং ব্যবসার আরও নতুন সুযোগ খুঁজে বার করতে ডিটিডিসি এক্সপ্রেসের সঙ্গে একটি চুক্তি সই (মউ) করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। ডিটিডিসি এখন থেকে ডাক বিভাগের ১.৬৪ লক্ষেরও বেশি ডাকঘরের বিশাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারাট ১০ গ্রাম)	১,৫১,৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারাট ১০ গ্রাম)	১,৫২,৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারাট ১০ গ্রাম)	[illegible]
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	[illegible]
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	[illegible]

(দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা)

ডলার, পাউন্ড, ইউরোর বিনিময় হার

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	[illegible]	[illegible]
১ পাউন্ড	[illegible]	[illegible]
১ ইউরো	[illegible]	[illegible]

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স:	৭৭,৩০৩.৬৩ (↑৬৩৯.৪২)
বিএসই ১০০:	[illegible]
নিফটি:	২৪,০৯২.৭০ (↑১৯৪.৭৫)

দেশের ওষুধ শিল্পে বৃহত্তম অধিগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: আমেরিকার ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থা অর্গাননকে হাতে নিতে চুক্তি করল ভারতের সান ফার্মাসিউটিক্যালস। এ জন্য ১১৭৫ কোটি ডলার (প্রায় ১.১ লক্ষ কোটি টাকা) দর হেঁকেছে তারা। সংস্থাটি সান ফার্মার হাতে এলে তা হবে ভারতের ওষুধ শিল্পের সবচেয়ে বড় অধিগ্রহণ। সামগ্রিক ভাবে এ দেশের কর্পোরেট অধিগ্রহণের নিরিখে তা থাকবে টাটা স্টিলের ব্রিটিশ এবং ডাচ ইস্পাত সংস্থা কোরাস কেনার পরেই।

আপাতত স্থির হয়েছে, অর্গাননকে কিনে নিতে পুরো নগদে টাকা মেটাবে সান ফার্মা। পরের বছরের শুরুতে অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে গোটা প্রক্রিয়াটি শুরু হওয়ার আগে এতে সায় লাগবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক এবং শেয়ারহোল্ডারদের। সূত্রের দাবি, এই অধিগ্রহণের ফলে শুধু আমেরিকাতেই সান ফার্মার ব্যবসা বাড়বে, তা নয়। পা রাখতে পারবে বিশ্বের ১৪০টি দেশে। পাশাপাশি, তারা মহিলাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হবে এবং সামগ্রিক ভাবে ওষুধ শিল্পে প্রথম সারির ২৫টি সংস্থার মধ্যে জায়গা করে নেবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে কোনও ভারতীয় সংস্থার বিদেশে অধিগ্রহণের তালিকায় প্রথমেই ছিল ২০০৭ সালে টাটা স্টিলের কোরাস অধিগ্রহণ। এ জন্য ১২০০ কোটি ডলার দিয়েছিল তারা। এর পরে রয়েছে ১০৭০ কোটি ডলারে জ়েইন টেলিকমের আফ্রিকার ব্যবসা এয়ারটেলের কিনে নেওয়া।

সংবাদ সংস্থা

বিশ্ব বাজারে তেলের দাম স্বস্তি কাড়ছে ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

পশ্চিম এশিয়ার অনিশ্চয়তা বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের ব্যারেলকে ১০৯ ডলারের কাছে ঠেলে তুলেছে সোমবার। পেট্রোলিয়াম প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যানালিসিস সেল-এর তথ্য বলছে, এপ্রিলে ভারত যে 'বাস্কেট' থেকে তা কিনছে, তার গড় দাম ১১৪.৫ ডলার। ফলে অস্বস্তি বাড়ছে সরকারি মহলে। প্রমাদ গুনছেন ক্রেতা। সূত্রের দাবি, ভোটের বাজারে পেট্রল-ডিজ়েলের দাম বৃদ্ধির জল্পনা সরকার উড়িয়ে দিলেও, সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা কমছে না। যে কারণে গত ১-২ দিনে বহু রাজ্যে আতঙ্কে পেট্রল-ডিজ়েল কেনার ধুম পড়েছে। তাতে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০০টির বেশি পাম্পে তেল শেষ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিছু পাম্পে তেল বিক্রির সীমা বেঁধে দিতে হয়। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মার বার্তা, আতঙ্কের কিছু নেই। ভারতে যথেষ্ট পেট্রল, ডিজ়েল এবং রান্নার গ্যাস মজুত রয়েছে। তবে দাম বৃদ্ধি নিয়ে তিনি মুখ খোলেননি।

যদিও একাংশ মনে করাচ্ছেন, গত প্রায় চার বছর ধরে ভারতে পেট্রল ও ডিজ়েলের দাম স্থির। তেল বাদে প্রায় সমস্ত জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে। মোদী সরকারও তথ্য তুলে ধরে দাবি করেছে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ধাক্কায় পেট্রলে ২৫ টাকা এবং ডিজ়েলে ১০০ টাকা ক্ষতি গুনছে তেল সংস্থাগুলি। এই সবেই দাম বৃদ্ধির জল্পনা বাড়ছে।

কলকাতায় পেট্রল ও ডিজ়েলের দাম এখন যথাক্রমে ১০৫.৪১ এবং ৯২.০২ টাকা। হাজারের কাছাকাছি গৃহস্থের এলপিজি-ও। তবে সূত্রের আশঙ্কা, তেলের পাশাপাশি রান্নার গ্যাসের দামও মে মাসে ফের বাড়তে পারে। গত মাসে গৃহস্থালির সিলিন্ডার ৬০ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে জোর দেওয়া হয় পাইপে রান্নার গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধিতে। এর প্রসারে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত সুবিধা বা ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এ রাজ্যে পাইপের গ্যাসের কাজ এখনও বিশ বাঁও জলে।

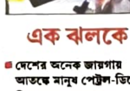

এক ঝলকে

- দেশের অনেক জায়গায় আতঙ্কে মানুষ পেট্রল-ডিজ়েল কিনতে শুরু করেছেন।
- ফলে সেগুলির চাহিদা অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছে।
- অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০০টির বেশি পেট্রল পাম্পে তেল ফুরিয়ে গিয়েছে।
- কেন্দ্রের বার্তা, দেশে চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট তেল রয়েছে। অভাব নেই রান্নার গ্যাসেরও।
- ফলে অযথা আতঙ্কিত হয়ে সেগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে না কেনাই ভাল।
- সমস্যা সামলাচ্ছে তেল সংস্থাগুলি।

নিউ জ়িল্যান্ডের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সই

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: চড়া শুল্ক এবং ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার হাত থেকে দেশের আমদানি-রফতানি ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে নিউ জ়িল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করে ফেলল মোদী সরকার। গত ডিসেম্বরে মাত্র ন'মাসের মধ্যে নজিরবিহীন ভাবে এ নিয়ে আলোচনা শেষ করে চুক্তি চূড়ান্ত করেছিল তারা। সোমবার নয়াদিল্লিতে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল এবং নিউ জ়িল্যান্ডের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী টড ম্যাক্‌লে সেই চুক্তিতেই সই করেন। সে দেশের সংসদ সায় দিলে এ বছরের শেষে তা কার্যকর হওয়ার আশা। সরকারি সূত্রের দাবি, এতে উপকৃত হবে ভারতের বস্ত্র, জুতো-সহ চামড়ার বিভিন্ন পণ্য, গয়নার মতো শ্রমনিবিড় ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা, এ বার বিশ্বের জোগানশৃঙ্খলে আরও বেশি জায়গা করে নিতে পারবে ভারত। কৃষক, তরুণ প্রজন্ম, ছোট শিল্পের সামনে খুলে যাবে সুযোগ।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, আমেরিকার শুল্কে ধাক্কা খাওয়া রফতানির জন্য বিকল্প বাজারের খোঁজ চালাচ্ছিল কেন্দ্র। পরে তাতে যোগ হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ। এই অবস্থায় রফতানিকে কিছুটা সুরাহা দেবে এই চুক্তি। কারণ, এর আওতায় নিউ জ়িল্যান্ডে বিনা শুল্কে পাঠানো যাবে এ দেশে তৈরি সমস্ত পণ্য। একই সুবিধা পাবে সে দেশের শিল্পও। ওই দেশ থেকে ভারতে আগামী ১৫ বছরের জন্য ২০০০ কোটি ডলারের লগ্নি আসাও নিশ্চিত করা হয়েছে চুক্তিতে। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় কর্মী সেখানে কাজের সুযোগ পাবেন। সব মিলিয়ে পাঁচ বছরে দু'দেশের বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়ে ৫০০ কোটি ডলার ছোঁবে। তবে নিউ জ়িল্যান্ডের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য ভারত শুল্ক কমাচ্ছে না। চুক্তির শর্ত নিয়ে এর মধ্যেই সে দেশে আপত্তি জানিয়েছেন বিরোধীরা। ফলে সংসদে তা কবে পাশ হয়, তাই নিয়ে কিছুটা সংশয় আছে।

গয়ালের দাবি, "এই নিয়ে গত তিন বছরে সাতটি বাণিজ্য চুক্তি করলাম। শীঘ্রই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আমেরিকার সঙ্গেও তা সারবে ভারত।"

অ্যামাজ়নের 'কুইক কমার্স'

নিজস্ব সংবাদদাতা

অনলাইন বাজারে কেনা পণ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রেতার দরজায় পৌঁছে দেওয়ার পরিষেবা অর্থাৎ 'কুইক কমার্স সার্ভিস'-এ পা রাখল অ্যামাজ়ন ইন্ডিয়া। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যামাজ়ন নাও'। অ্যামাজ়নের দাবি, এই পরিষেবার মাধ্যমে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাহকেরা বাড়িতে বসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং মুদি দ্রব্যের কেনাকাটা করতে পারবেন। কলকাতা, চেন্নাই, জয়পুর, কানপুর, কোচির মতো সারা দেশের মোট ১০০টি শহরে তা চালু করা হচ্ছে। এর আগে মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে 'পাইলট' প্রকল্প হিসেবে এই পরিষেবা শুরু করা হয়।

পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে 'কুইক কমার্স'-এর সম্ভাবনা বিপুল। তবে আগে এই বাজারে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে প্রতিযোগিতায় নামত সংস্থাগুলি। তাতে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার বহু কর্মী দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় তাঁদের দাবি মেনে এখন নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়ার নিয়ম উঠে গিয়েছে। এই বাজারে এখন পরিষেবা দেয় সুইগির ইনস্টামার্ট, ফ্লিপকার্টের মিনিটস, জ়েপ্টো, ব্লিঙ্কিট, বিগ বাস্কেটের মতো সংস্থা।

অ্যামাজ়নের দাবি, কুইক কমার্সের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রসারের লক্ষ্যে তারা ২৮০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নি করেছে। তাদের পরিষেবা দেওয়ার জায়গাগুলিতে ১০০০টিরও বেশি ডার্ক স্টোর (ই কমার্স সংস্থার পণ্য রাখা এবং বণ্টনের গুদাম) খোলা হবে। সংস্থার কর্তা হর্ষ গয়াল জানান, আপাতত দেশের প্রধান ১০০টি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে বটে। তবে খুব শীঘ্রই আরও অনেক ছোট-বড় শহরে কুইক কমার্স পরিষেবা চালু করে দেবে অ্যামাজ়ন।

সারে ভর্তুকির খরচ বাড়তে পারে ২০%

নিজস্ব প্রতিবেদন

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে দ্বিগুণ বেড়েছে সারের দাম। এ দিকে খরিফ মরসুমের জন্য দেশে তার চাহিদা বাড়ছে। জরুরি ভিত্তিতে কেন্দ্রকে সার আমদানি করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পণ্যটিতে ভর্তুকি বাবদ খরচ প্রায় ২০% বাড়বে বলে অনুমান।

কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বিশ্বে ভারতই সব থেকে বেশি সার আমদানি করে। মূলত পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকেই আসে ইউরিয়া, ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) এবং মিউরিয়েট পটাশ। প্রয়োজনের অর্ধেক ডিএপি এবং ইউরিয়া আমদানি হয় সৌদি আরব ও ওমান থেকে। আবার ভারতে উৎপাদিত ইউরিয়ার প্রধান উপাদান প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্যও ওই অঞ্চলের উপরে নির্ভরশীল দেশ। ইরানে আমেরিকা ও ইজ়রায়েলের হামলার জেরে হরমুজ় প্রণালী বন্ধ হওয়ায় পশ্চিম এশিয়া থেকে জ্বালানির সঙ্গে এই সার আমদানিও ধাক্কা খেয়েছে।

এ দিকে আবার কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সারে ভর্তুকি দেয় কেন্দ্র। তাদের হিসাব, গত অর্থবর্ষে এ বাবদ সরকারের খরচ হয়েছে ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা। এ বছর ২৫ লক্ষ টন সার আমদানির বরাত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। যা সারা বছরের লক্ষ্যের ২৫%। যুদ্ধের কারণে দু'মাসের মধ্যেই এর দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। সার মন্ত্রকের আধিকারিক অপর্ণা শর্মা জানান, সারে ভর্তুকিও একলাফে প্রায় ২০% বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

তবে মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সারের মজুত এখনও ভালই আছে। জুন-জুলাইয়ে ধান, ভুট্টা, তুলো ও তৈলবীজের বপন শুরু হবে। তখন তার চাহিদা দ্রুত বাড়বে। যে কারণে খরিফ মরসুমে ৬৪ লক্ষ টন ইউরিয়া এবং ১৯ লক্ষ টন অন্যান্য সার আমদানির পথে হাঁটবে সরকার। তবে তার দামে কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

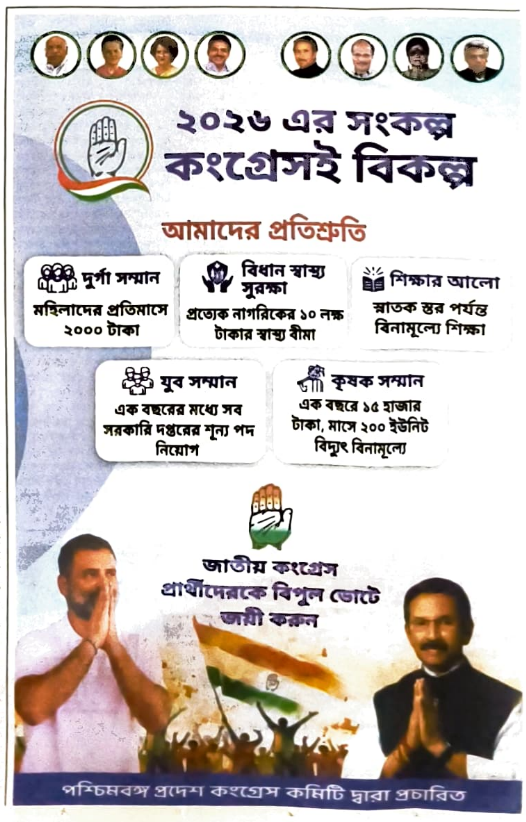

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা

পৃঃ ৮

কলকাতা মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল ২০২৬

২৮.০৪.১৯৯৫

ইডেনে ভারত একাদশ বনাম মাস্টার্স একাদশের খেলায় কারসন ঘাউরি, সুনীল গাওস্কর, মোহিন্দর অমরনাথ ও এস বেঙ্কটরাঘবন।

স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি, তবু বেহালার লড়াইয়ে এ বারও আছেন পার্থ

নজরে কেন্দ্র

রবিশঙ্কর দত্ত ● বেহালা পশ্চিম

কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। মিছিল, মিটিং দেওয়াল— কোথাও না।

গত বিধানসভা নির্বাচনেও এ মাথা-ও মাথা ছুটে বেড়ানো, 'হেভিওয়েট' নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ বার কি সত্যিই কোথাও নেই? অন্য কোথাও না-থাকলেও বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে তিনি আছেন। কারণ, পার্থের অনুপস্থিতিই তাঁকে এই কেন্দ্রের নির্বাচনে পুরোদস্তুর ধরে রেখেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির যে অভিযোগে এক সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার নড়ে গিয়েছিল, এ বারের ভোটে বিরোধীদের প্রচারে তা পুরোমাত্রায় রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই বড় মাপের দুর্নীতির অভিযোগ যাঁকে ঘিরে, তাঁর কেন্দ্রে সেই প্রচারের সূত্রে তিনি তো থাকবেনই।

ত্রিসীমানায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ছায়া দেখা না-গেলেও এখানকার বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ রাস্তায় রাস্তায় '২৬ হাজার চাকরি চুরি'র কথা বলছেন। সে কথা মনে করিয়ে দিতে বেকারদের সহায়তায় বিজেপির ভাতার প্রতিশ্রুতিকে জুড়ে দিচ্ছেন ওই চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর সদিচ্ছা হিসেবে। এখানে সিপিএমের প্রার্থী নীহার ভক্ত স্থানীয় মুখ ও অনেক দিনের পুরপ্রতিনিধি। তিনি আরও নির্দিষ্ট করে পার্থকে টেনে আনছেন নির্দ্বিধায়। করোনা-কালের 'রেড ভলান্টিয়ার' নীহার ঘুরে ঘুরে বলছেন, "আমার খাটের নীচে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাবে না। প্রয়োজনে অসুস্থ মানুষের জন্য রক্তের কার্ড বা অক্সিজেনের সিলিন্ডার পাওয়া যেতে পারে।"

ভোটের হিসাবনিকাশে পার্থ সরাসরি নেই ঠিকই, কিন্তু নিয়োগ সংক্রান্ত সেই অভিযোগ নিশ্চিত ভাবে রয়েছে তৃণমূলের বিপরীতে। আবার পাঁচ বারের বিধায়ক হিসাবে বেহালার জন্য তাঁর কাজ রয়ে গিয়েছে তৃণমূলের জন্য। দলের সঙ্গে দূরত্ব আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না-পেয়ে রাজনীতির এই বসন্তে আপাতত স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি এক সময়ের সেই 'হেভিওয়েট'। এখন সর্বার্থেই ওজনহারা। ভোটে কি আছেন তিনি? অভিযোগ আর অভিমানে ক্লান্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থের উত্তর, "জনমত যাচাইয়ে হয়তো নেই। কিন্তু এই কেন্দ্রের জনমনে আছি। কারণ, পাঁচ বার বিধায়ক থাকাকালীন তাঁদের কথাও আমি তো কখনও ভুলিনি।" তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, "বিদ্যাসাগর হাসপাতাল, ডায়মন্ড হারবার রোডের সম্প্রসারণ, পলিটেকনিক কলেজ বা বেহালা থানাকে কলকাতা পুলিশের অধীনে নিয়ে আসার কথা কি তাঁরা ভুলে যাবেন?"

কিন্তু তাঁরই বিরুদ্ধে যে সাম্প্রতিক অতীতের সব থেকে গুরুতর অভিযোগ? আপাতত স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি পার্থের জবাব, "তার বিচার আইন করবে।" একটু থেমে তিনিই বললেন, "জেল থেকে বাড়ি ফেরার পরে আমি যে দু'-এক দিন বেরিয়েছিলাম, মনে হয়নি, বেহালার মানুষ তা বিশ্বাস করেছেন। এক দিন প্রমাণ হবে।" সেই আলোচনা এগোতে না-চাইলেও রাজনীতির সঙ্গে এই দূরত্বের সময়েও বেহালা পশ্চিমের সব খবর রেখেছেন তিনি। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) কত নাম বাদ গেল, কোন অঞ্চল থেকে বাদ গেল বা কত যোগ হয়েছে, নির্বাচনী কেন্দ্রের সে সব খুঁটিনাটি তাঁর কাছে আছে। সে সব চিরকুট এখন তাঁর ফতুয়ার পকেটে পড়ে রয়েছে ঠিকই, তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভোটের চর্চায় তিনি আছেন।

সাংগঠনিক প্রভাব বেশি হলেও এই কেন্দ্রে গত ১০ বছরে তৃণমূলের কমতে থাকা ভোট অবশ্যই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০১৬ থেকে ২০২১ তো বটেই, বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের তুলনায় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট কমেছে ৭%। তবে একই সঙ্গে বিরোধী ভোটে বিজেপি ও সিপিএমের ভাগাভাগিই (যথাক্রমে ৩৬ ও ১৭%) হয়তো কিছুটা 'নিশ্চিন্ত' থাকার সুযোগ দিয়েছে তৃণমূলকে। পাশাপাশি, এসআইআর নতুন চিন্তাও যোগ করেছে। এখানে ভোট কমেছে ৫১ হাজারের বেশি। এই ধাক্কা কতটা, অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনায় তৃণমূলকে তার অনেক রকম অঙ্ক কষতে হয়েছে। এ সব মেনে নিয়েই ১২ মাস সংগঠনের কাজে যুক্ত, দলের এক নেতার দাবি, "প্লাস আছে, মাইনাসও আছে। তবে মনে রাখতে হবে, তৃণমূলের সংগঠনও এখানে শক্তিশালী। বিপুল সংখ্যক ক্লাবকে সরকারি অনুদান পেতে সাহায্য করে তাদের দলের ভাবনায় যোগ করেছিলেন পার্থদা।"

এই মাঠে ঠিক পাশের কেন্দ্র বেহালা পূর্বের বিদায়ী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। স্বাভাবিক ভাবেই বিদায়ী বিধায়ক তথা দলের পুরনো 'হেভিওয়েট'-এর প্রসঙ্গ প্রচারে এড়িয়েই চলছেন তাঁরা। তৃণমূল সরকারের নানা প্রকল্পের কথা বলছেন, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসার ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। প্রচারে বলছেন, তাঁর বাবা বিধায়ক, মা বিধায়ক ছিলেন, তাই এ বার বিধায়ক হতে প্রার্থী হয়েছেন। সভায় সভায় এই পারিবারিক পরিচিতি জানিয়ে ভোট চাইছেন রত্না। বিধায়ক হিসাবে বিধানসভায় পাঁচ বছরের 'নীরবতা' নিয়ে আলোচনাও কাটিয়ে ফেলেছেন কেন্দ্র বদলের সুযোগে। তবে খুব কঠিন না-হলেও রাজনীতির এই লড়াইয়ে রত্না নেমেছেন পার্থের পরিবর্ত হিসাবে। তাই স্বীকার করুন বা না করুন, নীরবেই পূর্বসূরির 'মাস-মাইনাস' কমাতে হচ্ছে তাঁকে।

■ প্রস্তুতি: ভোটের কাজে ব্যবহারের জন্য এনে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। সোমবার, ময়দানে। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

উন্নয়ন-কথায় জোর তৃণমূলের, বিজেপির বাজি পরিষেবা, হিন্দুত্ব

নজরে কেন্দ্র

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ● বেহালা পূর্ব

নদীর গতিপথ এক সময়ে ভিন্ন ছিল। জনশ্রুতি, বেহুলার ভেলা এই অঞ্চলেই কোথাও থেমেছিল— সেখান থেকেই জায়গার পরিচিতি, 'বেহুলার ঘাট' নামের উৎপত্তি। অন্য মতে, দক্ষিণেশ্বর থেকে 'বহুলা' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কালীক্ষেত্র; বহুলা দেবী চণ্ডীর আর এক রূপ। সেই সূত্রেই 'বেহালা' নামের নেপথ্যে হয় 'বেহুলার ঘাট', নয় 'বহুলা' বা দেবী চণ্ডীর ছায়া।

ভোট-মরসুমে সেই বেহালারই পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে চণ্ডীতলার একটি গ্রিল কারখানার কর্মী গণেশ ঘোষ বললেন, "অনেক ছোট ছোট কারখানা ছিল। বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার', 'যুবসাথী'— এ সব প্রকল্পে কিছু সুবিধা হয়েছে।"

কলকাতা পুরসভার ১১৫ থেকে ১১৭, ১২০ থেকে ১২৪ এবং ১৪২ থেকে ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বেহালা পূর্ব কেন্দ্র। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, পেশায় আইনজীবী শুভাশীষ চক্রবর্তী প্রচারে জোর দিচ্ছেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তুলনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের উপরে। বিজেপি প্রার্থী, ব্যবসায়ী শংকর শিকদার পুর পরিষেবা ও 'সিন্ডিকেট রাজ'-এর অভিযোগ তুলছেন; পাশাপাশি, হিন্দুত্বের সুরও জোরদার করছেন। সিপিএম প্রার্থী, 'গরিবের ডাক্তার' নামে পরিচিত নিলয় মজুমদার তুলে ধরছেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রাস্তাঘাটের দুরবস্থার প্রশ্ন। কংগ্রেস প্রার্থী, আইনজীবী অভিজিৎ রাহাও প্রচারে সক্রিয়।

এই কেন্দ্রে মধ্যবিত্ত, বস্তিবাসী ও মতুয়া সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। বিজেপির হিসাবে, মতুয়া ভোটার প্রায় ৩০ হাজার। গত দেড় দশকে এখানে গড়ে উঠেছে বহু ঝাঁ-চকচকে আবাসন ও বহুতল; বেড়েছে হিন্দিভাষী ভোটারের সংখ্যাও। নির্মাণ ব্যবসার 'শ্রীবৃদ্ধি'র সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের ওয়ার্ড-স্তরের কিছু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এলাকা দখল, 'টিকিট-প্রত্যাশী' এক পুরপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুলছেন বিরোধীরা। কয়েক বছর আগে এলাকায় গুলি চলার ঘটনাও স্মরণ করানো হচ্ছে। হার্ড মেটাল মোড় থেকে কুমার গার্ডেন— নানা এলাকার নামেই অতীতের শিল্পাঞ্চলের স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। অনেকের দাবি, চণ্ডীতলা ও সোদপুরের বিভিন্ন জায়গায় কারখানা উঠে গিয়ে এখন ফ্ল্যাট হয়েছে। যদিও হার্ড মেটাল মোড়ের চা-বিক্রেতা গণেশ চক্রবর্তীর দাবি, "সিপিএম আমলেই বেশির ভাগ কারখানা বন্ধ হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সহচর শুভাশীষ চক্রবর্তীর বক্তব্য, "নির্মাণ-ব্যবসা নিয়ম মেনে, মানুষের অসুবিধা না করে হলে আপত্তি নেই। কিন্তু সিন্ডিকেটের নামে দৌরাত্ম্য হলে, কখনও বরদাস্ত করব না।" এলাকায় তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক সংযোগের কথা তুলে ধরে তিনি সিপিএম আমলের 'সন্ত্রাস মোকাবিলা' ও মানুষের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের প্রসঙ্গও টানছেন। মতুয়া মহাসম্মেলন থেকে সৎসঙ্গ— সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি। তাঁর বক্তব্য, "কোনও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। শুধু বলছি, মানুষ বিপদে পড়লে পাশে থাকি, থাকব।"

তৃণমূলের প্রচারের মূল ভরসা রাজ্যের উন্নয়ন। শুভাশীষের দাবি, "কেন্দ্রে স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক, বিভাজনকারী সরকার রয়েছে, যারা বছরে দু'কোটি চাকরি বা কালো টাকা ফেরত এনে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ করেনি। অন্য দিকে, এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা পরিষেবা দিতে ৯৪টি প্রকল্প চালু হয়েছে— জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে।" পাশাপাশি, রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন নিজের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরছেন তিনি।

শুভাশীষের জনসভার পাশ দিয়ে বাজারে যাওয়া এক মহিলার বক্তব্য, "বেহালা মোটের উপর ঠিকই আছে। রাস্তাঘাট, জল জমার সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। আইন-শৃঙ্খলাও ভাল।" তবে ১৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক তরুণীর অভিযোগ, "লক্ষ্মীর ভান্ডারে আবেদন করেছি, এখনও পাইনি। কর্মসংস্থানের হালও ফেরাতে হবে।" বিদায়ী বিধায়ককে এলাকায় 'দেখা না-পাওয়ার' অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। রত্না চট্টোপাধ্যায়কে এ বার পাশের বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে তৃণমূল।

অন্য দিকে, আরএসএস-ঘনিষ্ঠ বিজেপি প্রার্থী শংকর শিকদারের দাবি, "১১টি ওয়ার্ডের যেখানেই যাচ্ছি, মানুষ পুর পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ। তৃণমূলের পুরপ্রতিনিধিরা সিন্ডিকেট ও তোলাবাজিতে ব্যস্ত। শখেরবাজার-সহ নানা জায়গায় পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ-সিন্ডিকেট চলছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বেহাল। বেহালা পশ্চিমের বিদ্যাসাগর হাসপাতালই এলাকার একমাত্র বড় সরকারি হাসপাতাল— সেখানে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।" এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পরিবর্তন করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "আগের প্রার্থী আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ।" বিজেপির প্রচারে 'বেহালায় হিন্দুত্বের বিপদ' স্লোগানও উঠে আসছে। ১২৪, ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের মতুয়া পরিবারগুলির মধ্যেও জোর প্রচার চালাচ্ছে তারা।

ভোট-অঙ্কও রয়েছে আলোচনায়। এসআইআর পর্বের আগে বেহালা পূর্বে মোট ভোটার ছিলেন ৩১১৬৮৫ জন। নাম বাদ ও সংযুক্তির পরে মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৯৭৫২। অর্থাৎ, ভোটার কমেছে ৫১৯৩৩ জন। ২০১১ সাল থেকে প্রায় সব নির্বাচনেই তৃণমূল এখানে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট ধরে রেখেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৩ শতাংশ এবং ২০১৯ লোকসভায় ৩৮ শতাংশ ভোট। সিপিএমের ভোট শতাংশ ২০১১ ও ২০২৪ লোকসভা এবং ২০২১ বিধানসভায় ১৩ থেকে ১৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।

বেহালায় 'পুরনো ভোট' ঘরে ফিরবে বলে আশাবাদী সিপিএম প্রার্থী নিলয়। সিপিএম প্রচার-ভাষ্যে 'চোর, দাঙ্গাবাজমুক্ত বেহালা গড়ার ডাক' দিয়েছে। আবার এরই মধ্যে প্রার্থী মহিলা ভোটারদের কাছে গিয়ে বলছেন, "আমরা জিতলেও লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী সবই থাকবে। সঙ্গে, প্রতিটি পাড়ায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করব।" সিপিএমের এ বার দৃশ্যত বাড়তি পাওনা, 'কর্মী-উদ্দীপনা'। যার প্রকাশ দেখা গিয়েছে বেহালার দুই কেন্দ্রকে নিয়ে বেহালা চৌরাস্তা থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত 'মহামিছিল'-এও।

বিরোধী ও নাগরিকদের একাংশ বার বার প্রশ্ন তুলছেন মতিলাল গুপ্ত রোডের সংস্কার-কাজ শেষ করে হবে, তা নিয়ে। যদিও টোটোচালক চঞ্চল ঘোষের বক্তব্য, "রাস্তা সম্প্রসারণ হচ্ছে। একটু দুর্ভোগ সইতে হবে।"

সয়ে নেওয়া আর না-নেওয়ার টানাপড়েন নিয়েই ডায়মন্ড হারবার রোডের পূর্ব প্রান্তের এই কেন্দ্রের ভোটারেরা ভোটের দিকে এগোচ্ছেন। কথিত আছে, এই পথ দিয়েই একদা কোম্পানি বাহাদুরের সেনারা ডায়মন্ড হারবার দুর্গে যেতেন। এখন দেখার, এই পথে কোন প্রার্থী পৌঁছন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের এক দুর্গ, বিধানসভায়।

অন্য ভোট যাদবপুরে, রমরমা বামেদেরই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিধানসভা ভোটের আবহে উলটপুরাণ। এ-ও ভোট বটে, তবে রাজ্য রাজনীতির প্রধান দু'টি দলের ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতি কার্যত নামমাত্র। ভোটফল প্রকাশের পরেও আবিরে লালে লাল চারপাশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি বা অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির (আইসিসি) জন্য ভোটের ফলপ্রকাশ হল সোমবার।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রেরা অনেকেই মনে করছেন, এ ভোট একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের উপরে জবাব। যাদবপুরকে মোদী বিশৃঙ্খলার আখড়া বললেও শান্তিপূর্ণ ভোট অন্য কথা বলল। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বছরের পর বছর রাজ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ভোট বন্ধ রাখার পটভূমিতে যাদবপুরের শান্তিপূর্ণ ভোট বলল, কোনও যুক্তিতেই ইউনিয়ন ভোট বন্ধ রাখা যায় না। আইসিসি-র প্রতিনিধি এমনিতে বিভিন্ন নির্বাচিত ইউনিয়নই বাছাই করত। ইউনিয়ন না-থাকায় প্রতিনিধি বাছাই কার্যত সার্বিক ছাত্রসংসদের ভোটের চেহারা নেয়।

ফল প্রত্যাশিতই। আর্টসে স্নাতক, স্নাতকোত্তর দু'টিতে এসএফআই জেতে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিএসএফ। বিজ্ঞানে উই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তবে এসএফআই বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও দ্বিতীয়। একমাত্র বিজ্ঞানে জয়ীরা বেগুনি আবির খেলেছেন। আর্টসের স্নাতকে অন্য একটি বামজোট দ্বিতীয় হলেও স্নাতকোত্তরে অনেক ব্যবধানে দ্বিতীয় টিএমসিপি।

নামমাত্র ভোট পেয়েছে বিজেপি শিবিরভুক্ত এবিভিপি বা ন্যাশনালিস্টস স্টুডেন্ট ফ্রন্ট। ছাত্রদের মতে, এ ভোট বিজেপি-আরএসএসকেও প্রত্যাঘাত। ভোটের পরে মোদীর কুমন্তব্য নিয়ে প্রতিবাদে মিছিলে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রতিপক্ষেরাও একযোগে শামিল। তাতে বিরাট ফেস্টুন, 'আমি যাদবপুরে পড়ি, তবে জঙ্গি নই।' চর্চা চলছে, ভোটের পরে প্রতিপক্ষদের এক সঙ্গে মিছিলও যাদবপুরকে দেখে শিখতে পারেন নেতারা।

শয্যাশায়ীদের ভোট দেওয়ার আর্জি বিফলে, নিশানায় নির্বাচন কমিশন

নীলোৎপল বিশ্বাস

অসুস্থতার জন্য কেউ শয্যাশায়ী। কেউ দুর্ঘটনার কারণে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন। অনেকেরই শরীর ৮৫ বছরের বৃদ্ধের চেয়েও বেশি অশক্ত। বাটি বা সত্তরেই বুথে গিয়ে ভোট দিতে শারীরিক ভাবে অক্ষম। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) পর্বে কোনও মতে ভোটার তালিকায় নাম তোলাতে পারলেও তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি? এ নিয়ে চর্চা বেড়েছে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের আগে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে এমন ভোটার ও তাঁর পরিবারের লোকজন বলছেন, "ভোট প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার বদলে কমিশন বাদ দিতেই ব্যস্ত।"

৮৫ বছরের বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গেই দৃষ্টি-প্রতিবন্ধকতা, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা এবং শারীরিক বা চলাফেরা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল কমিশন। 'ফর্ম-১২ডি' পূরণ করে এই পদ্ধতিতে ভোটদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করতে হবে ভোটারকেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রেই ঘোষণা মতো কাজ হয়নি। বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের বড় অংশেরই অভিযোগ, ঘোষণা করেই দায় সেরেছে কমিশন। ৭০ বছরের কারও শারীরিক অবস্থা ৮৫ বছরের ব্যক্তির থেকেও খারাপ হতে পারে এবং তাঁর ক্ষেত্রে বাড়ি গিয়ে ভোটদানের সুযোগ করে দিলে ভাল হয়— এ নিয়ে বলতে গেলেও তা শোনা হয়নি। নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলও দেবাশিস বসুর দাবি, "কমিশনের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ৭০ বছরের কারও শারীরিক অবস্থা বুঝে গিয়ে ভোটদানের উপযুক্ত না-ও হতে পারে। হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়া বা অসুস্থ কারও ক্ষেত্রেই বা কী করা হবে? কমিশন এর কোনও উত্তর দেয়নি।" মানিকতলা কেন্দ্রের আর এক বিএলও-র মন্তব্য, "ন্যায্য অনেকের ক্ষেত্রেই কমিশন বাড়ি গিয়ে ভোট নিচ্ছে না। সেই ক্ষোভও পড়ছে আমাদের উপরেই।"

হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনার কারণে ভোট দিতে না-পারার কথা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন উত্তর কলকাতার একটি কলেজের শিক্ষিকা বর্ণালী পাইন। তিনি জানান, সিঁড়ি থেকে পড়ে মালাইচাকিতে গুরুতর চোট পেয়েছেন। ভিআইপি রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। গত ১২ এপ্রিল রাতের এই ঘটনার পরে তিনি এখন ঘরবন্দি। তাঁর ভোট যাতে বাড়ি গিয়ে নেওয়া হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু কিছু করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বিএলও। এর পরে পরিস্থিতি জানিয়ে বাড়ি থেকে ভোট দিতে চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে ইমেল করেছিলেন তিনি। বাড়তি কয়েকটি তথ্য চেয়ে ইমেল আসা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। তাই এ বার আর ভোট দেওয়া হবে না, ধরেই নিয়েছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, এটাই 'বাস্তব বড়। হতবাক হই না!' বর্ণালী বললেন, "বিএলও-র আর দোষ কী? কমিশন যে ভাবে বেঁধে দিয়েছে, সেই ভাবেই সব হচ্ছে।"

যাদবপুরের বিএলও প্রিয়ম প্রামাণিক ঘোষ আবার জানালেন, ১২ জন প্রবীণ নাগরিক এবং এক জন বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে ভোট করিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কম ঝক্কি হয়নি। তাঁর কথায়, "কমিশন বহু ঘুরিয়েছে। বয়স্ক, অসুস্থ মানুষদের তৈরি রেখে, পরে না করে দিতে হয়েছে।" তালিকায় ৮৫ বছরের বেশি বয়সি যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের ছাড়া কমিশন কারও কথাই যেন ভাবতে রাজি নয়— মনে করছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন অবশ্য দায় চাপিয়েছে সেই বিএলও-দের উপরেই। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, প্রশিক্ষণ শিবিরে এই ধরনের ভোটের ব্যাপারে বাড়তি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে বার বার। সব বিএলও সব স্তরে ঠিকঠাক কাজ করেননি। তা ছাড়া, বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার কাজ মূল ভোটের দিনের আগেই হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আর কিছু করা সম্ভব নয়। এ নিয়ে ভবানীপুরের ভোটার সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া নিয়েই যত আলোচনা চলছে। আসলে বড় অংশের মানুষকেই ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না। মূল টার্গেট সেই প্রবীণেরাই।"

■ ভোগান্তি: নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে শহরে যানজট। সোমবার, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে। ছবি: রণজিৎ নন্দী

ভোটে অশান্তি ঠেকাতে গলিপথে বাইক-টহল কেন্দ্রীয় বাহিনীরও

শিবাজী দে সরকার

সাধারণ পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি এ বার শহরের অলিগলিতে মোটরবাইক নিয়ে টহল দিতে শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। রবিবার রাত থেকেই কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানা এলাকার গলিপথে ওই টহলদারি শুরু করেছেন জওয়ানেরা। সূত্রের খবর, প্রতি থানা এলাকায় হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী, অর্থাৎ চার জন জওয়ান দু'টি বাইকে ওই নজরদারি চালাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে পৃথক মোটরবাইকে থাকছেন কলকাতা পুলিশের এক জন বা দু'জন কর্মী। ভোটের আগে রবিবারের মতো সোমবার রাতেও ওই বাইক-বাহিনী টহল দেবে এলাকায়। ভোটের আগের দিন, অর্থাৎ আজ, মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে সংশ্লিষ্ট জওয়ানেরা প্রতি থানা এলাকায় ঘুরবেন বুধবার ভোট-পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এই সময়ে তাঁদের সঙ্গে থাকবেন কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের এক জন করে অফিসার। ফলে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো আজ, মঙ্গলবার থেকেই দ্বিতীয় দফার ভোটের শেষ পর্যন্ত সারা শহর জুড়ে বাইকে টহল দেবে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সূত্রের খবর, শহরের একাধিক অলিগলিতে বড় গাড়ি ঢোকার উপায় নেই। সেই সব এলাকায় কোনও গোলমাল হলে দ্রুত যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছতে পারে, মূলত সে কথা ভেবেই ওই মোটরবাইক কিউআরটি নামানো হয়েছে। এ ছাড়া, প্রতি বারই শহরের বস্তি এলাকা থেকে ভোট দানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ বার তেমন পরিস্থিতি যাতে না হয়, তা-ও নজরে রাখবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই বিশেষ দল।

এ বারের ভোট নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ভয়হীন ভোট ও ভোটারদের ভয় দেখানো বন্ধ করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা করার জন্য পুলিশকেও নির্দেশও দিয়েছে কমিশন। রবিবার কলকাতা পুলিশের তরফে ভোটের দিন পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে এক বৈঠক হয়। সেখানে কমিশনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানার অফিসারেরা ছিলেন। ওই বৈঠকে কমিশনের তরফে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লালবাজার জানিয়েছে, ভোট-পর্ব সুষ্ঠু ভাবে মেটাতে সামগ্রিক কলকাতা পুলিশ এলাকাকে ৩৫১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরের আওতায় থাকছে চার থেকে ছ'টি করে ভোট কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা পুলিশের এক জন করে অফিসার এবং দু'জন কর্মী। পাশাপাশি, প্রতিটি কুইক রেসপন্স টিমে (কিউআরটি) থাকছেন হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকবে জেলা নির্বাচনী দফতরের। ফলে, ওই দফতরে কোনও রকম গোলমালের খবর পৌঁছলে তারা সরাসরি তা জানিয়ে দিতে পারবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিউআরটি-কে।

এ বার জলপথেও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের রিভার ট্র্যাফিক পুলিশের আওতাধীন ১৪টি ঘাটকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এক জন করে অফিসারের হাতে। তাঁদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি থাকবেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দু'জন করে সদস্য।

এ দিকে, নির্বাচন প্রক্রিয়া না মেটা পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ এলাকার কোনও থানার ওসি এবং অতিরিক্ত ওসি কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের থানা এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না বলে নির্দেশ জারি করেছেন কলকাতার নগরপাল। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অগ্রিম ছাড়পত্র নিতে হবে এর জন্য। এর আগেই অফিসারদের থানায় থাকার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

এক নজরে

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ধৃত কারবারি

» ভোটের ঠিক দু'দিন আগে অস্ত্র উদ্ধার চলল খাস কলকাতা থেকে। সোমবার দুপুরে চিৎপুর থানা এলাকার বিটি রোডে বিহারের বাসিন্দা এক ব্যক্তির কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। যার মধ্যে একটি সেভেন এমএম পিস্তল রয়েছে। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১১৪ রাউন্ড কার্তুজও। এর মধ্যে ১০০ রাউন্ড কার্তুজ সেভেন এমএম পিস্তলের। বাকি ১৪ রাউন্ড এইট এমএম পিস্তলের। চারটি খালি ম্যাগাজিনও উদ্ধার করেছেন গোয়েন্দারা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই অস্ত্র কারবারিকে। ধৃতের নাম শামিম আলম। আজ, মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হবে। এই নিয়ে ভোট ঘোষণার পরে গত এক মাসে শহর থেকে তিন অস্ত্র কারবারিকে গ্রেফতার করে অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন তাদের কাছে খবর আসে, বিহার থেকে শহরে অস্ত্র পাচার করা হচ্ছে। সেই মতো বিটি রোডের কাছে ওত পেতে ছিলেন গোয়েন্দারা। এক তদন্তকারী জানান, সড়কপথে ওই বেআইনি অস্ত্র আনা হয়েছিল ধর্মতলায়। সেখান থেকে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দুষ্কৃতীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

মৃত্যু চালকের

» দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি পণ্যবাহী গাড়িতে পরপর ধাক্কা মারল একটি ডাম্পার। সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে এ জে সি বসু রোডে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একটি পণ্যবাহী গাড়ির চালকের। তাঁর নাম শম্ভুনাথ সরকার (৫৫)। আহত হয়েছেন আরও একটি পণ্যবাহী গাড়ির চালক। তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। চারটি গাড়িই আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্ধার টাকা

» ভোটের আগে শহরের দু'জায়গা থেকে নগদ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশনের স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিম (এসএসটি) নাকা তল্লাশির সময়ে একটি মোটরবাইক আটক করে প্রায় চার লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। এর আগে গত রবিবার পর্ণশ্রী থানা এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছিল এক লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। দু'টি ঘটনাতেই আয়কর দফতরকে খবর দেওয়া হয়েছে।

এক পথে ২ মিছিল

» নির্বাচনী প্রচারের শেষ লগ্নে রবিবার উত্তর দমদমের কলাবাগান এলাকায় বিজেপি এবং বামেদের মিছিল একই পথে এসে পড়ে। তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়। দু'পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা, হাতাহাতির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরোয়ানা, ধৃত চার

» আদালতের নির্দেশে পৃথক চারটি ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করা হল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম রাজেশ মণ্ডল, স্বপন রায়, রহমান মণ্ডল ও রফিকুল ইসলাম। তাদের নামে নানা ধরনের মামলা আছে। অভিযুক্তেরা আদালতে হাজিরা দিচ্ছিল না। সম্প্রতি বারাসত আদালতের বিচারক তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

আজ

বিবিধ

ইমামি আর্ট: ১১-৭টা। সুমন দে-র কাজ। 'নাথিং টোয়াইস'। মহিলা শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। ৯ মে পর্যন্ত। **দেবভাষা:** ২-৮টা (ছুটির দিন বাদে)। 'নাইনথ সিম্ফনি'। বিভিন্ন শিল্পীর কাজ। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। **চিত্রলেখা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট:** ২-৮টা (ছুটির দিন বাদে)। সর্বাণী করের কাজ। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। **অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস:** নিউ সাউথ গ্যালারি। ১২-৮টা। কুণাল বণিকের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। ২ মে পর্যন্ত। সেন্ট্রাল গ্যালারি। ২-৮টা। 'দা সামার প্যালেট'। বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য। ২ মে পর্যন্ত। **রামকৃষ্ণ মিশন (গোলপার্ক):** শিবানন্দ হল। ৬টা। 'ভগিনী নিবেদিতার পত্রাবলী' প্রসঙ্গে তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত।

অনুষ্ঠানের খবর জানান
aaj@abp.in

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

এক নজরে

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রার্থীর

ভোটের আগে পুলিশ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করছে, এই অভিযোগ তুলে রবিবার গভীর রাতে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে নারায়ণপুর থানার সামনে জড়ো হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজারহাট-নিউ টাউনের তৃণমূল প্রার্থী তাপস চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, তৃণমূলের দুই কর্মীকে পুলিশ আটক করেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাপস অভিযোগ করেন, পুলিশ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করছে। কেউ অভিযোগ জানালেই অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তাপসের দাবি, অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে পুলিশ পদক্ষেপ করুক। নারায়ণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সামনে উত্তেজিত হয়ে ক্ষোভ জানান তিনি। সোমবার ভোরে দুই কর্মীকে নিয়েই থানা থেকে বেরিয়ে যান তাপস।

পড়ে মৃত্যু

দূরপাল্লার ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল কোচবিহারের বাসিন্দা এক যুবকের। সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়্গপুর শাখার আন্দুল এবং মৌরিগ্রাম স্টেশনের মাঝে। ট্রেনটি একটি সেতু পার হওয়ার সময়ে সুরজিৎ সরকার (২৬) নামে মেখলিগঞ্জের ওই যুবক নীচের চাতালে পড়ে যান বলে রেল পুলিশ জানিয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী ভাবে ওই যুবক পড়ে গেলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জখম দুই

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইক নিয়ে রাস্তায় পিছলে পড়ে জখম হলেন চালক। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চারু মার্কেট থানার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত চালকের নাম শাহবাজ আলম। তাঁর বাড়ি হাওড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, হেলমেট পরে থাকায় শাহবাজের বড় বিপদ হয়নি। তাঁকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য দিকে, রবিবার গভীর রাতে সার্ভে পার্ক থানা এলাকার ইএম বাইপাসে সিংহবাড়ি মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক উল্টে যাওয়ায় জখম হন আরোহী। দেবপ্রভ মণ্ডল নামে ওই বাইক-আরোহীকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম

গাড়ির ধাক্কায় জখম হলেন এক মহিলা। তাঁর নাম সুমিতা দে। বাড়ি আলিপুরে। গুরুতর জখম অবস্থায় সুমিতাকে ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকার পূর্বালোক রোডে, সিংহবাড়ি মোড়ের কাছে। ঘটনার পরেই গাড়ি নিয়ে পালান অভিযুক্ত চালক। পুলিশ গাড়িটির খোঁজ শুরু করেছে।

টাকা 'বিলি'

বিজেপির প্রতীক লাগানো গাড়িতে করে টাকা বিলির অভিযোগ উঠল। সোমবার সন্ধ্যায় বালি বিধানসভা এলাকার ঘটনা। লিলুয়া ডন বস্কো এলাকায় টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে ওই গাড়িটিকে আটকান তৃণমূল কর্মীরা। তখন কয়েকজন যুবক গাড়ি থেকে নেমে পালাতে চেষ্টা করলে তাঁদের ধরে ফেলেন তৃণমূল কর্মীরা। সে সময়ে গাড়িটি নিয়ে চালক এলাকা ছেড়ে পালালেও পরে সেটিকে ঘুসুড়ি এলাকায় ফের আটকানো হয়। খবর পেয়ে বেলুড় থানার পুলিশ এসে গাড়িটি আটক করে। কেন্দ্রীয় বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে রাখে। তবে পরে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে গাড়িতে রাখা ব্যাগগুলি খোলা হলে দেখা যায়, তাতে কিছু কাগজপত্র, পোশাক ও জুতো রয়েছে। এর পরে গাড়িটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভিন্ রাজ্যের বাসিন্দা ওই যুবকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

নির্ভয়ে ভোট-বার্তা

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য প্রচারের শেষ দিন ছিল সোমবার। সন্ধ্যায় প্রচার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উলুবেড়িয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশাল কনভয় শহর পরিক্রমা করে। কনভয় থেকেই মানুষকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার কথা বলা হয়। উলুবেড়িয়া মহকুমা প্রশাসন সূত্রের খবর, বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল চলে।

ভাঙড় বিস্ফোরণে ধৃত নেতার এনআইএ হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাঙড়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ওহিদুল ইসলামকে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল বিচার ভবনের বিশেষ আদালত। প্রায় এক মাস ফেরার থাকার পরে রবিবার ওই নেতা ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজার থানা এলাকার দক্ষিণ বামুনিয়ার তেঁতুলতলায় নিজের বাড়িতে ফিরেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রথমে পুলিশ এবং পরে এনআইএ সেখান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে।

ধৃতকে সোমবার বিচার ভবনের এনআইএ বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক ওই নির্দেশ দেন। এর আগে এই বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ এক অ্যাম্বুল্যান্স চালক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল। এনআইএ-র কৌঁসুলি শ্যামল ঘোষ জানান, ওই ঘটনায় বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

গত ১৮ মার্চ ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় খালপাড়ে একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। ওই ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়। দু'জন গুরুতর জখম হন। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, বোমা বাঁধার সময়েই ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত করলেও পরে এনআইএ-র হাতে তার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়।

এনআইএ তদন্তভার নিয়ে আগে গ্রেফতার হওয়া দু'জনকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। প্রাথমিক ভাবে এনআইএ-র দাবি, ভোটে ব্যবহার করার জন্যই দক্ষিণ বামুনিয়ার ওই বাড়িতে বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। যা থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ওহিদুল ইসলাম। যাঁর নির্দেশে ঘটনার পরেই বিস্ফোরণে মৃত এক জনের দেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। যে দিন বিস্ফোরণ হয়, সে দিন ঘটনাস্থলের কাছেই ওহিদুল উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি এনআইএ-র। এক তদন্তকারী জানান, ওই ঘটনার পিছনে আরও কয়েক জন জড়িত আছে। ওহিদুলকে জেরা করে তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সমাজমাধ্যমে বিতর্কিত পোস্ট দিয়ে নিলম্বিত পুলিশকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা

উর্দি পরে সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখার অভিযোগে এক পুলিশকর্মীকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করল লালবাজার। সমাজমাধ্যমে ওই পুলিশকর্মীর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই এই সিদ্ধান্ত নেন লালবাজারের পুলিশকর্তারা। সেই সঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফে সমাজমাধ্যমে এই ধরনের পোস্ট করার ক্ষেত্রে বাহিনীকে ফের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

লালবাজার সূত্রের খবর, ওই কর্মী কলকাতা পুলিশের ব্যাটালিয়নে কর্মরত। রাজ্যে প্রথম দফার ভোট গ্রহণের পরের দিন তাঁর একটি ভিডিয়ো-বার্তা (যার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার) সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা গিয়েছে, উর্দি পরে ওই পুলিশকর্মী রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক বক্তব্যও রাখছেন। এমনকি, 'কাঠগড়ায়' তোলা হয় কলকাতা পুলিশকেও। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে এই ভিডিয়ো-বার্তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়। প্রাথমিক ভাবে এই বিতর্কিত ভিডিয়ো লালবাজারের নজরে আসতেই ওই পুলিশকর্মীকে সাময়িক ভাবে নিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে খবর।

কলকাতা পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সমাজমাধ্যমে করা ওই পোস্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে নিলম্বিত করে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুলিশকর্মীদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা নিয়ে এর আগেও একাধিক বার সতর্ক করেছে লালবাজার। সেই নির্দেশের পরেও ওই পুলিশকর্মীর বিতর্কিত বক্তব্য ভাইরাল হওয়া অস্বস্তি বাড়িয়েছে লালবাজারের। পুলিশকর্তারা যদিও জানিয়েছেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ করা হবে।

বিপজ্জনক: হাওড়া ময়দান এলাকায় হলুদ আলো জ্বলছে ট্র্যাফিক সিগন্যালে। ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার

মেরুকরণের হিসাবে কি চাপা পড়ে যাবে নিকাশির সংস্কার না হওয়ার ক্ষোভ

নজরে কেন্দ্র

কুন্তক চট্টোপাধ্যায় ● মহেশতলা

হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে প্রচারে নেমেছেন মহেশতলার তরুণ বাম প্রার্থী। প্রচার-মিছিলে থাকা লোকজনেরও প্যান্ট গোটানো। কাঁধে দলীয় পতাকা, শোলার তৈরি প্রতীক চিহ্ন নিয়ে মহেশতলা পুর এলাকার চন্দননগরের গলিপথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে মিছিল। মিছিল দেখতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন লোকজন। তাঁদের কারও পোশাকই গোড়ালি ছোঁয়নি। কেউ পোশাক গুটিয়ে রেখেছেন হাঁটু পর্যন্ত। কেউ বা হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে রেখেছেন পোশাকের নীচের অংশ।

এই দৃশ্যের পিছনেই লুকিয়ে আছে মহেশতলার ভোটারদের মূল যন্ত্রণা, আক্ষেপ— জমা জলের যন্ত্রণা। বাসিন্দারা বলছেন, ভোট আসে, ভোট যায়। প্রতি বারই নিকাশির সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি মেলে। কিন্তু ভোট ফুরোতেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সে সব। ফিরে আসে সেই নোংরা জমা জল। শুধু রাস্তায় নয়, নর্দমা-বর্ষার জল ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যেও।

দক্ষিণ শহরতলির এই এলাকায় ঝকঝকে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, সম্প্রীতি উড়ালপুল আছে। সেই রাস্তা বা উড়ালপুলে দাঁড়িয়ে অবশ্য যন্ত্রণার আভাস মিলবে না। তবে, রাজপথ থেকে এলাকার গলিতে ঢুকলেই বদলে যাবে চেহারা। সামান্য বৃষ্টিতেই নোংরা জল মাড়িয়ে যেতে হয় বাসিন্দাদের। জমা জলে স্কুটার, মোটরবাইক, সাইকেল উল্টোনোর ঘটনাও যেন নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। মহেশতলার এ বারের সিপিএম প্রার্থী, তরুণ আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার-মিছিল দেখতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মেহরুন্নিসা বিবি। জমা জলের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, "জল দেখবেন? ভিতরে আসুন।"

এক চিলতে টালির চালের বাড়ি মেহরুন্নিসার। একটিই ঘর, সামনের বারান্দার এক পাশে আড়াল করে রান্নার ব্যবস্থা। আর এক দিকে সেলাই মেশিন। তার পাশে থরে থরে সাজানো সব দলের পতাকা। এ সময়ে পতাকা সেলাই করেই আয় হয় মধ্য চল্লিশের এই মহিলার। কথা বলতে বলতে চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই থপ করে শব্দ। ঘরের ভিতরে জল থইথই করছে! মেহরুন্নিসা বললেন, "রাস্তার জল চুঁইয়ে ঘর ভেসে যায়। তার মধ্যেই স্বামী, শাশুড়ি, বাচ্চাদের নিয়ে থাকতে হয়। বছরের পর বছর এক অবস্থা।" মেহরুন্নিসারই প্রতিবেশী সাবির আলি মোল্লা বললেন, "এ তো গরমের বৃষ্টি। বর্ষায় এলে বুঝবেন, কী যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকি!" অভিযোগ, পুরসভাকে অনুরোধ-উপরোধেও কিছু হয়নি। বরং রাস্তা একটু উঁচু হয়েছে। তাতে আরও বিপত্তি বেড়েছে। উঁচু রাস্তা থেকে জল নামছে বাড়িতে। নিকাশির কোনও কাজই হয়নি।

নিকাশির এই বেহাল দশা নিয়ে সরব বাম প্রার্থী সায়ন। বলছেন, "বছরের পর বছর পুর বোর্ড, বিধায়ক তৃণমূলের। কিন্তু এই সমস্যার দিকে কেউ নজর দেয়নি!" নিকাশি যে সমস্যা, মানছেন তৃণমূল প্রার্থী শুভাশিস দাসও। তাঁর কথায়, "এলাকার সাংসদের (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে কথা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান রেডি। ভোট পেরোলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। খাল সংস্কারের বিস্তারিত পরিকল্পনাও হয়েছে।" এলাকার অনেকেই অবশ্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন, নিকাশির সমস্যা নিয়ে প্রথম বার ভোটে প্রার্থী হওয়া শুভাশিসের তিরবিদ্ধ হওয়া একেবারে অমূলক নয়। মহেশতলার দীর্ঘদিনের পুরপ্রধান তাঁর বাবা দুলাল দাস, বিধায়ক ছিলেন মা কস্তুরী দাস। কস্তুরীর মৃত্যুর পরে ২০১৮ সালের উপনির্বাচনে জয়ী হন দুলাল। ২০২১ সালে বিধায়ক হন। বাবার বদলে দল এ বার ছেলেকে প্রার্থী করেছে। শুভাশিস জোর দিচ্ছেন, আগামী দিনে মহেশতলার রাস্তার আলো, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে।

মহেশতলার ভোটে অবশ্য শুধু নিকাশির উন্নয়নই একমাত্র 'ফ্যাক্টর' নয়। আছে মেরুকরণ এবং এসআইআর-এর প্রভাবও। ১৯৭৭-২০০৬ পর্যন্ত মহেশতলা সিপিএমের দখলেই ছিল। ২০১১ সালে ২৪ হাজার ভোটে জিতেছিলেন তৃণমূলের কস্তুরী দাস। দ্বিতীয় স্থানে ছিল সিপিএম। ২০১৬ সালে সিপিএমের শমীক লাহিড়ি হারলেও ব্যবধান কমিয়ে এনেছিলেন প্রায় ১২ হাজারে। ২০১৮ সালের উপনির্বাচনে বিজেপি উঠে আসে দ্বিতীয় স্থানে। তৃণমূল অবশ্য ৬২ হাজার ভোটে জিতেছিল। বামেদের একাংশ বলছে, ২০১৮ সাল থেকে বিজেপি বাড়তে শুরু করেছিল, ভোটে মেরুকরণের প্রভাবও দেখা দিয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২১— তিন বছরে বিজেপির ভোট বেড়েছে ১৩ শতাংশ। বামেদের প্রায় ১ শতাংশ এবং তৃণমূলের পৌনে তিন শতাংশ ভোট কমেছে। প্রচারে বোঝা যাচ্ছে, মেরুকরণ ঠেকানোই লক্ষ্য সিপিএমের।

ভোটারদের হাত জোড় করে সায়ন বলছেন, "বিজেপি, তৃণমূল— একই দল। ওদের কথায় ভুলবেন না।" তুলছেন এসআইআর প্রসঙ্গও। এই কেন্দ্রের প্রায় ৪০ হাজার ভোটার কমেছে এসআইআর-এ। এলাকার রাজনীতির লোকেরা বলছেন, ভোটার হ্রাস তৃণমূলের ঝুলিতে প্রভাব ফেলবে। যদিও শুভাশিস তা মানতে নারাজ। বলছেন, "অনেকেই তো মৃত ভোটার বা এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। উল্টে এসআইআর-এ বিরক্ত মানুষ জোড়াফুলে ভোট দেবেন।"

যদিও এসআইআর এবং বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি— এই দুই অস্ত্রেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাইছেন বিজেপি প্রার্থী তমোনাথ ভৌমিক। একদা মহেশতলার তৃণমূলের চেয়ারম্যান পারিষদ তমোনাথ ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। তিনি বলেন, "দলের জন্মলগ্ন থেকে ছিলাম। ২০১৪ সালে সোমেনদার বদলে কাকে যেন সাংসদ করা হল। তার পরেই দল নষ্ট হল।" এ বারের ভোট নিয়ে তমোনাথ বলছেন, "মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। হিন্দুরা জোটবদ্ধ হয়ে ভোট দেবে। সংখ্যালঘুরাও তৃণমূলকে ভোট দেবে না। মহেশতলায় এ বার বদল হবেই।" এলাকার বিজেপি কর্মীদের দাবি, সংখ্যালঘু ভোটের একাংশ বাম-কংগ্রেসে যেতে পারে। তৃণমূলের একাংশ তলে তলে তমোনাথের সঙ্গে যোগ রাখছে। এলাকার খবর, তৃণমূলের এক নেতা টিকিটের আশায় ছিলেন। কিন্তু শিকে না ছেঁড়ায় গোসা করেছেন। যদিও প্রকাশ্যে তৃণমূল নেতারা সে সব দ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করছেন না।

এ সব সমীকরণের মধ্যে এ বার ঢুকে পড়েছে কংগ্রেসও। তাঁদের প্রার্থী হাজি আব্দুল হান্নান শেখ। ২০১১ সালে তৃণমূল এবং পরের দু'টি নির্বাচনে সিপিএমের সঙ্গে জোট থাকায় কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। গত ১৫ বছরে তাদের ভোটের হিসাবও স্পষ্ট নয়। যদিও কংগ্রেস প্রার্থীর দাবি, মহেশতলায় 'হাত' চিহ্নের নির্দিষ্ট ভোট আছে। সেই ভোটই ঝুলিতে আসবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অবশ্য বলছেন, কংগ্রেস জোট থেকে বেরোনোয় সরল সমীকরণে বামের ঝুলিতে প্রভাব পড়ার কথা। কিন্তু নিচুতলার কংগ্রেস ভোট আদৌ কি বামের ঝুলিতে গিয়েছিল?

রাজনীতির আঙিনায় এ সব সমীকরণের তরজা-তর্ক চলছে। মেহরুন্নিসাদের আক্ষেপ কি সেই আবর্তেই হারিয়ে যাবে?

নাবালিকাকে 'ধর্ষণ', পলাতক অভিযুক্ত পড়শি

নিজস্ব সংবাদদাতা

দক্ষিণ শহরতলি এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তারই প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। গত শনিবার রেললাইনের ধারে একটি বস্তি এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বছর চল্লিশের অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে ১৩ বছরের ওই কিশোরীর মা-বাবা, কেউই বাড়ি ছিলেন না। অভিযোগ, সেই সুযোগে ওই প্রতিবেশী যুবক মেয়েটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে ধর্ষণ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ধরা পড়ার পরেও অভিযুক্ত ঘটনাটি স্বীকার করতে চায়নি। পরে রাতে সে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়।

এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়েরা। সোমবার বিকেলে এ নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থানায় যান এলাকাবাসীরা। নির্যাতিতার বাবা বলেন, "আমি চাই না, এই ঘটনায় কোনও রাজনীতির রং লাগুক। আমার মেয়েটার যে ক্ষতি হয়েছে, তা কোনও ভাবেই পূরণ হওয়ার নয়। শুধু চাই, অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক। পুলিশ যেন তাকে খুঁজে বার করে উপযুক্ত সাজা দেয়।"

নাবালিকার মায়ের বক্তব্য, "এত বছর আমাদের প্রতিবেশী হয়েও কেউ এমন করতে পারে, ভাবতে পারিনি। নিজের স্ত্রী-সন্তানকে গ্রামে রেখে এসে আমার মেয়ের এমন ক্ষতি করল!"

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ। অভিযুক্ত পড়শির সন্ধানে শনিবার রাত থেকেই তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত তার মোবাইল ফোনটি বাড়িতে রেখে যাওয়ায় তার অবস্থান খুঁজতে বেগ পেতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ওই যুবকের গ্রামের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলেও সেখান থেকেও ইতিবাচক সূত্র মেলেনি।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা

রবিবার রাত থেকেই বোমা, গুলি, ইটবৃষ্টি, মারামারিতে উত্তপ্ত জগদ্দল, ভাটপাড়া। সোমবার রাতেও গুলি চলল হালিশহরের মুড়িগলি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, খাসবাটি নর্থ রোডের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী প্রসেনজিৎ মৌলিককে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। দু'টি একটি গুলি তাঁর পেটে লাগে। গুলি পকেটে থাকা মোবাইলে লাগায় শরীরের খুব বেশি ভিতরে ঢোকেনি বলেই চিকিৎসকদের দাবি। প্রসেনজিৎ কল্যাণীর জেএনএম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভোটের আগে এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসেছে। বীজপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারীর দাবি, "এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। হারের ভয়ে হামলা চালিয়েছে।" অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, "এলাকার দুষ্কৃতীরা তৃণমূল আশ্রিত। তৃণমূলের নিজেদের দ্বন্দ্ব থেকেও হতে পারে।" তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোটের কাজে বহু কর্মী, সঙ্কটে হাওড়ার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ

দেবাশিস দাশ

এক দিকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটের তিন দিন আগে থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের। এর পরে সোমবার থেকে হাওড়া শহরের ন'টি ট্র্যাফিক গার্ডের ৯০ শতাংশ ট্র্যাফিক পুলিশকর্মী ও অফিসারদের তুলে নেওয়ায় কার্যত অনাথ হয়ে পড়েছে শহরের ট্র্যাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণের কাজ। ট্র্যাফিক পুলিশ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের সিগন্যালে হলুদ আলো জ্বালিয়ে চলে যাওয়ায় যে কোনও সময়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে তীব্র যানজটে শহর থমকে যাওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে।

ভোটের আগেই নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিল, ভোটের তিন দিন আগে থেকে এবং ভোটের দিন যেন হোমগার্ড বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের রাস্তায় দেখা না যায়। তাই রবিবার থেকেই সমস্ত হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারকে পুলিশ লাইনে হাজিরা দিতে হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে হেতু হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীর সংখ্যা খুবই কম, তাই সারা বছরই হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রাখা হয়। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া শহরে মোট ন'টি ট্র্যাফিক গার্ড রয়েছে। ওই সমস্ত ট্র্যাফিক গার্ডে ন'জন ইনস্পেক্টর ছাড়াও রয়েছেন শ'তিনেক পুলিশকর্মী ও অফিসার। সিটি পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্তাদের বক্তব্য, এত কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে এমনিতেই হাওড়ার ট্র্যাফিক সামলানো যায় না। তার উপরে অধিকাংশ সাব-ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর ও কনস্টেবলকে নির্বাচনের কাজে তুলে নেওয়ায় ন'টি ট্র্যাফিক গার্ডই কার্যত ঠুঁটো হয়ে গিয়েছে।

হাওড়া সিটি পুলিশের এক কর্তা বলেন, "বালি বা কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাফিক গার্ডের অধিকাংশ অফিসার ও কনস্টেবলকে নির্বাচনের কাজে বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আপাতত চার দিন যান নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তায় কেউই থাকবেন না। তাই অধিকাংশ সিগন্যাল অটোম্যাটিক করে রাখা ছাড়া পথ ছিল না।"

হাওড়ার সিগন্যাল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় যে কোনও সময়ে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা যানজট হলে তা সামাল দেওয়ার মতো কেউ যে নেই, সেটা মানছেন পুলিশকর্তারা। সব চেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে সদা ব্যস্ত কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে। সেখানকার কোনা ট্র্যাফিক গার্ড থেকে সমস্ত ট্র্যাফিক পুলিশকর্মী, পুলিশকর্তা, নিরাপত্তারক্ষী ও চালককে নির্বাচনের কাজে নিয়ে যাওয়ায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। একই অবস্থা হাওড়া স্টেশন ট্র্যাফিক গার্ড-সহ বাকি গার্ডগুলির।

হাওড়া জেলা প্রশাসনের কর্তারা বলছেন, "আগে কখনও কোনও নির্বাচনের মুখে এমন অবস্থা হয়নি। এ দিকে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষা করারও রাস্তা নেই।"

ভাকৃঅনুপ- কৃষি প্রৌদ্যোগিকী অনুপ্রয়োগ অনুসন্ধান সংস্থান কোলকাতা
ICAR-Agricultural Technology Application Research Institute Kolkata
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
Salt Lake, Kolkata – 700 097 साल्ट लेक, कोलकाता– 700 097
Website: www.atarikolkata.org; Telefax: 033-23352355

F. No. 2(12)/ATARI/Kol/Medical/2026-27 Date: 27.04.2026

ADVERTISEMENT No.01/2026

Applications are invited from eligible candidates for engagement of One Part Time Medical Officer on purely temporary/contractual basis at ICAR-ATARI Kolkata. For further details, please visit the Website https://www.atarikolkata.org.

Asstt. Administrative Officer

অবশিষ্ট কাজের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৬/এপিজার/০২ তারিখ ২০-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/ডিকে/ইপিসি/২০২৬/০২। কাজের নাম: ডিমাপুর-কোহিমা নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ফেরিমা-পিফেমা খণ্ডের সিএইচ. ৪৫৭৫০.০ মিটার থেকে সিএইচ. ৫০৭৪৬.০ মিটারের মধ্যে সিঙ্গল লাইন বিজি টানেল নং ৩, মূখ্য টানেল (দৈর্ঘ্য-১৭৪৬ মিটার), এস্কেপ টানেল (দৈর্ঘ্য-১৫৪২ মিটার) এবং কাট এণ্ড কাভারের (দৈর্ঘ্য-২৫০ মিটার) অবশিষ্ট কাজের নির্মাণের সঙ্গে পোর্টাল পি১ দিশা থেকে স্লোপের সুরক্ষা কার্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক রাশি: ৫০৬,১৮,৩৫,৯৫৬.৫৭/- টাকা। বায়না রাশি: ১০,১২,০৬,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৫-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে- ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষের সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য অভিযন্তা/সীওএন/এনএফআর প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार रायपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

:-निविदा निरस्तीकरण सूचना-:

आदेश क्रमांक 1045/व.ले.लि./2026-27/गरियाबंद दिनांक 10/04/2026

निविदा क्रमांक 16/व.ले.लि./2025-26 दिनांक 20.01.2026 सिस्टम क्रमांक 184006 द्वितीय आमंत्रण इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित गरियाबंद जिले के विकासखण्ड छुरा की पीपरछेड़ी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का शेष मिट्टी का कार्य आर.डी. 870 मी. से 1140 मी. के मध्य नाला क्लोजर का कार्य कटऑफ रॉक टो फिल्टर एवं पिचिंग का निर्माण कार्य, स्लूस का मरम्मत कार्य, वेस्ट वियर का निर्माण कार्य एवं स्पिल चैनल में शूटफाल का निर्माण कार्य प्रथम आमंत्रण की ऑनलाईन निविदा में छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 1535/PROJ/1819/2025/WRD/F-1 नवा रायपुर दिनांक 27.03.2026 के निर्देश में निविदा दर रूझान की तुलना में अधिक होने कारण निविदा को शासन हित में निरस्त किया जाता है।

विज्ञापन क्रमांक 252606200 / दिनांक 22.01.2026

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन विभाग गरियाबंद
कृते. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
रायपुर (छ.ग.)

G-262700335/2

NAVA RAIPUR ATAL NAGAR VIKAS PRADHIKARAN
Paryavas Bhawan, North Block, Sector-19, Nava Raipur Atal Nagar - 492 002, Chhattisgarh
Tel No.: +91 771 2512000; Fax No.: +91 771 2512400
Website: www.navaraipuratalnagar.com, http://eproc.cgstate.gov.in

E-Procurement Tender Notice

The Chief Executive Officer, NRANVP invites tender for following works:

1. NIT No.: 02/Plantation:Peepal/EEC-III/CE/NRANVP/2026-27, Nava Raipur Atal Nagar, Dist. Raipur, Dated: 24.04.2026
Name of Work: "Plantation & Maintenance of Peepal Tree at Nava Raipur Atal Nagar, Dist. Raipur (C.G.)" (1st Call)

Period of completion inc. rainy season	Estimated Cost (INR)	EMD (INR)
06 Months for Plantation and 12 Months of Maintenance after Physical Completion of Plantation Work.	2.17 Crs	2.20 Lakhs

2. NIT No.: 03/CGASC/EEC-III/CE/NRANVP/2026-27, Nava Raipur Atal Nagar, Dist. Raipur, Dated: 24.04.2026
Name of Work: "Construction and Development of Road with Infrastructure Service at CG Administrative Services Colony, Nava Raipur Atal Nagar, Dist. Raipur (C.G.)" (1st Call)

Period of completion inc. rainy season	Estimated Cost (INR)	EMD (INR)
12 Months	4.60 Crs	4.60 Lakhs

3. NIT No.: 04/WMF/EEC-III/CE/NRANVP/2026-27, Nava Raipur Atal Nagar, Dist. Raipur, Dated: 24.04.2026
Name of Work: "Construction of Weld Mesh Fencing at Nava Raipur Atal Nagar, Dist. Raipur (C.G.)" (1st Call)

Period of completion inc. rainy season	Estimated Cost (INR)	EMD (INR)
06 Months	4.18 Crs	4.20 Lakhs

Last Time & Date of Online Submission: 15.00 hrs. on 14.05.2026

The E-Procurement tender documents can be downloaded from the portal (Website) http://eproc.cgstate.gov.in directly and shall be submitted online on the same website only after making on payment of bid participation fees online. Amendment in tender, if any, will only be uploaded on the website and shall not be published in any newspaper.

Samvad-47632/3

Sd/-
Chief Engineer
NRANVP

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, DURG CIRCLE DURG (C.G.)
Tel. 0788-2210876

e-Procurement Tender Notice
(1st Call)

Durg, Dated: 21.04.2026

Online tenders in form "A" percentage rate basis are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh dated 11.05.2026:-

NIT No./ System No.	Name of work	P.A.C (Rs. in lacs)
16/189483	S/R WORK FOR CONSTRUCTION OF 2.00 M SPAN SLAB CULVERT ON BHOTHI APPROACH ROAD AT KM 1/6, OF 2.00 M SPAN SLAB CULVERT ON BOKKARKHAR TO KABRIPATHRA ROAD AT KM 5/2 UNDER SUB DIVISION-BODLA	35.20
17/189484	Special Repair Work on Various Roads Restoration of Embankment & Shoulder With Protection Work on Kawardha-Bhoramdeo-Palak Road Km 10/6, Restoration of Embankment on Sarodha-Bhoramdeo Road at Km 15/2) Under Sub Division Bodla District- Kabirdham (C.G.)	27.50
18/189485	S/R Work for Restoration of Embankment of Ghat Portion on Bodla-Taregaon-Daldali Road at Km 36/6(PART 1), Restoration of Embankment of Ghat Portion on Bodla-Taregaon-Daldali Road at Km 36/6(PART 2) & Restoration of Embankment of Ghat Portion on Bodla-Taregaon-Daldali Road at Km 36/4 (Right Side) Under Sub Division Bodla, District- Kabirdham (C.G.)	29.98
19/189486	CONSTRUCTION OF SARSWATI SHISHUMANDIR BHAGUTOLA TO JEWDAN ROAD, LENGTH 1000.00 M SUDHAVIHAR	133.90
20/189487	Strengthening of Matiya to Kanyatola Road (VR-87) in Km 2/2 to 3/6 (100m.) = 1.50 Km. Block -Dongargaon Dist. Rajnandgaon	46.54
21/189624	CONSTRUCTION OF 1X2.00 M SLAB CULVERT ON KAWARDHA TO RENGAKHAR VIA MADAGHAT ROAD AT KM 30/8, RETAINING WALL ON KAWARDHA TO RENGAKHAR VIA MADAGHAT ROAD AT KM 34/8 (RIGHT SIDE) & 3X1200 MM DIA HUME PIPE CULVERT ON KAWARDHA RENGAKHAR VIA MADAGHAT ROAD AT KM 34-6 & KAWARDGA RENGAKHAR MADAGHAT ROAD KM 36.20 RECONSTRUCTION WORK OF TOE WALL BOULDER PICHING IN THE PORTION DAMAGED DUE TO HEAVY RAIN AT UNDER SUB DIVISION- BODLA	87.25

Note:-
1. General Conditions, detailed NIT, Tender documents & other information of the above construction work downloaded from the Eprocurement web portal or departmental website http://eproc.cgstate.gov.in
2. NIT No. & Name of the Work should be essentially mentioned on the envelope through the Registered Post/Speed Post in this office

G-262700388/1

Sd/- Superintending Engineer
P.W.D., Durg Circle Durg (C.G.)

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দ প্লাস

১০ কলকাতা মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল ২০২৬

যত ট্রোল তফাত যাও

সমাজমাধ্যমে থাকা মানেই ব্যক্তিগত আক্রমণ, কটূক্তির শিকার কেন হবেন তারকারা? প্রশ্ন উঠছে চলচ্চিত্রজগৎ থেকেই। খোঁজ নিল আনন্দ প্লাস

সমাজমাধ্যমে ক্রমাগত ট্রোলের শিকার তারকারা। এক এক সময়ে ট্রোল এমন মাত্রা ছাড়িয়েছে যে, অনেক শিল্পীই সমাজমাধ্যম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইমন চক্রবর্তীর করা একটি পোস্ট নিয়ে এমন ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু হয়, ইমন সাময়িক ভাবে সমাজমাধ্যম থেকে বেরিয়ে যান। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের একটি নাচের ভিডিয়োয় বডিশেমিং এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, তিনি আইনি পদক্ষেপ করেন। যে কোনও বিষয়েই তারকাদের আক্রমণ করা যেন একটা ধারা হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

শ্রাবন্তী যেমন বললেন, "যাঁরা তারকাদের আক্রমণ করে কটূক্তি করছেন, তাঁদের কি সেই শিল্পীদের জায়গায় আসার যোগ্যতা আছে? বাড়িতে বসে বসে ট্রোল করে চলেছে! বডিশেমিং, শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বাজে মন্তব্য করা, এটা তো অপরাধ। সমাজমাধ্যমেই এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে এদের ব্লক করে দেওয়া যায়।" ট্রোল করার জন্য অভিনেত্রী আইনি পদক্ষেপ করেছেন। কিন্তু যার বিরুদ্ধে তিনি ডায়েরি করেছেন, এখনও তার পেজ রয়েছে। অভিনেত্রীর কথায়, "যেহেতু ভোট চলছে, সবাই ব্যস্ত। ভোটের পরে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করা হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিনেতাদের নিয়ে প্রায়ই এ রকম ভিডিয়ো বানায়। আসলে এরা তারকাদের ভাঙিয়ে খায়। আমাদের নাম নিয়ে ভিউজ় বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু কারও চরিত্রহনন করে কেউ যদি রোজগার করে, সেটা অপরাধ। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ দরকার।"

মাসকয়েক আগে ইমনও ট্রোলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছিলেন। তিনি বললেন, "যারা আমার মৃত মাকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে কটূক্তি করেছিল, পুলিশ তাদের শনাক্ত করেছে। সমাজমাধ্যম এমন জায়গায় পৌঁছেছে, সেখানে একে অপরকে টেনে নামাতে ব্যস্ত সকলে। যারা আড়াল থেকে ট্রোল করে, তারাই কিন্তু আবার আমাদের দেখলে সেলফি তুলতে আসে। এরা সারাক্ষণ জরিপ করতে থাকে, কী পোশাক পরেছি, কেমন সেজেছি... সব কিছু নিয়ে নীতিপুলিশের কাজ করার দায়িত্ব কিন্তু কাউকে দিইনি। এদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সময় এসেছে।"

> **"** আসলে ট্রোলরা তারকাদের ভাঙিয়ে খায়। আমাদের নাম নিয়ে ভিউজ় বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু কারও চরিত্রহনন করে কেউ যদি রোজগার করে, সেটা অপরাধ।
>
> — **শ্রাবন্তী**

শ্রাবন্তী-ইমনের সঙ্গে সহমত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও। বিভিন্ন সময়ে ট্রোলের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী। কখনও এড়িয়ে গিয়েছেন, কখনও বা উত্তর দিয়েছেন। অভিনেত্রীর কথায়, "সমাজমাধ্যম তৈরি হয়েছিল মানুষের মধ্যে যোগসূত্র তৈরির জন্য। সেখানে এখন কোনও গঠনমূলক আলোচনা নেই, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে অনেকেই। যারা অ্যাবিউজ় করছে, শিল্পীদের আক্রমণ করার যোগ্যতা কি তাদের আদৌ আছে? আমরাও তো মানুষ, কেউ রোবট নই। সেখানে এই ধরনের আক্রমণ সাংঘাতিক মানসিক চাপ তৈরি করে। ট্রোলের শিকার হয়ে কেউ ক্ষমা চাইছে, কেউ সমাজমাধ্যম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেটা কেন হবে? অ্যান্টিট্রোলিং স্কোয়াডের মতো কিছু থাকা বা কড়া শাস্তি দেওয়া খুব জরুরি।"

বেশ কয়েক বছর ধরে সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ট্রোলের শিকার হয়েছেন অভিনেতা ঋদ্ধি সেনও। তবে কোনও পদক্ষেপ করেই ট্রোল দমন করা যাবে বলে মনে করেন না তিনি। এটা সমাজমাধ্যমের একটা ধারা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন ঋদ্ধি। তাঁর কথায়, "বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটা ট্রোল আর্মি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এই ট্রোল দেখতে দেখতে যারা হয়তো এই গোষ্ঠীর মধ্যে নেই, তারাও ট্রোল করতে শিখে গিয়েছে। মতবিরোধ হলেই মানুষ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে।"

কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ট্রোলের সম্মুখীন বেশি হতে হয়, তা মানতে নারাজ ঋদ্ধি। সক্রিয় সমাজকর্মী বা অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষরাও ট্রোলের শিকার হন বলে মত তাঁর। তবে তারকাদের জীবন এখন সমাজমাধ্যমে ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকায় তাঁদের আক্রমণ করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিনেতার কথায়, "সমাজমাধ্যম আসার পরে তারকাদের এক্সক্লুসিভিটির হাঁড়িটা ভেঙে গিয়েছে। তাঁরা এয়ারপোর্টে কী পরে যাচ্ছেন... সে সব নিয়েও প্রচার চলছে। এ দিকে তাঁর সিনেমা হয়তো চলে না, হাতে কাজ নেই। এর থেকে মানুষের মধ্যে একটা রাগ তৈরি হচ্ছে। তারা ট্রোল শুরু করছে। কিন্তু এই কুৎসিত আক্রমণ কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কোনও তারকা আজকে এক পার্টিতে, ক'দিন বাদে আর এক পার্টিতে গিয়ে আগের দলের নিন্দে করছেন। তাঁর ভাষ্যটা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু পুরনো ভাষ্যটা রয়ে যাচ্ছে সমাজমাধ্যমেই। ফলে তারকাদেরও কিছু বলার আগে অনেক বার ভাবতে হবে।" গায়িকা ইমনও মনে করছেন যে, এখন সময় এসেছে, শিল্পীদেরও বোঝা উচিত যে, একটা সীমারেখা থাকা দরকার। ব্যক্তিজীবনের কতটা সমাজমাধ্যমে রাখা হবে, আর কতটা হবে না, সেই গণ্ডিটা নিজেদেরই টানতে হবে।

নবনীতা দত্ত

ঋদ্ধি

ইমন

শ্রাবন্তী ঋতুপর্ণা

শুটিংয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে বিমা

শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় টলিউড ইন্ডাস্ট্রি। তাই এ বার থেকে কোনও ছবির শুটিং শুরু করার আগে বিমা করানো হবে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য মেলে। গত ২৯ মার্চ শুটিং করতে গিয়ে তাজপুরের সমুদ্রে ডুবে মারা যান অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরেই শুটিংয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে স্টুডিয়োপাড়া। আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন, ইম্পা এবং প্রযোজকেরা একত্রে মিলে ঠিক করে, শুটিংয়ের সময়ে নিরাপত্তাবিধি তৈরি করা হবে এবং তা মেনেই আগামী দিনে শুটিং হবে। সোমবার এ নিয়ে ফের একবার আলোচনায় বসে সব পক্ষ। সেখানে ঠিক হয়, প্রতিটি ছবির জন্য বিমা করানো হবে। কোন ছবির জন্য কত টাকার বিমা হবে, তা ছবির বাজেটের উপরে নির্ভর করবে। নিরাপত্তাবিধি নিয়ে এখনও কাজ চলছে, কিছু দিনের মধ্যে তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে জানান আর্টিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।

এই বৈঠকে সিনেমা সংক্রান্ত নিয়মাবলি নিয়েই আলোচনা হয়েছে। ছোট পর্দা এবং ওটিটি-র জন্য বিমা সংক্রান্ত বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয়। যদিও শিল্পী সংগঠন চ্যানেল ও টেলিভিশন প্রযোজকদের সঙ্গে এ নিয়ে একদফা আলোচনা করেছে। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, ফিরদৌসুল হাসান, রানা সরকার, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, পিয়া সেনগুপ্ত প্রমুখ।

ক্ষমা চাইলেন সঞ্জয়

জাতীয় মহিলা কমিশনে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন সঞ্জয় দত্ত। নারীদের প্রতি অবমাননাকর গানের দৃশ্যে অভিনয় করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ জন আদিবাসী মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিনেতা।

কন্নড় ছবি 'কেডি: দ্য ডেভিল'-এর গান 'সরকে চুনর তেরি' গানটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন নির্মাতা ও অভিনেতারা। সেই গানের দৃশ্যায়নে দেখা যায় সঞ্জয় এবং নোরা ফতেহিকে। সঞ্জয় এবং নোরার নামে আইনি অভিযোগ জমা পড়ে। সম্প্রতি মহিলা কমিশনের সামনে আইনজীবীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সঞ্জয়। সেখানে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অভিনেতা প্রতিশ্রুতি দেন, নাগপুরের প্রান্তিক এলাকার ৫০জন মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে চান তিনি।

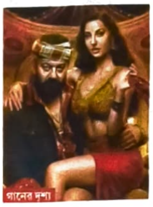

গানের দৃশ্য

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি 'টটীরী' গানটি নিয়ে আপত্তি ওঠার পরে গায়ক বাদশাও ৫০জন সামাজিক ভাবে অনগ্রসর মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে সঞ্জয় জানিয়েছেন, গানটির লেখা বা দৃশ্যায়নের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি কোনও ভাবেই যুক্ত ছিলেন না। চুক্তিবদ্ধ ছিলেন বলে অভিনয় করতে হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন বলেও জানিয়েছেন সঞ্জয়। ইউটিউব থেকে আপাতত গানটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ মাসের শেষে ছবিটি মুক্তি পাবে।

প্রয়াত অভিনেতা

চলে গেলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ভরত কপূর। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। আগামী ৩০ এপ্রিল তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে অভিনেতার বাড়িতেই। সত্তরের দশকে অভিনয়ে আসা ভরত কপূরের। 'নুরি', 'রাম বলরাম', 'আখরি রাস্তা', 'খুদা গওয়াহ', 'বরসাত'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন ভরত। বেশির ভাগ ছবিতে খলচরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে দর্শকের কাছে। বড় পর্দার বাইরেও টেলিভিশনেও তাঁর অভিনয় ছাপ রেখে গিয়েছে, 'তারা', 'সাঁস', 'পরম্পরা'র মতো ধারাবাহিকে।

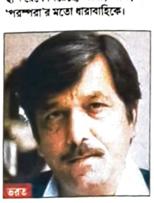

ভরত

ফর্ম নং ৬
[দেখুন রেগুলেশন-১৫(১)(বি)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১)
১০ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২-সি, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

কেস নং : এমএ/২১/২০২৫
ইএক্সএইচ. নং ১০০

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
বনাম
সুকুরালি শেখ

নিম্নোক্তের প্রতি,
(১) সুকুরালি শেখ
বসবাসের ঠিকানা: গ্রাম খামারচণ্ডী, পোস্ট অফিস - হরিপাল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ
(৩) বিজয় সিংহ রায়
অফিস: হরিপাল স্টেশন বাজার, পোস্ট অফিস - খামারচণ্ডী, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ
(৪) দীপক কুমার সিংহ রায়
অফিস: হরিপাল স্টেশন বাজার, পোস্ট অফিস - খামারচণ্ডী, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

নোটিস

যেহেতু, এই ট্রাইবুনাল সমক্ষে দরখাস্ত করা হইয়াছে এবং সঙ্গে উহার কপি দেওয়া হইয়াছে। আপনাদের নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, কেন প্রার্থিত ত্রাণ মঞ্জুর করা হইবে না। অবহিত হইবেন যে, উক্ত দরখাস্ত ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় অথবা ট্রাইবুনালের সুবিধামতো উহার অব্যবহিত পরে কোনো সময়ে এই ট্রাইবুনাল কর্তৃক শুনানির জন্য তোলা হইবে।
১) আপনাদের কোনো জবাব (যদি থাকে) তাহা পেশ করিতে উপরোক্ত সময়ে যথাযথভাবে নির্দেশিকামতো প্লিডার/অ্যাডভোকেট মারফত বা স্বয়ং হাজির হইতে হইবে।
৩) অবহিত হইবেন যে, উপরে বর্ণিত দিনে আপনার হাজির হইবে অন্যথা হইলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই কার্যবিধির শুনানি হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।
অদ্য ১৭.০৪.২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালে শিলমোহর দিয়া আমি স্বাক্ষর করিলাম।
দ্রষ্টব্য: যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা বাদ দিবেন।
সমন ইস্যুকারী অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল নং - ১
কলকাতা

নাগার্জুনের সঙ্গে তব্বু

আটাশ বছর পরে একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন তব্বু ও নাগার্জুন। সোমবার সে খবর নিজেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। নাগার্জুনের ১০০তম ছবি 'কিং'-এ থাকছেন তব্বু। নব্বইয়ের দশকে নাগার্জুনের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনটি তেলুগু ছবি করেছিলেন তব্বু। তাঁদের জুটি রীতিমতো চর্চিতও হয়েছিল। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা নিয়েও সে সময়ে নানা চর্চা হয়েছিল। কিন্তু তার পর তাঁরা আর একসঙ্গে ছবি করেননি। এত বছর পর 'কিং' দিয়ে পর্দায় ফিরবে এই জুটি। ছবিটির প্রযোজকও নাগার্জুন। এই প্রথম তিনি প্রযোজনায় এলেন। বাবা ও মেয়ের গল্পকে কেন্দ্র করেই ছবির চিত্রনাট্য। ছবিতে ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সের চরিত্রে দেখা যাবে নাগার্জুনকে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর বয়স কমানো হবে পর্দায়। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রা কার্তিক, যিনি এর আগে 'মেড ইন কোরিয়া' ছবিটির নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে 'কিং' নামটি নাকি চূড়ান্ত নয়, এই নামে নাগার্জুনের আগে ছবিও রয়েছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তব্বুর 'ভূত বাংলা'। এ বছর পুজোয় মুক্তির পাওয়ার কথা অজয় দেবগণের সঙ্গে তাঁর 'দৃশ্যম থ্রি'।

তব্বু

আয়ুষ ও অ্যান

পাহাড়ে প্রেমের গল্প

জীবনযুদ্ধে হাঁপিয়ে পড়া এক ইঞ্জিনিয়ার ঋত্বিক। গানবাজনা করে সে। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ইরার। একাই বেড়াতে গিয়েছে সেই মেয়েটি, যে নিজেও লড়াই করছে তার জীবনে। এই অবস্থায় দু'জনে মুখোমুখি হয়ে কী করে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, প্রেম থেকে বন্ধুত্বে গড়ায় সেই সম্পর্ক, তা নিয়েই আসছে ওয়েব ছবি 'নতুন প্রেমের গান'। নির্দেশনায় অর্ণ মুখোপাধ্যায়। ঋত্বিকের চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুষ দাস। ইরার ভূমিকায় অ্যান মেরি টম।

পরিচালক অর্ণ বললেন, "প্রেমের ছবি বরাবরই করতে চেয়েছি। আমার একটা গল্প লেখা ছিল। প্রতীম বর্মণ সেটা থেকে চিত্রনাট্য লেখে। গতানুগতিকতার বাইরে একটা প্রেমের ছবি বলা যায় একে। প্রেমের চেয়েও বন্ধুত্ব ও নির্ভরশীলতার গল্প।"

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শুটিং হয়েছে 'নতুন প্রেমের গান'-এর। সিনেম্যাটোগ্রাফি করেছেন ইন্দ্রনাথ মারিক, আবহসঙ্গীত সপ্তক সানাই দাসের। আগামী মাসের গোড়া থেকে এই ছবিটি দেখা যাবে ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।

অবশেষে স্বস্তিতে রণবীর

শেষ পর্যন্ত রণবীর সিংহের ক্ষমাপ্রার্থনা গৃহীত হল কর্নাটক উচ্চ আদালতে। 'কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান' ছবি বিতর্কে ক্ষমা চেয়ে কর্নাটক হাই কোর্টে যে আপিল করেছিলেন অভিনেতা, তা গৃহীত হয়েছে। আদালত মামলাটির নিষ্পত্তি করে দিয়ে রণবীরকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে মাইসুরুর চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে দর্শন করে আসতে হবে অভিনেতাকে।

গত বছরের শেষের দিকে গোয়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (ইফি) মঞ্চে ঋষভ শেট্টির প্রশংসা করতে গিয়ে রণবীর স্থানীয় লোকদেবতাকে 'অপদেবতা' বলে উল্লেখ করেন। মুখের অঙ্গভঙ্গি করে ঋষভের সেই অভিনয় নকল করেও দেখান তিনি। এর পরেই কর্নাটকের স্থানীয়দের রোষের মুখে পড়েন রণবীর। দেবতার অপমান ও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করায় আদালতে মামলা করা হয় অভিনেতার নামে। ফেব্রুয়ারি মাসে আদালতে ক্ষমা চেয়ে আপিল করেন রণবীর। প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে সমাজমাধ্যমেও পোস্ট করেছিলেন অভিনেতা। ঋষভও নাম না করে রণবীরের এই আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রণবীরের প্রতি অভিযোগ আদালতে মকুব করা হল। চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার পরেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে কর্নাটক হাই কোর্ট।

রণবীর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা- ৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। [illegible]

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া-এর একজন বাসিন্দা তপন চৌধুরী - কে

02.02.2026 তারিখের ড্র-তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83H 37950 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন, "সর্বপ্রথমে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে এই ধরনের একটি প্রকল্প চালু করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যা সাধারণ মানুষকে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কোটিপতি করে তোলে। আমি এই পুরস্কারের টাকা দিয়ে আমার পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্যময় রাখতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

ছুটির মেজাজে

সোমবার সকালে 'গোলমাল ফাইভ'-এর টিমের সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন অজয় দেবগণ। উটিতে চলছে ছবির শুটিং। অজয়ের সঙ্গে রয়েছেন আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কপূর, কুণাল খেমু, শ্রেয়স তলপড়ে, শরমন জোশী।

যা রটে

মন যে করে উড়ু উড়ু

ছোট পর্দার এই জুটির প্রেম ও বিয়ে যেন স্বপ্নের মতোই ছিল। নায়িকা অভিনয়ের সঙ্গে সুন্দর করে সংসার করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু নায়কের মন বিয়ের পরেও উড়ু উড়ু। নায়িকা চেষ্টা করেছিলেন গুছিয়ে সংসার করার। কিন্তু তার পরেও তাল কাটল। নায়ক অন্যত্র সময় কাটাতে লাগলেন। এক পরিচালকের সহযোগিতায় তাঁর ফ্ল্যাটেই নাকি অন্য নায়িকাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। নায়িকার কাছে খবর পৌঁছতে সময় লাগেনি। কিন্তু মিষ্টি কথায় নায়ক সে সব ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেও, শেষরক্ষা হয়নি। এখন নায়িকা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেছেন।

ব্র্যান্ড কোল্যাবের জন্য এই জুটির বেশ নামডাক ছিল। কিন্তু নায়িকা অসহযোগ আন্দোলনের পথ নিয়েছেন। শর্ত দিয়েছেন, নায়কের সঙ্গে তিনি কোনও কাজ করবেন না। কোনও পার্টিতে নায়ককে ডাকা হলে, নায়িকা সেখানে যাবেন না। ইন্ডাস্ট্রির কাছের মানুষদের সে কথা জানিয়েও দিয়েছেন নায়িকা।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, ৫ বছর সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিসনের স্টেশনগুলিতে ২টি (দুই) নামী ব্র্যান্ডের ক্যাটারিং আউটলেটের (পিবিসিও) মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। যোগ্যতা ও টার্নওভারের মানদণ্ড নির্ধারিত হবে চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীর অনুচ্ছেদ-২ (ই-অকশন লটে আপলোডকৃত) অনুযায়ী। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in দেখুন। অকশনের বিবরণ : অকশন ক্যাটালগ নং : পিবিসিও-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই। ক্র.নং-১। এলইকিউ নং-এএ/১। লট নং/ক্যাটিগরি: এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-পিএস-৭৪-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রিমিয়াম স্টোরস)। বিবরণ : ৫ বছরের জন্য নামী ব্র্যান্ডের ক্যাটারিং আউটলেট স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান (ডানকুনি স্টেশন, নিউ কলোনির নিকট)। বন্ধের তারিখ/সময় : ০৫.০৫.২০২৬ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ক্র.নং-২। এলইকিউ নং-এএ/২। লট নং/ক্যাটিগরি : এমএসএস-এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ-পিএস-৭২-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রিমিয়াম স্টোরস)। বিবরণ : ৫ বছরের জন্য নামী ব্র্যান্ডের ক্যাটারিং আউটলেট স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান (হাওড়া স্টেশন, নিউ কমপ্লেক্স/যাত্রীনিবাস প্রবেশপথের পাশে)। বন্ধের তারিখ/সময় : ০৫.০৫.২০২৬ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। মূল্যায়ন বৃদ্ধি (%) : ০.২। ই.এম.ডি : ১০%। আবশ্যক টার্নওভার : প্রয়োজনীয় টার্নওভার নির্ধারিত হবে চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীর অনুচ্ছেদ-২ (V) অনুযায়ী।

(HWH-34/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিটিই_জেএমপি_১ (ক্র.নং. ১ থেকে ১৪), তারিখ: ২৫.০৪.২০২৬। অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর, জেলা: মুঙ্গের, বিহার-৮১১২১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্র.নং., কাজের নাম; বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যমান ও বায়না মূল্য নিম্নরূপ: ১. এটিই/জামালপুর-এর নিয়ন্ত্রণাধীন জেড-০১/২৬-২৭-এর অন্তর্গত ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শপের অফিসের কমন্টি, [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ | আইপিএলে পঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস। সন্ধে ৭.৩০ থেকে। স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

লক্ষ্যদের দাপট
টমাস কাপে ৫-০ জিতে শেষ আটে ভারতীয় দল। ১২

এক নজরে

জয়ী মোহনবাগান, হার ইস্টবেঙ্গলের

সিএবি আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপে মোহনবাগান ৯৮ রানে জিতেছে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে। অভিষেক রামনের ১৮৭ রানের সৌজন্যে মোহনবাগান করে ৪৫৮ রান। জবাবে খিদিরপুরের ইনিংস শেষ হয় ৩৬০ রানে। প্রদীপ্ত প্রামাণিক ছয় উইকেট পেয়েছেন। অন্য ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ১৩২ রানে হেরে গিয়েছে কালীঘাটের বিরুদ্ধে। কালীঘাট প্রথমে ব্যাট করে তোলে ৫৩৮-৯। জবাবে ইস্টবেঙ্গলের ইনিংসে শেষ হয় ৪০৬ রানে।

নজরে মণিকারা

আজ মঙ্গলবার থেকে লন্ডনে শুরু হচ্ছে বিশ্ব টেবল টেনিসের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। ভারতের মেয়েরা খেলবে উগান্ডার বিরুদ্ধে। অন্য দিকে পুরুষদের দল মুখোমুখি হবে ট্রিনিদাদের। মেয়েদের দলে মণিকা বাত্রা ছাড়াও রয়েছে দিয়া চিতালে, যশস্বিনী ঘোরপাড়ে, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় এবং সিন্ড্রেলা দাস। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গড়া দল নিয়ে আশাবাদী কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। ফোনে বলছিলেন, "আমাদের প্রস্তুতি দারুণ হয়েছে। ভাল ফলের ব্যাপারে আশাবাদী।"

চর্চায় চিন্নাস্বামী

ফের চর্চায় চিন্নাস্বামীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঘটনাটি ঘটে আরসিবি বনাম গুজরাত টাইটানসের ম্যাচ চলাকালীন। সেই সময়ে প্রায় ২৪০টি সিসিটিভি ক্যামেরার ফিড হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, সাব-কন্ট্রাক্টর সংস্থার দুই কর্মী মঞ্জুনাথ ই এবং আবদুল কালাম অনুমতি ছাড়াই সিসিটিভি সার্ভার রুমে প্রবেশ করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে অল্প সময়ের মধ্যেই ফের সেই সিসিটিভি চালু করা হয়।

গলিতে ক্রিকেট

ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রোমারিয়ো শেফার্ড ও টিম ডেভিড। রাজধানীর রাস্তায় ক্রিকেট খেললেন দুই তারকা। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দিল্লিতে চড়া রোদের মধ্যেই স্থানীয়দের সঙ্গে ব্যাট হাতে নেমে পড়েছেন শেফার্ড ও ডেভিড। খেলার ফাঁকে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছেন দুই ক্রিকেটার।

অঙ্গকৃশের আউটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন, জরিমানা নাইট তারকার

আরও সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারত আম্পায়ার

■ **বিতর্ক:** আউট দেওয়ার পরে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন অঙ্গকৃশ। পাশে গ্রিন। *ফাইল চিত্র*

আম্পায়ারের চোখে

অনিল চৌধরি

আইপিএল কখনও আপনাকে নায়কের আসনে বসায়, কখনও খলনায়কে পরিণত করে। ক্রিকেটারদের জীবন বদলে যায় এক রাত্তেই। কিন্তু আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা অন্য রকম। আমাদের তো আর নায়ক হওয়ার জায়গা থাকে না। সামান্য ভুল মানেই, আমরা খলনায়ক। সমর্থকদের চোখে শত্রু। রবিবার লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের টিভি আম্পায়ার রোহন পণ্ডিতও খলনায়ক হয়ে উঠেছে কেকেআর সমর্থকদের চোখে।

মানুষ মাত্রই ভুল হয়। ২৮ বছরের আম্পায়ারিং জীবনে আমিও বহু ভুল করেছি। রোহনেরও একটি সিদ্ধান্ত নিতে ভুলই হয়েছে। অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট না দিলেও পারত। রোহনের মনে হয়েছিল অঙ্গকৃশ ইচ্ছাকৃত ভাবে মহম্মদ শামির ছোড়া বল শরীর দিয়ে আটকেছে। আউট হওয়ার পরে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মেজাজ ধরে রাখতে পারেনি ২১ বছরের ছেলেটি। হতাশায় নিজের হেলমেটও ছুড়ে ফেলে। ফলস্বরূপ জরিমানার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে ওর নামের পাশে।

■ **চর্চায়:** অঙ্গকৃশের পায়ে বল লাগার সেই মুহূর্ত। *এক্স*

ঘটনাটি ঘটে কেকেআরের ইনিংসের পঞ্চম ওভার চলাকালীন। জিয়োহটস্টারে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে মাঠে বসেই ঘটনাটা দেখি। প্রিন্স যাদবের করা একটি বল মিড-অনে ঠেলে এক রান নিতে ছোটে অঙ্গকৃশ। কিন্তু নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে ক্যামেরন গ্রিন রান নিতে আগ্রহী ছিল না। ফলে মাঝপথে ঘুরেই ক্রিজের দিকে ফিরতে শুরু করে অঙ্গকৃশ। লাইনের কাছে পৌঁছে ঝাঁপও দিয়েছিল। সেই সময়ে মিড অনে দাঁড়ানো মহম্মদ শামির থ্রো সরাসরি অঙ্গকৃশের পায়ে লাগে। তার পরেই লখনউয়ের ফিল্ডাররা আউটের জোরালো আবেদন করে। তখন বিষয়টি তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে পাঠানো হয়। রোহন বেশি সময় না নিয়েই আউটের সিদ্ধান্ত নেয়।

আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী ৩৭.১.৪ ধারায় লেখা আছে, "সন্দেহ ঘোচানোর জন্য, কোনও আম্পায়ার যদি মনে করেন উইকেটের মধ্যে দৌড়নোর সময়ে কোনও ব্যাটসম্যান কারণ ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে দিক পরিবর্তন করেছেন এবং তার ফলে ফিল্ডারের রান আউটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তখন ফিল্ডিং দলের আবেদনের ভিত্তিতে ব্যাটসম্যানকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'-আউট দিতে হবে।" এই নিয়মে বলা নেই এক জন ব্যাটসম্যান কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গলে দিক পরিবর্তন করতে পারবে? কোনও ব্যাটসম্যানের পক্ষেই গতির সঙ্গে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দৌড়নো সম্ভব নয়। সামান্য এদিক-ওদিক তো হবেই।

আমার মনে হয়েছে অঙ্গকৃশ ইচ্ছাকৃতভাবে উইকেট আটকে দৌড়তে চায়নি। শামি যখন বল থ্রো করছিল, তখন অঙ্গকৃশ ঘুরে ক্রিজের দিকে দৌড়তে শুরু করেছিল। ওর আন্দাজই ছিল না বল কোন দিকে আসছে। ওর যদি স্টাম্প গার্ড করারই উদ্দেশ্য থাকত, তা হলে তো ক্রিজের মাঝখান দিয়ে দৌড়ত। তা তো করেনি? পিচের ডান প্রান্ত দিয়ে দৌড় শুরু করার সময় ওর আন্দাজ ছিল না শামির থ্রো কোন দিক থেকে ধেয়ে আসছে। আম্পায়ার বলতে পারে, ও কিছুটা কোণাকুনি দৌড়েছে। যে কোনও ব্যাটসম্যানই তাই করবে। ও কেন ক্রিজের বাইরের দিকে দৌড়বে? ও তো কম দৌড়ে দ্রুত ক্রিজে পৌঁছনোর চেষ্টা করবে? অঙ্গকৃশ সেটাই করেছে। এমনিতেই ওর 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস' দুর্বল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে বোঝাও যায় না কোন দিক থেকে বল আসছে। আমি আম্পায়ার থাকলে কখনওই আউট দিতাম না। আরও কিছুক্ষণ সময় নিতাম। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতাম। তার পরে সিদ্ধান্ত জানাতাম। এই ধরনের সিদ্ধান্তে এতটা তাড়াহুড়ো করার কোনও মানে নেই।

আমি ১৭ বছর আম্পায়ারিং করেছি আইপিএলে। ১৩১টি ম্যাচ পরিচালনা করেছি। কোনও দিন এই ধরনের সিদ্ধান্তে বিতর্কে জড়াইনি। ইডেনেও লখনউ সুপারজায়ান্টসের দিগ্বেশ রাঠির ক্যাচ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ওর বাঁ-পা যে বাউন্ডারি লাইনে ঠেকে গিয়েছিল তা লক্ষ্যই করেনি অনন্ত পদ্মনাভন। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে কেন আরেকটু বেশি সময় নেব না?

ধারাভাষ্যকার অনিল কুম্বলের সঙ্গে গতকালই কথা হচ্ছিল। অনিল ভাই বলছিলেন, "অঙ্গকৃশ ক্রিজে ফেরার সময়ে পিছনের দিক থেকে আসা বল দেখেনি। এমনকি ডাইভ দিয়ে ক্রিজের ভিতরে ব্যাটও ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ে বল ওর পায়ে এসে লাগে। ফলে ও কোনও ভাবেই আউট ছিল না।"

অঙ্গকৃশের উচিত, এই ঘটনাটি ভুলে গিয়ে নিজের ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করা। ও বাচ্চা ছেলে। এই ধরনের ঘটনা ওকে প্রভাবিত করতে পারে। আশা করব, রোহন পণ্ডিতও ভুল শুধরেই পরের ম্যাচটি পরিচালনা করবে।

(লেখক পরিচিতি: টানা ১০ বছর আইসিসির এলিট প্যানেলে আম্পায়ারিং করেছেন। আইপিএলে সর্বোচ্চ ১৩১ ম্যাচ পরিচালনা করার রেকর্ড রয়েছে তাঁর।)

(সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুলিখন: ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত)

চূর্ণ দিল্লি, বিরাটের ঘরের মাঠে শাসন হেজ়লউডদের

■ **উচ্ছ্বাস:** হেজ়লউড উইকেট নেওয়ার পরে উৎসব বিরাটের। *রয়টার্স*

৯ উইকেটে জয়ী আরসিবি
ম্যাচের সেরা জশ হেজ়লউড

স্কোরকার্ড

দিল্লি ক্যাপিটালস ৭৫ (১৬.৩)
আরসিবি ৭৭-১ (৬.৩)

দিল্লি ক্যাপিটালস

সাহিল বো ভুবনেশ্বর	০=২
রাহুল ক জিতেশ বো হেজ়লউড	১=৩
নীতীশ ক দেবদত্ত বো হেজ়লউড	১=৯
সমীর ক জিতেশ বো হেজ়লউড	০=১
স্টাবস ক দেবদত্ত বো ভুবনেশ্বর	৫=৩
অক্ষর ক জিতেশ বো ভুবনেশ্বর	০=৩
অভিষেক বো হেজ়লউড	৩০=৩৩
মিলার ক জিতেশ বো রসিক	১৯=১৮
কাইল এলবিডব্লিউ বো ক্রুণাল	১২=১৩
কুলদীপ বো সুযশ	৩=১১
চামিরা ন.আ.	০=৩
অতিরিক্ত	৪
মোট	৭৫-১০(১৬.৩)

পতন: ১-০ (সাহিল, ০.২), ২-২ (রাহুল, ১.১), ৩-২ (সমীর, ১.২), ৪-৭ (স্টাবস, ২.১), ৫-৭ (অক্ষর, ২.৪), ৬-৮ (নীতীশ, ৩.৫), ৭-৪৩ (মিলার, ৮.৬), ৮-৬২ (কাইল, ১২.৩), ৯-৭১ (কুলদীপ, ১৫.৩), ১০-৭৫ (অভিষেক, ১৬.৩)।
বোলিং: ভুবনেশ্বর কুমার ৩-০-৫-৩, জশ হেজ়লউড ৩.৩-০-১২-৪, রসিক সালাম ২-০-২১-১, রোমারিয়ো শেফার্ড ২-০-২১-০, সুযশ শর্মা ৪-১-৭-১, ক্রুণাল পাণ্ড্য ২-০-৯-১।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

বেথেল ক নটরাজন বো জেমিসন	২০=১১
বিরাট ন.আ.	২৩=১৫
দেবদত্ত ন.আ.	৩৪=১৩
অতিরিক্ত	০
মোট	৭৭-১(৬.৩)

পতন: ১-২৬ (বেথেল, ২.৩)।
বোলিং: কাইল জেমিসন ৩-০-৪২-১, দুষ্মন্ত চামিরা ২-০-১৮-০, অক্ষর পটেল ১-০-৫-০, টি নটরাজন ০.৩-০-১২-০।

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: আইপিএলের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী দিন তো বটেই!

এত দিন ধরে নজর রাখতে হচ্ছিল রানের লড়াইয়ে নতুন কী কী রেকর্ড হয় সে দিকে। কিন্তু সোমবার খুঁজতে হল আইপিএলে কম রানের তালিকায় কারা কারা রয়েছে? সৌজন্যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দুই বোলার— জশ হেজ়লউড ও ভুবনেশ্বর কুমার।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে প্রতিযোগিতায় দু'টি ম্যাচ মিলিয়ে উঠেছিল মোট ৯৮৬ রান। ছক্কার সংখ্যা ছিল ৫১। তার মধ্যে একটি ম্যাচ অবশ্যই ছিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। প্রথমে ব্যাট করে দিল্লি তুলেছিল ২৬৪-২। পঞ্জাব কিংস সাত বল বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

সেই দিল্লি আর এই দিল্লির আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাই তো অনিশ্চয়তায় মোড়া ক্রিকেট সম্পর্কে বলা হয়— 'আজ যে রাজা, কাল সে ফকির'। না হলে দিল্লি পাওয়ারপ্লে-তে (৬ ওভারে) তুলল মাত্র ১৩-৬! ভুল হল, ৮ রানেই পড়ে যায় ছয় উইকেট। আশঙ্কা করা হচ্ছিল ইডেনে আরসিবির সর্বনিম্ন স্কোর ৪৯ কি আজই ভেঙে দিয়ে সবার শেষে বসবেন অক্ষর পটেলরা? না, বিরাট কোহলির ঘরের মাঠে সেই লজ্জার নজিরের হাত থেকে দিল্লিকে কোনওমতে বাঁচালেন ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে নামা বাংলার অভিষেক পোড়েল। তিনটি চারের সাহায্যে করলেন ৩০ রান।

হেজ়লউড ও ভুবনেশ্বর দু'জনের বোলিংয়ের একটি সাদৃশ্য হল তাঁরা সারা দিন ধরে একই লাইন ও লেংথে ক্রমাগত বল করে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে ভুবনেশ্বরের হাতে রয়েছে বিষাক্ত সুইং। দ্বিতীয় বল থেকেই তাসের ঘরের মতো উইকেটের পতন হতে শুরু করে বেঙ্গালুরুর। অবশ্য সাহিল পরখকে যে ইয়র্কারে ফেরালেন ভুবনেশ্বর, তা যে কোনও ব্যাটসম্যানের কাছেই সামলানো কঠিন। হেজ়লউডও প্রথম বলে ফেরান কে এল রাহুলকে (১)। পরের বলেই আউট হন সমীর রিজ়ভি।

দিল্লির একমাত্র আশার আলো মিলার ও অভিষেকের মধ্যে ৩১ বলে ৩৫ রানের জুটি হয়। ১৯ রানে আউট হন মিলার। কোনওমতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ৭৫ রান পর্যন্ত পৌঁছয় দিল্লি। হেজ়লউড চারটি এবং ভুবনেশ্বর তিনটি উইকেট নেন। তাদের ইনিংসে রয়েছে মাত্র আটটি চার ও একটি ছক্কা, যা চলতি আইপিএলে সর্বনিম্ন। দিল্লির ইনিংসের মাঝে কিছু সময় ধুলোর ঝড়ের কারণে ম্যাচ বন্ধ থাকে। কিন্তু তাতে অবশ্য অক্ষরদের 'রাজধানীতে রক্তক্ষরণ' বন্ধ হয়নি।

বোলারদের শাসনের পরে নিজের প্রিয় মাঠে বাকি কাজটা সম্পূর্ণ করলেন বিরাট কোহলি (অপরাজিত ২৩)। সপ্তম ওভারে টি নটরাজনকে জোড়া ছক্কায় তিনিই ম্যাচ শেষ করেন। বিরাটকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন জেকব বেথেল (২০) এবং দেবদত্ত পাড়িক্কল (অপরাজিত ৩৪)। ৮১ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল আরসিবি। শুধু তাই নয়, প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে ন'হাজার রানের গণ্ডিও টপকালেন আরসিবির মহাতারকা।

ম্যাচের পরে অবশ্য দুই শিবিরের তরফে শোনা গেল একই কথা— "আমরা এখনও বুঝতে পারছি না কী হল!" অক্ষর ও হেজ়লউডের বক্তব্যের পার্থক্য হল মনোভাবে, একটি বিষাদের ও অন্যটি উচ্ছ্বাসের।

আইপিএল টেবল: শীর্ষে পঞ্জাব, দু'নম্বরেই আরসিবি

	ম্যাচ	জয়	হার	টাই	নেট রান রেট	পয়েন্ট
পঞ্জাব কিংস	৭	৬	০	১	+১.৩৩৩	১৩
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৮	৬	২	০	+১.৯১৯	১২
সানরাইজ়ার্স হায়দরাবাদ	৮	৫	৩	০	+০.৮১৫	১০
রাজস্থান রয়্যালস	৮	৫	৩	০	+০.৬০২	১০
গুজরাত টাইটান্স	৮	৪	৪	০	-০.৪৭৫	৮
চেন্নাই সুপার কিংস	৮	৩	৫	০	-০.১২১	৬
দিল্লি ক্যাপিটালস	৮	৩	৫	০	-০.০৬০	৬
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৮	২	৫	১	-০.৭৫১	৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৭	২	৫	০	-০.৭৩৬	৪
লখনউ সুপার জায়ান্টস	৮	২	৬	০	-১.১০৬	৪

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নজরে সেই বৈভব

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগে ফুরফুরে মেজাজে রাজস্থান রয়্যালসের তারকা ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী। শেষ ম্যাচে শতরান করার ফলে তার ভক্তসংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে।

যে কোনও বয়সের ক্রিকেটপ্রেমীই বৈভবের ভক্ত। এ বার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে খুদেরাও। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নামার আগের দিন বৈভবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তার থেকেও খুদে দুই ভক্ত। তাদের একটাই দাবি। বৈভবের সঙ্গে সেলফি তুলবে। আর এই সুযোগে মশকরা করতে ছাড়ল না বৈভবও। তারা যখন সেলফির আবদার জানাল, তখন বৈভব বলে, "টাকা দিতে হবে।" দুই ভক্ত সেটা বিশ্বাসই করেনি। বৈভব ফের বলে, "সত্যি বলছি। এক-একটা ছবির জন্য ১০০ টাকা করে নেব। দেবে কি না বলো।" একটু পরে দুই খুদে ২০০ টাকা নিয়ে আসে। অর্থাৎ একেকজনের জন্য ১০০ টাকা করে।

খুদে ভক্তরা টাকা এগিয়ে দিতেই বৈভব হেসে ফেলে। তারপর বলে, "আরে ভাই মজা করছিলাম। ওদিকে দেখো।" তারপর দুই ভক্তর সঙ্গে হাতও মেলায় ১৫ বছরের তারকা ওপেনার।

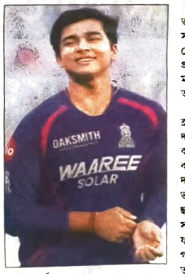

■ **আকর্ষণ:** ভক্তদের সঙ্গে মস্করা বৈভবের। *ফাইল চিত্র*

বৈভব যতই হাসিখুশি থাকুন, তার দল খুব একটা স্বস্তিতে নেই। সানরাইজ়ার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ হেরে চার নম্বরে তারা। প্রতিপক্ষ পঞ্জাব যদিও শীর্ষস্থানে। সাত ম্যাচে শ্রেয়স আয়ারদের পয়েন্ট ১৩। তাদের কি হারাতে পারবে রাজস্থান?

পঞ্জাব কিংসের সহকারী কোচ ব্র্যাড হ্যাডিন মনে করেন, তাঁর দলের ক্রিকেটারদের জেতার খিদেই বাকিদের চেয়ে এগিয়ে রাখছে। হ্যাডিন বলেছেন, "রাজস্থান নিঃসন্দেহে ভাল দল। বৈভব সূর্যবংশী সত্যি আমাদের ভাবাচ্ছে। রবীন্দ্র জাডেজাও অসাধারণ ছন্দে আছে। ওদের হাল্কা ভাবে নেওয়া সম্ভব নয়।" যোগ করেন, "আমি যদিও শ্রেয়সদের জয়ের খিদে দেখে গর্বিত। আমাদের দলে কিন্তু বড় তারকা খুব একটা নেই। প্রভসিমরন, প্রিয়াংশ এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটই খেলেনি। কুপার কনোলিই বা ক'টা ম্যাচ খেলেছে? আমরা তরুণ দল নিয়েই এগিয়ে চলেছি। শ্রেয়সের মতো অধিনায়ক চেষ্টা করে, তরুণদেরই বেশি প্রাধান্য দিতে। আশা করি, মঙ্গলবারও জিতব।"

প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি শুরু রোহিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ মে: চোটের জন্য শেষ তিন ম্যাচে খেলতে পারেননি রোহিত শর্মা। তবে বুধবার সানরাইজ়ার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন হিটম্যান। রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রেনিংয়ে আরও বেশি পরিশ্রম করতে দেখা গিয়েছে রোহিতকে। তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে, পরের ম্যাচে ফিরছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। জিমে সময় কাটান তারকা ক্রিকেটার। কঠোর ট্রেনিংও করেন। নেটেও বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করেছেন রোহিত। আগের মতোই বড় শট খেলতে দেখা যায় তাঁকে। ব্যাট করার সময়ও কোনও সমস্যা হচ্ছিল না তাঁর। ফলে রোহিতের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আশাবাদী মুম্বই ইন্ডিয়ানস।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হারের পরে রোহিতকে ফেরানোর তাগিদ বেড়ে গিয়েছে মুম্বইয়ের। তাই দ্রুত অনুশীলনে ফেরেন রোহিত। সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ড্য, তিলক বর্মারাও দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে টপ অর্ডার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় মুম্বই। পরিবর্ত হিসেবে নেমেই প্রথম ম্যাচে শতরান করেন কুইন্টন ডি'কক। অন্য দিকে রায়ান রিকলটনকে বাদ দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় নামানো হয় ২২ বছরের দানিশ মালেওয়ারকে। শেষ দুই ম্যাচে মাত্র ২ রান করেন তিনি। মুম্বইয়ের ব্যাটিং বিভাগের শক্তি ফেরাতে রোহিতের ফিট হওয়া জরুরি।

বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শক্তিশালী হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রোহিত ফিরবেন কি না সেটাই দেখার। অন্য দিকে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির প্রত্যাবর্তন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। তাঁর এক সময়ের সতীর্থ আর. অশ্বিন তো বলেই দিয়েছেন, সিএসকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে না গেলে ধোনি নামবে না।

অশ্বিন বলেছেন, "সিএসকে যদি প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যায়, তখন ধোনি খেলতে পারে। আমি এখনও মনে করি, সিএসকে প্লে-অফে যেতে পারে। যদিও খুবই কঠিন।" যোগ করেন, "শেষ পাঁচ ম্যাচে ওরা যে ভাবে খেলেছে তাতে প্লে-অফে যাওয়া উচিত। ছন্দ ফিরে পেয়েছে ওরা। এই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগাতে হবে।"

কোচদের আস্থার মর্যাদা রাখতে পেরে খুশি, বলছেন নারাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: সুপার ওভারে কে বল করবেন? তা নিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে বিশেষ সন্দেহ ছিল না। সুনীল নারাইনও জানতেন, তাঁর কাঁধেই দায়িত্ব এসে পড়বে। তাই মানসিক ভাবে তৈরিই ছিলেন।

ম্যাচ শেষে নারাইন জানিয়েছেন, প্রত্যেক কোচই চেয়েছিলেন তিনি বল করুক। এই আস্থাই তাঁকে ভাল বল করতে সাহায্য করে।

নারাইন বলেছেন, "সব কোচই বলল আমার বল করা উচিত। আমি বললাম, ঠিক আছে।" যোগ করেন, "তাঁদের আস্থাই আমাকে আরও ভাল বল করতে সাহায্য করেছে।"

সুপার ওভারে আগেও কেকেআরকে জিতিয়েছেন নারাইন। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও তিনি সফল হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কী রকম অনুভূতি হয়? নারাইন বলেছেন, "আসলে এই সময়ে খুব একটা বিকল্প থাকে না হাতে। সুপার ওভারের পরিস্থিতি খুবই কঠিন। তবে আমার মতে, প্রথমে সুপার ওভার করা অনেকটাই সহজ। কত রান নিরাপদ তা ব্যাটসম্যানেরা বুঝতে পারে না। তাই অতিরিক্ত শট খেলতে যায়।"

নিকোলাস পুরানকে প্রথম বলেই আউট করেছিলেন নারাইন। আগেও তাঁর বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। প্রথম বলটি করার আগে কী ভাবছিলেন? নারাইনের উত্তর, "আগে থেকে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। পরিস্থিতি এ সব বিষয় সহজ করে দেয়।" তিনি আরও বলেছেন, "গোটা দলের জন্য খুশি। আমরা খোঁড়াচ্ছিলাম। একটা একটা ম্যাচ ধরে এগোনোর চেষ্টা করলেই আমরা ভাল খেলব।"

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে সুপার ওভারে জেতানোর পরে রিঙ্কু সিংহের পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বললেন সুনীল নারাইন।

রিঙ্কু ফোন করেই নারাইনের কাছে নিয়ে যান ফোন। তখন কথা বলছিলেন তাঁর বোন। তিনি ফোন ধরেই নারাইকে বলেন, "হ্যালো ভাইয়া।" সঙ্গে সঙ্গে রিঙ্কু ঠিক করে দেন, "ভাইয়া বলছিস কেন? ব্রাদার বল।"

■ **যাত্রা:** হায়দরাবাদে পৌঁছনোর পরে নারাইন ও রিঙ্কু। *কেকেআর*

রিঙ্কুর এই ব্যাখ্যা শুনে হেসে ফেলেন নারাইন। তার পরে রিঙ্কুর বোন হিন্দিতেই বলেন যা বাংলা ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, "সুপার ওভারে খুব ভাল বল করেছেন। দাদা ও আপনার জন্যই তো জিতলাম।" রিঙ্কু তাঁর বোনের কথার ব্যাখ্যা করে দেন নারাইনকে। তার পরে কেকেআরের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার বলেন, "অনেক ধন্যবাদ। আরও ভাল খেলার চেষ্টা করব।"

তাঁরা দু'জনেই যে কেকেআরের জয়ের নায়ক। ব্যাট হাতে রিঙ্কুর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ৫১ বলে অপরাজিত ৮৩ রানের ইনিংস না খেললে ম্যাচ এত দূর গড়াত না। তেমনই সুপার ওভারে মাত্র এক রানে দু'টি উইকেট নারাইন না নিলে, দু'পয়েন্ট আসত না কেকেআরের ঘরে। ম্যাচ শেষে তাই দু'জনেরই প্রশংসা করেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে।

অধিনায়ক বলেছেন, "রিঙ্কুর ইনিংসের জবাব নেই। ও রান না করলে আমরা লড়াকু স্কোরে পৌঁছতে পারতাম না।" যোগ করেন, "বোলাররাও অসাধারণ বল করেছে। বিশেষ করে নারাইন। ওকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। সুপার ওভারে ওকে বল করানোর সিদ্ধান্ত নিতে বেশি চিন্তা করতে হয়নি। নারাইনও আমাদের আস্থার মর্যাদা রেখেছে।"

কোহলিতে মুগ্ধ ক্রুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: ১৮ বছরের যাত্রার পরে আইপিএল জিতেছিলেন বিরাট কোহলি। তাঁর নেতৃত্বে না জিতলেও রজত পাটীদারের অধিনায়কত্বে ট্রফি পেয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ক্রুণাল পাণ্ড্যও অন্যতম সদস্য ছিলেন সে দলের। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আরসিবি জেতার পরে কেঁদে ফেলেছিলেন বিরাট। যা দেখে ক্রুণালও আবেগ ধরে রাখতে পারেননি।

জিয়োস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্রুণাল বলেছেন, "বিরাট ও আরসিবি সমর্থকদের জন্য এই ট্রফি খুব জরুরি ছিল। প্রথম মরসুম থেকে আরসিবির অন্যতম সদস্য বিরাট। ওর সঙ্গে দলে থেকে ট্রফি জেতার মতো অনুভূতি খুব কমই আছে। ওকে কাঁদতে দেখে আমিও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।"

ক্রুণাল মনে করেন, আইপিএলে সব চেয়ে বেশি সমর্থন পায় আরসিবি। এই দল নিয়ে দর্শকদের মধ্যে অন্য রকম আবেগ কাজ করে। ক্রুণাল বলেছেন, "আরসিবিকে মানুষ যে ভালবাসা দেয়, সেটা অবিশ্বাস্য। ফাইনালের দিন আমি বৈঠকে বলেছিলাম, যাই হোক না কেন, ভক্তদের জন্য ট্রফিটা জিততেই হবে।" তিনি জানিয়েছেন, ১৮ বছরের অপেক্ষার পর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারার অনুভূতিটা দর্শকদের কাছে অন্য রকম। তাঁর কথায়, "আমি খুশি যা বলেছিলাম ফাইনালে সেটাই করতে পেরেছি।"

ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩০০৯/ ০৩০১০ ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন ও গঠন অনুযায়ী চলবে: —

ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি)			০৩০০৯ ০৩০১০	আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি		
দিন	পৌ.	ছা.	স্টেশন	পৌ.	ছা.	দিন
শনি	-	০০.৩০	↓ ডানকুনি জং.	২৩.৩০	-	সোম
	০৩.০০	০৩.০৫	আসানসোল জং.	১৯.৫০	১৯.৫৫	
	০৪.৫৮	০৫.০০	জসিডি জং.	১৭.৫০	১৭.৫২	
	০৭.৪০	০৭.৪২	কিউল জং.	১৪.৩০	১৪.৩২	
	১৭.৪০	১৭.৪৫	প্রয়াগরাজ জং.	০৩.০০	০৩.০৫	
রবি	১১.০০	-	আনন্দ বিহার (টি) ↑	-	১৫.০০	রবি

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান জং., দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর জং., ঝাঝা, শেখপুরা জং., নওয়াদা, তিলাইয়া জং., গয়া জং., অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরি অন সোন, সাসারাম জং., ভাবুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জং., মির্জাপুর, গোবিন্দপুরী, ইটাওয়া জং. ও টুন্ডলা জং. স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন :** ডানকুনি থেকে ০৩০০৯ : ০৯.০৫, ১৬.০৫, ২৩.০৫, ৩০.০৫.২০২৬, ০৬.০৬, ১৩.০৬, ২০.০৬ ও ২৭.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার) এবং আনন্দ বিহার (টি) থেকে ০৩০১০ : ১০.০৫, ১৭.০৫, ২৪.০৫, ৩১.০৫.২০২৬, ০৭.০৬, ১৪.০৬, ২১.০৬ ও ২৮.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = প্রতিটি ৭ ট্রিপ। **গঠন:** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৪, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৬, এসএলআরডি - ১ = ২২ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস। **বি.দ্র. :** ০৩০০৯ ডানকুনি-আনন্দ বিহার (টি) স্পেশাল ট্রেন ২৩.০৫.২০২৬ তারিখে (যাত্রা শুরুর তারিখ) চলবে না এবং ০৩০১০ আনন্দ বিহার (টি)-ডানকুনি স্পেশাল ট্রেন ২৪.০৫.২০২৬ তারিখে (যাত্রা শুরুর তারিখ) চলবে না।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

অ্যান্টন হয়তো আজ শুরু থেকেই

নিজস্ব সংবাদদাতা

গোয়ার মাটিতেই ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়ের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে হেরে। ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে হারানোর আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সেই গোয়াতেই আজ, মঙ্গলবার ওড়িশা এফসিকে হারিয়ে আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার লড়াই মশালবাহিনীর।

আইএসএলে এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচই জিতেছে ওড়িশা এফসি। পয়েন্ট টেবলে ১৩তম স্থানে রয়েছেন রহিম আলিরা। তবুও স্বস্তি নেই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। আক্রমণের প্রধান ভরসা মিগুয়েল ফিগুয়েরা নির্বাসিত। মাঝমাঠের মহম্মদ রশিদ এবং রক্ষণের আনোয়ার আলি সদ্য চোটমুক্ত হয়েছেন। তাই প্রতিপক্ষ যত দুর্বলই হোক, উদ্বেগ দূর হচ্ছে না কোচ অস্কার ব্রুসোর।

গোয়ায় সোমবার বিকেলে রশিদ ও আনোয়ার পুরোদমেই অনুশীলন করেছেন। তবে ওড়িশার বিরুদ্ধে দুই তারকাকে শুরু থেকে খেলাবেন কি না ম্যাচের দিন সকালেই সিদ্ধান্ত নেবেন অস্কার। গোয়া রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেছিলেন, "এই মরসুমে আমাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে। জিতলে ১৮ পয়েন্টে পৌঁছে যাব। এই ম্যাচের উপরেই নির্ভর করবে আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়াই করতে পারব কি না।" যোগ করেছেন, "ওড়িশা আগের ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থাকবে। তাই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সেরা ফুটবল উপহার দিতে হবে।"

আইএসএলে এখনও পর্যন্ত দুই দল মুখোমুখি হয়েছে ১০বার। ওড়িশা জিতেছে আটটি ম্যাচে। ইস্টবেঙ্গলের জয় মাত্র একটিতে ম্যাচেই। ড্র হয়েছে একটি ম্যাচ। দুই দল শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর। জেরি মাওহমিংথাঙ্গা ও হুগো বুমোসের গোলে ওড়িশা ২-১ জিতেছিল। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন লাল চুংনুঙ্গা। এ বার অবশ্য পরিস্থিতি একেবারেই বদলে গিয়েছে। শক্তির বিচারে অনেক এগিয়ে মশালবাহিনী। ওড়িশা পয়েন্ট টেবলের ১৩ নম্বরে থাকলেও ইস্টবেঙ্গলের কাঁটা হতে পারেন এক বঙ্গ স্ট্রাইকার। তিনি, রহিম আলি। আগের ম্যাচে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ওড়িশা হারলেও গোল করেছিলেন তিনি। রহিম বলেছেন, "খেলার উন্নতির লক্ষ্যে আমরা অনুশীলনে কঠোর পরিশ্রম করছি। সতীর্থদের অনুপ্রাণিতও করছি। প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। তাই আমাদের একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে।"

আইএসএলের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষ স্থানে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নয় ম্যাচে ২০ পয়েন্ট। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে এফসি গোয়া (১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট), মুম্বই সিটি এফসি (১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট), জামশেদপুর এফসি (১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট) এবং বেঙ্গালুরু এফসি (১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট)। আট ম্যাচ থেকে ১৫ পয়েন্ট অর্জন করে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার গোয়ার বিরুদ্ধে জিতলে চতুর্থ স্থানে উঠে আসার সুযোগ থাকবে মশালবাহিনীর সামনে।

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ২৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখেছিলেন মিগুয়েল। ৬৬ মিনিট দশ জনে খেলেও ৩-৩ ড্র করেছিল পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল। এই কারণেই ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে রেফারিং নিয়ে চিন্তিত অস্কার। কলকাতা ছাড়ার আগেই তিনি বলেছিলেন, "প্রথম ছয়-সাতটি ম্যাচে আমার মনে হয়েছিল সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি ঠিকই ছিল। তবে সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে কিছু সিদ্ধান্ত সত্যিই বোধগম্য হয়নি।" যোগ করেছেন, "আমাদের লক্ষ্য, সংযম বজায় রাখা। এই ধরনের পরিস্থিতি সামলানোর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বিশেষ করে গত মরসুমে যখন অনুভব করেছিলাম অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিল। এ বার প্রথম ছয়-সাতটি ম্যাচে বিষয়টা তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল। কোনও দলই বিশেষ সুবিধা পায়নি। কিন্তু তার পরে পরিস্থিতি বদলে যায়।" এই কারণেই মশালবাহিনীর রণকৌশল হল দ্রুত গোল করে এগিয়ে যাওয়া। সোমবার অনুশীলনে তিনি সব চেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন সেট-পিস থেকে গোল করার মহড়ায়। সালভাদরের মাঠ খুব একটা ভাল নয় বলে ম্যাচ অনুশীলন করানোর ঝুঁকি নেননি ইস্টবেঙ্গলের স্পেনীয় চাণক্য।

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ইউসেফ এজ্জেজারি গোল না পেলেও পরিবর্ত হিসেবে নেমে কোচের আস্থার মর্যাদা দিয়েছেন অ্যান্টন সোজবার্গ। সংযুক্ত সময়ে (৯০+৭ মিনিট) করা তাঁর গোলেই ইস্টবেঙ্গল নিশ্চিত হার বাঁচিয়েছিল। ওড়িশার বিরুদ্ধে শুধু গোল নয়, শুরু থেকেই খেলতে মরিয়া তিনি। বলেছেন, "স্ট্রাইকার হিসেবে গোল করার দায়িত্ব আমাকে নিতেই হবে। আমি এখন শুধু সামনের দিকে তাকাতে চাই। আশা করছি, ওড়িশার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই খেলব। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ।" এর পরেই যোগ করলেন, "শুরু থেকেই খেলি বা পরিবর্ত হিসেবে নামি, আমার লক্ষ্য থাকে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া। দলকে জিততে সাহায্য করা।"

অ্যান্টনের আশাই পূর্ণ হতে চলেছে। তাঁকে রেখেই প্রথম একাদশ গড়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল অস্কারের।

মঙ্গলবার আইএসএলে: ইস্টবেঙ্গল বনাম ওড়িশা এফসি (সন্ধে ৭.৩০, সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে)।

■ মহড়া: গোয়ার সালভাদর মাঠে ওড়িশা ম্যাচের প্রস্তুতিতে অ্যান্টন, ডেভিডরা। সোমবার। সৌজন্য ইস্টবেঙ্গল

■ অস্ত্র: ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ওড়িশার ভরসা রহিম আলি। এক্স

■ ফুরফুরে: টমাস কাপে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরে ভারতীয় দল। সোমবার ডেনমার্কে। ছবি: ব্যাডমিন্টন ফটো

অস্ট্রেলিয়াকে ৫-০ উড়িয়ে শেষ আটে লক্ষ্য-আয়ুষরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: টমাস কাপে প্রথম ম্যাচে কানাডাকে ৪-১ হারানোর পরে সোমবার অস্ট্রেলিয়াকে ৫-০ ফলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করে ফেলল ভারতীয় দল। বুধবার ভারতীয় দল মুখোমুখি হবে চিনের। এই টাইয়ে ঠিক হবে গ্রুপ শীর্ষে কারা শেষ করবে। চিনও এর আগে অস্ট্রেলিয়াকে ৫-০ হারিয়েছিল এবং সোমবার কানাডাকে তারা হারিয়েছে ৪-১ ফলে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিতলেই শেষ আটে যাওয়া নিশ্চিত হবে সেটা মাথায় রেখে ভারতীয় দলে একটি মাত্র পরিবর্তন করা হয়েছিল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী এইচ এস প্রণয়কে সিঙ্গলসে রাখা হয় কিদম্বি শ্রীকান্তের জায়গায়। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালিস্ট লক্ষ্য সেন ভারতীয় দলের হয়ে প্রথম ম্যাচে নামেন। তিনি ২১-১৪, ২১-১৬ ফলে হারান এফরাইম স্টিভন স্যামকে। এর পরে আয়ুষ শেট্টি ভারতকে ২-০ এগিয়ে দেন শ্রে ধন্দকে ২১-৮, ২১-৬ ফলে মাত্র ২৬ মিনিটে উড়িয়ে দিয়ে। কয়েক দিন আগেই যিনি এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিক প্রথম দশে থাকা খেলোয়াড় এবং বিশ্বের এক নম্বরকে হারিয়ে রুপো জিতেছিলেন।

এর পরে শুরু হয় ভারতের ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির দাপট। প্রাক্তন বিশ্বসেরা ভারতীয় জুটি ২১-১৪, ২১-১৬ ফলে হারান রিক্কি হিদায়াত-জ্যাক ইউ জুটিকে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা এইচএস প্রণয়ও স্ট্রেট গেমে জয় পান ঋষি হন্ডা তৃপতির বিরুদ্ধে ২১-১১, ২১-১৭ ফলে। তার পরে শেষ ডাবলসে হরিহরণ আমসাকরুনান ও এমআর অর্জুনের জুটি ২১-১২, ২১-১০ ফলে আন্দিকা রামদিয়ানস ও এফরেইম স্যামকে হারিয়ে ৫-০ জয় নিশ্চিত করে ফেলেন। ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল গত বছরে কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের কাছে হেরে গিয়েছিল। তাই বুধবার গত বারের চ্যাম্পিয়ন এবং ১১ বারের সেরাদের বিরুদ্ধে ভারতের টাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এ দিকে, দু'বারের অলিম্পিক্স জয়ী পি ভি সিন্ধু বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার কাউন্সিল সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করলেন। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের নিয়ামক সংস্থায় সিন্ধু প্রথমবার উপস্থিত থাকেন ২৫ এপ্রিল বার্ষিক সাধারণ সভায়। এই সভা থেকেই তাঁর কাউন্সিল সদস্য হিসেবে মেয়াদ শুরু হল। বিবৃতিতে সিন্ধু বলেন, "বিশ্ব জুড়ে খেলোয়াড়দের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থায় উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার কাছে বিরাট বড় সম্মানের। ব্যাডমিন্টন আমায় অনেক কিছু দিয়েছে। এই সুযোগে কিছুটা যদি ফিরিয়ে দিতে পারি সেটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।"

সিন্ধুর কাউন্সিল সদস্য হিসেবে থাকাটা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার পাশাপাশি এক জনের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থায় ভোট দেওয়ার অধিকার থাকার ব্যাপারটা বিরল। কাউন্সিলের ভোটিং সদস্য হিসেবে সিন্ধু সংস্থার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, আলোচনায় অংশ নেবেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের অ্যাথলিটদের কথা তুলে ধরবেন।

■ দুরন্ত: স্ট্রেট গেমে জয়ের পথে আয়ুষ। ছবি: ব্যাডমিন্টন ফটো

ছুটি কাটিয়ে প্রস্তুতি শুরু দিমিত্রিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা

নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আইএসএলে গত রবিবার রবসন রবিনহোর একমাত্র গোলে জিতেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তার পরে দীর্ঘ এক সপ্তাহ ছুটি কাটিয়ে ফের সোমবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করল মোহনবাগান।

দিমিত্রি পেত্রাতসদের পরের ম্যাচ ৯ মে, এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। তার আগে আলবার্তো রদ্রিগেস এবং আপুইয়ার চোট সমস্যা কাটিয়ে ওঠাই প্রধান পরীক্ষা সবুজ-মেরুন কোচ সের্খিয়ো লোবেরার। এ দিন দু'জনেই সাইডলাইনে কাটাচ্ছেন। তাদের দ্রুত সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কয়েক দিন আগেই গোয়া উড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে মোহনবাগানের।

এ দিকে গুরুগ্রামে সংক্ষিপ্ত শিবিরের পরে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলতে সোমবার চিনের সুজহৌউয়ে পৌঁছল ২৩ সদস্যের ভারতীয় দল। ২১ বছর পরে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের মেয়েরা যোগ্যতা অর্জন করেছে। ভারত অভিযান শুরু করছে আগামী শনিবার। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। এর পরে তারা খেলবে জাপান (৫ মে) এবং লেবাননের (৮ মে) বিরুদ্ধে। প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম দু'টি দল ছাড়াও তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছবে।

ফাজ়িলার হ্যাটট্রিক, বিতর্কে ফ্লাডলাইট

নিজস্ব সংবাদদাতা

আইডব্লিউএলে প্রথম পর্বের শেষে যে জায়গায় শেষ করেছিল ইস্টবেঙ্গল, ঠিক সেখান থেকেই দ্বিতীয় পর্ব শুরু করল। শ্রীভূমি এফসিকে সোমবার ৩-১ গোলে উড়িয়ে ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল মশালবাহিনীর মেয়েরা। হ্যাটট্রিক করেছেন উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজ়িলা ইকওয়াপুট। ইস্টবেঙ্গলের জয়ের পাশাপাশি ফ্লাডলাইট নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্কও।

৩৭ মিনিটে আশালতা দেবীর বাড়ানো লম্বা বল ধরে প্রথম লক্ষ্যভেদ করেন ফাজ়িলা। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর মাত্র এক মিনিটের মধ্যে ইনসাইড কাট করে দ্বিতীয় গোল করেন তিনি। ৬০ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। মোট ১২ গোল করে গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ফাজ়িলা।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় ৪০ মিনিট খেলা হয় ফ্লাডলাইটে। মেঘলা আবহাওয়ার কারণে মাঠের একটি মাত্র ফ্লাডলাইটই জ্বালানো হয়েছিল, কারণ বাকি ফ্লাডলাইটগুলি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ মেরামত করা যায়নি। প্রথমে আগে ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ফেডারেশনের তরফে ম্যাচ শুরুর সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। ক্লাবের অন্যতম শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার সাংবাদিকদের বলেছেন, "ফ্লাডলাইট জ্বালানোর কথাই ছিল না। ফেডারেশনই ম্যাচটা পিছিয়ে চারটেয় শুরু করেছে।"

ম্যাচের পরে লাল-হলুদ কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ় বলছিলেন, "ফাজ়িলাকে নিয়ে প্রশংসার ভাষা নেই। আশা করব এই জয়ের ধারা যেন পরের ম্যাচগুলিতেও বজায় থাকে।"

■ যুযুধান: বায়ার্ন মিউনিখের ভরসা হ্যারি। প্যারিস সঁ জরমঁ-র অস্ত্র দেম্বেলে। কে হাসবেন শেষ হাসি? রয়টার্স

এনরিকের হুঙ্কার: আমরাই সেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চলতি মরসুমে দুই দল মিলে মোট ৩৮ গোল করেছে। সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্যারিস সঁ জরমঁ-বায়ার্ন মিউনিখ দ্বৈরথকে বলা হচ্ছে, 'ফাইনালের আগে ফাইনাল'। উসমান দেম্বেলে না হ্যারি কেন— মঙ্গলবার রাতে প্যারিসে নায়ক কে হবেন?

বায়ার্ন কয়েক দিন আগেই ৩৫তম বুন্দেশলিগা জিতেছে। ডিএফবি পোকাল কাপের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন হ্যারিরা। দুরন্ত ছন্দে থাকা বায়ার্নের বিরুদ্ধে শেষ চারের দ্বৈরথের আগে পিএসজি ম্যানেজার লুই এনরিকে রীতিমতো ফুরফুরে মেজাজে। মজা করে বলেছেন, "দল নির্বাচনের জন্য আমাকে হয়তো লটারি করতে হবে। দলের সকলেই তৈরি খেলার জন্য। তাই সব চেয়ে সমস্যা হল, সকলকে শান্ত রাখা।" এর পরেই গত মরসুমে পিএসজিকে ইউরোপ সেরা করা এনরিকের হুঙ্কার, "আমাদের চেয়ে ভাল দল আর নেই। ধারাবাহিকতায় বায়ার্ন হয়তো আমাদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, আমাদের চেয়ে কোনও দলই ভাল নয়।"

কোচের সঙ্গে অবশ্য একমত হতে পারছেন না দলের নির্ভরযোগ্য উইঙ্গার কিভিচা কাভারাৎস্কেলিয়া। তিনি এ ক্ষেত্রে উদাহরণ টেনেছেন গত বছরের নভেম্বরে বায়ার্ন দ্বৈরথের প্রসঙ্গ। সেই ম্যাচে পিএসজিকে ১-২ গোলে পরাস্ত হতে হয়েছিল। "বায়ার্ন এখন অন্যতম সেরা ছন্দে রয়েছে। ফলে আমাদের লড়াই রীতিমতো কঠিন হতে চলেছে। তবে আমরাও জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত," বলেছেন কাভারাৎস্কেলিয়া।

পিএসজি মাঝমাঠের প্রধান ভরসা ভিতিনহার খেলা নিয়ে যদিও কিছুটা সংশয় রয়েছে। লিঁও-র বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন। গত শনিবার পর্যন্ত একাই অনুশীলন করছিলেন। হাঁটুর চোটের কারণে প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে থাকার পরে ফাবিয়ান রুইস সম্প্রতি দলে ফিরেছেন। অ্যাঙ্গার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৪৫ মিনিট খেলেছিলেন। অঘটন না ঘটলে বায়ার্নের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে থাকবেন রুইস।

২৪ জানুয়ারির পর থেকে কোনও প্রতিযোগিতাতেই হারেনি বায়ার্ন। শেষ পাঁচ ম্যাচে ১৯টি গোল করেছেন হ্যারিরা। রিয়াল মাদ্রিদকে ছিটকে দিয়ে শেষ চারে উঠেছে। কিন্তু পিএসজি-দ্বৈরথের আগে মাঠের ভিতরে ও বাইরের সমস্যায় জর্জরিত বায়ার্ন। শেষ আটে রিয়ালের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচে ভ্যাঁ সঁ কোম্পানি চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তৃতীয় হলুদ কার্ড দেখেছিলেন। ফলে মঙ্গলবার রাতের ম্যাচে তিনি ডাগআউটে থাকতে পারবেন। সব চেয়ে বড় ধাক্কা চোট পেয়ে স্যাক্স নাব্রির ছিটকে যাওয়া। তিনি বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না। চোটের কারণে খেলতে পারবেন না টম বিশপ এবং সভেন উলরাইখও। তবে তরুণ লেনার্ট কার্ল অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। পিএসজি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁর দলে ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে: পিএসজি বনাম বায়ার্ন মিউনিখ (রাত ১২.৩০, সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক)।

চোটে এল ক্লাসিকোয় অনিশ্চিত এমবাপে

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: বার্সেলোনার বিরুদ্ধে লা লিগায় এল ক্লাসিকোয় কিলিয়ান এমবাপের খেলা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। গত শুক্রবার রাতে রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৮১ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়েছিলেন ফরাসি তারকা।

বেতিসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৮১ মিনিটে এমবাপেকে দেখা গিয়েছিল রিজ়ার্ভ বেঞ্চের উদ্দেশে ইশারা করছেন। তার পরেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। এর পরেই রিয়ালের তরফে জানানো হয়েছিল, এমবাপের সমস্যা বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে। অতিরিক্ত ধকলের কারণেই এ রকম হয়। ডাক্তারি পরীক্ষার পরেই জানা যাবে ফরাসি তারকার চোট কতটা গুরুতর। এমবাপে কবে আবার মাঠে ফিরবেন তা-ও বোঝা যাবে। রিয়াল ম্যানেজার আলভারো আরবেলোয়া বলেছিলেন, "আমি ঠিক জানি না কী হয়েছে এমবাপের। ম্যাচের মধ্যেই অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। আগামী কয়েক দিন আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব।" সোমবার রিয়ালের তরফে জানানো হয়, এমবাপের বাঁ-পায়ের পেশিতে চোট ধরা পড়েছে।

লা লিগার পয়েন্ট টেবলে শীর্ষ স্থানে রয়েছে বার্সেলোনা। ৩৩ ম্যাচে ৮৫ পয়েন্ট রবার্ট লেয়নডস্কিদের। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের সংগ্রহে ৭৪ পয়েন্ট। অর্থাৎ ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন ভিনিশিয়াস জুনিয়ররা। আগামী ১০ মে লা লিগায় মুখোমুখি হবে বার্সা ও রিয়াল।

চোট পেয়ে পুরো মরসুমের জন্য ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন বার্সা তারকা লামিনে ইয়ামাল। এ বার অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন এমবাপেও।

■ উদ্বেগ: এমবাপের চোটে সমস্যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ফাইল চিত্র

কনস্ট্রাকশন ঠিকাদারের প্রয়োজন

অভিজ্ঞ কনস্ট্রাকশন ঠিকাদারের প্রয়োজন, যারা ও অদক্ষ শ্রমিক (যেমন – কার্পেন্টার, বার বেন্ডার, হেল্পার এবং রিগার) সরবরাহ করতে পারবেন।

স্থান:
- গুজরাট: আহমেদাবাদ, মুন্দ্রা, জামনগর, সুরাট
- মহারাষ্ট্র: মুম্বই, পুনে
- কর্ণাটক: বেঙ্গালুরু

ন্যূনতম প্রয়োজন:
আমাদের ৫০০০-এর বেশি শ্রমিক প্রয়োজন।
অনুগ্রহ করে শুধুমাত্র সেই ঠিকাদাররা যোগাযোগ করুন, যারা ৫০-এর বেশি শ্রমিক সরবরাহ করতে সক্ষম।

যোগাযোগ করুন:
হোটেল সিল্ক ইন, দৌলা মহেশবাটি, সাদি পার্ক, হাওড়া
6295762362 lrd@rivierainfra.com

ম্যারাথনে ইতিহাস কেনিয়ার সেবাস্টিয়ানের, অভিনন্দন সিন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৭ এপ্রিল: লন্ডন ম্যারাথন ১ ঘণ্টা ৫৯.৩০ মিনিটে শেষ করে ইতিহাস গড়লেন কেনিয়ার সেবাস্টিয়ান সাওয়ে। প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে কোনও স্বীকৃত ম্যারাথন দু'ঘণ্টার কম সময়ে শেষ করার কৃতিত্ব গড়লেন তিনি। যা একটা সময় অসম্ভব বলে ধরা হত। এর আগে যে বিশ্বরেকর্ড দখলে ছিল কেনিয়ারই প্রয়াত কেলভিন কিপ্টামের। কিন্তু তাঁর চেয়ে ৬৫ সেকেন্ড কম সময় নেন ২৯ বছর বয়সি সেবাস্টিয়ান। শুধু সেবাস্টিয়ানই নন, দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা ইথিওপিয়ার ইয়োমিফ কেজেলচাও শেষ করেন ১:৫৯:৪১ সময়ে। তৃতীয় স্থানে শেষ করা উগান্ডার জেকব কিপলিমোও আগের বিশ্বরেকর্ডের চেয়ে সাত সেকেন্ড কম সময় নেন (২:০০:২৮)।

ক্রমাগত ডোপিংয়ের সমস্যায় ভোগা কেনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে নানা বাধা কাটিয়ে সেবাস্টিয়ানের এই কৃতিত্বে তাই হইচই পড়ে গিয়েছে। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি ১৪০ জনের বেশি কেনিয়ার অ্যাথলিট নির্বাসিত হন ডোপিংয়ের অভিযোগে। কিন্তু তাতে টলানো যায়নি সেবাস্টিয়ানকে। ডোপিং ও অন্য দুর্নীতি থেকে অ্যাথলেটিক্সকে মুক্ত রাখার জন্য বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থার তৈরি অ্যাথলেটিক্স ইন্টিগ্রিটি ইউনিট (এআইইউ)-এর কাছে এই অবস্থায় সেবাস্টিয়ান সেপ্টেম্বরে বার্লিন ম্যারাথনের আগে একটাই অনুরোধ করেছিলেন, "যত বার খুশি আমায় পরীক্ষা করতে পারেন।" ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি বার্লিনে জয়ের আগে সেবাস্টিয়ানকে দু'মাসে ২৫ বার ডোপ পরীক্ষা করা হয়। সেবাস্টিয়ান বলেছেন, তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন "যে ঠিক পথে থেকেও শীর্ষে ওঠা যায়।"

এই লড়াইটা কিন্তু সোজা ছিল না। ১৯৯৫ সালে জন্ম সেবাস্টিয়ানের। মাটির বাড়ি, বিদ্যুৎ না থাকা, ছোট থেকেই এ সব দেখে বড় হয়েছেন তিনি। তবে একটা ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছোট থেকেই ছিল— দৌড়। এই দৌড় জীবনযুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার দৌড় নয়, জীবনকে আঁকড়ে ধরার দৌড়। সেই লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল সেবাস্টিয়ানের এই সাফল্যে। তাই তিনি জয়ের পরে বলেছেন, "এই রেসে যা হল সেটা শুধু আমার সাফল্য নয়, এখানে উপস্থিত সবার সাফল্য।"

ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধুও মুগ্ধ। সমাজমাধ্যমে সিন্ধু লিখেছেন, "দশকের পর দশক ধরে দু'ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করা প্রায় অসম্ভব ধরা হত। সেবাস্টিয়ান তা করে দেখাল। অসাধারণ কৃতিত্ব। বন্ধু কেলভিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ও নিশ্চয়ই উপর থেকে দেখে হাসছে।"

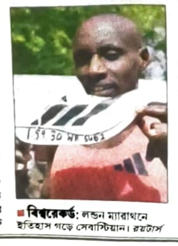

■ বিশ্বরেকর্ড: লন্ডন ম্যারাথনে ইতিহাস গড়ে সেবাস্টিয়ান। রয়টার্স